الكلمات الأساسية من القرآن الكريم

আল কুরআনের মৌলিক শব্দাবলী

সংকলন

উস্তায ইমরান হেলাল

তারিখঃ ২২-১২-২২

Contact

www.alquranervasha.com

Mobile: 01712529298

Email: nahidce03@yahoo.com

সহযোগীতা

নেকনুর আরা রিমা
শাকিরা বিনতে রশিদ
আয়শা আফরিন
শাম্মি আকতার সুমা
মাসুমা জাহান
শারমিন সুলতানা
ফারহানা নাবিলা
মেহজাবিন মনি
নাসরিন সিদ্দিকি
মারইয়াম ফেরদৌসি নিলম
নাজনিন লাবনী
নাজনিন আকতার
উম্মে সালমা দোলন
ওয়াহিদা
জান্নাতুন নাইম রুমি
শায়লা রিতা

الف			
أَبٌّ	উদ্ভিদ, ঘাস	وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا	ফল এবং গবাদি খাদ্য। (৮০:৩১)
أَبَدًا	সর্বদা, কখনো	مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا	যাতে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (১৮:৩)
أَبَقَ	পলায়ন করা	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন। (৩৭:১৪০)
إِبِلٌ	উট, উষ্ট্র	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	তবে কি তারা তাকিয়ে দেখে না উটের দিকে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? (৮৮:১৭)
أَبَابِيلَ	পাখির ঝাঁক	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ	আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। (১০৫:৩)
أَبٌ	পিতা, চাচা, দাদা	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ	আর তারা রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল। (১২:১৬)
أَبَى	অস্বীকার করা	فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ	তখন ইবলিশ ছাড়া সকলেই সিজদা করলো; সে অস্বীকার করলো ও অহংকার করলো। (২:৩৪)
أَتَى	আসা, করে আসা	إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ	সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। (২৬:৮৯)
أَثَاثٌ (و) أَثَاثَةٌ	সামগ্রী	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا	তাদের পূর্বে কত জাতিকে আমি বিনাশ করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা সাজ-সরঞ্জাম ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯:৭৪)
آثَرَ	অগ্রাধিকার দেওয়া	وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا	এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়। (৭৯:৩৮)
أَخَّرَ	পিছে ফেলা	يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ	সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে। (৭৫:১৩)

যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। (১৫:৯৬)	ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ	অন্য	آخَرُ (مث) أُخۡرَى (ج) أُخَرُ
তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন থাকে,তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। (৪:১২)	أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ	ভাই	أَخٌ (ج) إِخۡوان، إِخۡوَة
তোমরা তো এমন এক বীভৎস/জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করছ; (১৯:৮৯)	لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدًّا	জঘন্য, মন্দ	إِدٌّ
হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; (৭:২৭)	يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ	আদি মানব, মানবাঙ্গ	آدَم
অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময় আদায় করা কর্তব্য। (২:১৭৮)	فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ	আদায় করা	أَدَّى، أَدَاءٌ
এবং তাদের উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ। (৩৪:১৬)	وَبَدَّلۡنَٰهُم بِجَنَّتَيۡهِمۡ جَنَّتَيۡنِ ذَوَاتَيۡ أُكُلٍ خَمۡطٖ وَأَثۡلٖ	নিষ্ফলা বৃক্ষ	أَثْلٌ (ج) آثَالٌ، أُثُولٌ
তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চই আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২:১৭৩)	فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ	অন্যায়, পাপ	إِثْمٌ (ج) آثَامٌ
আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। (৫৬:৭০)	لَوۡ نَشَآءُ جَعَلۡنَٰهُ أُجَاجٗا	লবণাক্ত	أُجَاجٌ
ইয়াজুজ ও মাজুজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। (১৮:৯৪)	إِنَّ يَأۡجُوجَ وَمَأۡجُوجَ مُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ	ইয়াজুজ সম্প্রদায়	يَأْجُوجُ
অবশেষে যখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজকে মুক্তি দেয়া হবে। (২১:৯৬)	حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ	মাজুজ সম্প্রদায়	مَأْجُوجُ
তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে। (২৮:২৭)	أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ	মজদুরি করা	أَجَرَ

أَجَّلَ	সময় ধার্য করা	وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ	এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন এখন আমারা তাতে উপনীত হয়েছি'। (৬:১২৮)
أَحَدٌ (ج) آحَاد (مث) إِحْدَى	এক, একটি, একক সত্তা	أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ	এটা এ জন্যে যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে। (৩:৭৩)
أَخَذَ	ধরা, নেওয়া, পাকড়াও করা	وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّۦ	আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন। (৩:৮১)
أَذِنَ	অনুমতি দেওয়া	لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ	তুমি তাদেরকে অনুমতি কেন দিলে? (৯:৪৩)
آذَى	কষ্ট দেওয়া	لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى ۖ	সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৩:১১১)
إِرْبَةٌ (ج) أَرَبٌ	যৌন চাহিদা	ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ	পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা- রহিত পুরুষ। (২৪:৩১)
أَرْضٌ (ج) آرَاضٌ	পৃথিবী	لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ	তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। (২:১১)
أَرَائِكُ (و) أَرِيكَةٌ	সিংহাসন	مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ	সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। (৭৬:১৩)
آزَرَ	শক্তি যোগানো	أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ	যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয়। (৪৮:২৯)
أَزَرٌ	শক্তি, দৃঢ় করা	ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى	তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন। (২০:৩১)
أَزَّ	উস্কানি দেওয়া	تَؤُزُّهُمْ أَزًّا	তারা তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে থাকে। (১৯:৮৩)
أَزِفَ	ঘনিয়ে আসা	أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ	কিয়ামত আসন্ন (ঘনিয়ে এসে গেছে)। (৫৩:৫৭)

أَسَرَ	আটক করা	وَتَأۡسِرُونَ فَرِيقٗا	এবং এক দলকে বন্দী করছ। (৩৩:২৬)
أَسۡرٌ	আকৃতি, গঠন		
أَسَّسَ	ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা	أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٍ خَيۡرٌ	তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজ ইমারতের ভিত্তি আল্লাহভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে। (৯:১০৯)
آسَفَ	মর্মজ্বালা বাড়ান	فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا	তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (১৮:৬)
آسِنٌ	পচা পানি	فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ	ওতে আছে নির্মল পানির নদীমালা। (৪৭:১৫)
أُسۡوَةٌ (ج) أُسًى	আদর্শ, অনুসৃতি, মডেল	لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ	অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আর্দশ। (৩৩:২১)
آسَى، أَسِيَ	আক্ষেপ করা	فَكَيۡفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوۡمٖ كَٰفِرِينَ	সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি। (৭:৯৩)
أَشِرٌ (ج) أَشِرُونَ	দাম্ভিক	بَلۡ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٞ	বরং সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (৫৪:২৫)
إِصۡرٌ (ج) آصَارٌ	বোঝা	رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا ۚ	হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। (২:২৮৬)
أَصۡلٌ (ج) أُصُولٌ	মূল, উৎস	أَصۡلُهَا ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ	যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (১৪:২৪)
أَصِيلٌ (ج) الآصَالُ	সন্ধ্যা	وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا	এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়। (৭৬:২৫)

أُفٍّ	ছি-ছি, উফ	فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ	তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) ‘উফ’ বলো না। (১৭:২৩)
أُفُقٌ (ج) آفَاقٌ	দিগন্ত	وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ	আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে। (৫৩:৭)
أَفَكَ	বিমুখ হওয়া	يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ	সে ব্যক্তিকে তা হতে বিরত (বিমুখ) রাখা হয়, যাকে বিরত (বিমুখ) রাখা হয়েছে। (৫১:৯)
أَفَلَ	সূর্য ডোবা	فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ	তারপর যখন সেটা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, ‘যা আস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।’ (৬:৭৬)
أَكَلَ، أَكْلاً	খাওয়া	قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ	তারা বলল, ‘আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে। (১২:১৪)
أَلَتَ	কমানো	وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم	এবং তাদের কর্মফল আমারা একটুও কমাবো না। (৫২:২১)
أَلَّفَ	মিলন ঘটানো	وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ	আর তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করছেন। (৮:৬৩)
إِلاًّ	আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব		
أَلِمَ	কষ্ট করা	إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ	যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায়। (৪:১০৪)
إِلٰهٌ (ج) آلِهَةٌ	মা‘বুদ, উপাস্য	هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ	তিনিই তো একক উপাস্য। (৬:১৯)
أَلَا، يَأْلُو	ত্রুটি করা	لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا	তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। (৩:১১৮)
آلاءٌ وإِلَى، أَلَى، إِلْيٌ	দান	فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ	অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে ? (৫৫:১৩)
أُمْتٌ ج إِمَاتٌ،	টিলা, অসমতা, বন্ধুর	لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا	যাতে আপনি বাকা ও উঁচু দেখবেন না। ২০:১০৭

			أَمُوْتٌ
দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। (১৮:১২)	أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًا	সুদীর্ঘকাল	أَمَدٌ (ج) آمَادٌ
যে নির্দেশ দেয় সাদকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। (৪:১১৪)	مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ	আদেশ করা	أَمَرَ
যেন গতকাল সেটার অস্তিত্ব ছিল না। (১০:২৪)	كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ	গতকাল, বিগতকাল	أَمْسِ (ج) آمَاسٌ أُمُوْسٌ
আর স্থায়ী সৎকাজ আপনার রব-এর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট। (১৮:৪৬)	وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا	আকাঙ্ক্ষা	أَمَلٌ (ج) آمَالٌ
হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় পাঠানো পশু, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশু এবং নিজ রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের আশায় পবিত্র ঘর অভিমুখে যাত্রীদেরকে বৈধ মনে করবে না। (৫:২)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ	গমনেচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী	آمِّيْنَ
আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর। (২:২৮৩)	فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا	বিশ্বাস করা	أَمِنَ
তারা এমন এক উম্মাত, যারা অতীত হয়ে গেছে। (২:১৪১)	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ	দাসী, বাঁদি	أَمَةٌ (ج) إِمَاءٌ
তারপর যখন সে তা প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারুপে। (৩:৩৬)	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ	কন্যা, নারী	أُنْثَى (ج) إِنَاثٌ
অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে, তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। (৪:৬)	فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ	আঁচ করতে পারা	آنَسَ

নাকের বদল নাক। (৫:৪৫)	وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ	নাক, নাসা, নাসিকা	أَنْفٌ (ج) آنَافٌ، أُنُوفٌ
এই মাত্র সে কি বলল? (৪৭:১৬)	مَاذَا قَالَ ءَانِفًاۚ	এই মাত্র, নাকের ডগায়	آنِفًا
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। (৫৫:১০)	وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল	أَنَامٌ
তিনি বলতেন, ‘হে মারিয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে?’ (৩:৩৭)	قَالَ يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَاۖ	কীভাবে, কোত্থেকে	أَنَّى
যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি? (৫৭:১৬)	أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ	সময় হওয়া	أَنَى
আর অবশ্যই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাউদকে দিয়েছিলাম মর্যাদা এবং আদেশ করেছিলাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বার বার আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর' এবং পাখিদেরকেও। (৩৪:১০)	وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضۡلٗاۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ وَٱلطَّيۡرَۖ	প্রত্যাবর্তন করা	أَوَّبَ
আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না । আর তিনি সুউচ্চ সুমহান। (২:২৫৫)	وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ	ক্লান্ত বানানো	آدَ، يَؤُوْدُ
আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারনে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা। (১৮:৮২)	ذَٰلِكَ تَأۡوِيلُ مَا لَمۡ تَسۡطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرٗا	ব্যাখ্যা	تَأْوِيل
নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল কমল হৃদয় সর্বদা আল্লাহ্ অভিমুখী। ১১:৭৫	إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٞ مُّنِيبٞ	মানবদরদি	أَوَّاهٌ
যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল। (১৮:১০)	إِذۡ أَوَى ٱلۡفِتۡيَةُ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ	আশ্রয় নেওয়া	أَوَى
তারপর আমরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে সকলকে রক্ষা করলাম। (২৬:১৭০)	فَنَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ	পরিবার	أَهْلٌ (ج) أهلون
দু’টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য	قَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَايَةٞ فِي فِئَتَيۡنِ ٱلۡتَقَتَاۖ	আয়াত	آيَةٌ (ج) آيَات

অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (৩:১৩)			
তখন আমরা যারা ঈমান এনেছিল, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম। (৬১:৪০)	فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ	সাহায্য করা	أَيَّدَ
আর 'আইকা'বাসীরা (বন, জঙ্গল বাসীরা)ও তো ছিলো সীমালঙ্ঘনকারী। (১৫:৭৮)	وَإِن كَانَ أَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَٰلِمِينَ	বন, জঙ্গল	الأيكة
আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিয়ে সম্পাদন কর। (২৪:৩২)	وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ	বিবাহযোগ্য	أيامى و أيِّمٌ
তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ'। (২:৭১)	قَالُوا۟ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ	এখন, মাত্র	الآنَ

باء			
بَابِلُ	ব্যাবিলন শহর	وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ	যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। (২:১০২)
بِئْرٌ (ج) آبَارٌ	কূপ, কুয়া	وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ	বহু কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে। (২২:৪৫)
اِبْتَئَسَ	দুঃখিত হওয়া	وَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّىٓ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۚ	আর তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর, কাজেই তারা যা করত তার জন্য দুঃখ করো না। (১২:৬৯)
أَبْتَرُ	লেজকাটা, নির্বংশ	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ	নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ। (১০৮:৩)
بَتَّكَ	কাটা, চিরা	فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ	ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। (৪:১১৯)
تَبَتَّلَ، تَبْتِيلاً	নিরালায় ধ্যান করা	وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا	আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তাঁর প্রতি মগ্ন হোন একনিষ্ঠভাবে। (৭৩:৮)
بَثَّ	বিক্ষিপ্ত করা	وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ	এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। (৪২:২৯)
انبَجَسَ	ঝর্ণা ঝরা	فَٱنۢبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ	ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা ধারা উৎসারিত হল। (৭:১৬০)
بَحَثَ	অনুসন্ধান করা	يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ	যে তার ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল। (৫:৩১)
بَحْرٌ (ج) بِحَارٌ، أَبْحُرٌ	সাগর	وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ	আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়। (৩১:২৭)
بَخَسَ	কমানো	وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ	আর তা থেকে কিছু যেন না কমায় (ব্যতিক্রম না করে)। (২:২৮২)

তারা এ বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে আপনি দুক্ষে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন। (১৮:৬)	فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا	আত্মবিনাশী	بَاخِعٌ
পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। (৯২:৮)	وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ	কৃপণতা করা	بَخِلَ، الْبُخْلِ
অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? (২৯:২০)	فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بَدَأَ ٱلۡخَلۡقَ ۚ	সূচনা করা	بَدَأَ
নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। (৩:১২৩)	وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٖ	বদর-প্রান্তর	بَدْرٌ
কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল। (৫৭:২৭)	وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا	উদ্ভাবন করা	ابْتَدَعَ
অতঃপর মন্দ কাজের পরিবর্তে ভালো কাজ করে। (২৭:১১)	ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا بَعۡدَ سُوٓءٖ	পরিবর্তন করা, বিনিময় করা	بَدَّلَ، تَبْدِيلاً، تَبَدَّلَ
অতএব আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব। (১০:৯২)	فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ	শরীর	بَدَنٌ (ج) أَبْدَانٌ
বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত, তা তখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে। (৬:২৮)	بَلۡ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخۡفُونَ مِن قَبۡلُ ۖ	প্রকাশ পাওয়া	بَدَا
আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। (১৭:২৬)	وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا	অপব্যয় করা	بَذَّرَ، تَبْذِيرًا
হে ঈমানদারগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না; অতঃপর তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান। (৩৩:৬৯)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوۡاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا	সৃষ্টি করা	بَرَأَ
এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (৩৩:৩৩)	وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ ۖ	সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, দৃষ্টিরঞ্জন করা	(ج) تَبَرُّجٌ تَبَرَّ

তারা বলেছিল, ‘আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না। (২০:৯১)	قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ	নিরস্ত হওয়া	بَرِحَ
সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা, না কোন পানীয়। (৭৮:২৪)	لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا	শীতল	بَرَدٌ، بَارِدٌ
দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৬০:৮)	لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ	দয়া করা	بَرَّ
অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায়। (৪:৮১)	فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ	প্রকাশিত হওয়া, বার হওয়া	بَرَزَ بَرَّزَ، بَارِزَةً
তাদের সামনে ‘বারযাখ’ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। ২৩:১০০	وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	আড়াল, অন্তরাল	بَرْزَخٌ (ج) بَرَازِخُ
আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব। (৩:৪৯)	وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ	কুষ্ঠরোগী	الأَبْرَصُ
যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে। (৭৫:৭)	فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ	ঝলসে যাওয়া	بَرِقَ
আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত। (৪১:১০)	وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا	বরকত দেওয়া	بَارَكَ
নাকি তারা কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? (৪৩:৭৯)	أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا	পরিকল্পনা করা	أَبْرَمَ
হে লোকসকল! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে। (৪:১৭৪)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ	প্রমাণ	بُرْهَانٌ (ج) بَرَاهِيْنُ

بَازِغٌ (مث) بَازِغَةً	বিকীর্যমান	فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا	অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল দেখল। (৬:৭৭)
بَسَرَ	মুখভার করা	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল। (৭৪:২২)
بَسَّ ، بَسًّا	চুরমার করা	وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا	এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে পর্বতমালা। (৫৬:৫)
بَسَطَ ، الْبَسْطُ	প্রসারিত করা, প্রাচুর্য দেওয়া	وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ	আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে রুযীতে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। (৪২:২৭)
بَاسِقَةٌ	লম্বমান স্বচ্ছ রঙের সাদা মেঘ, বিপদ, দুর্যোগ	وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	আর সমুন্নত খেজুরগাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর ছড়া (৫০:১০)
أَبْسَلَ	বঞ্চিত করা	أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ	এরাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হয়েছে। (৬:৭০)
تَبَسَّمَ	মুসকি হাসা	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا	অতঃপর সুলাইমান তার এ কথাতে মৃদু হাসলেন। (২৭:১৯)
بَشَّرَ	সুসংবাদ দেওয়া	فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ	সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (৩৭:১০১)
بَصُرَ ، أَبْصَرَ	দেখা	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ	সে বলল, ‘আমি যা দেখেছিলাম তারা তা দেখেনি। (২০:৯৬)
بَصَلٌ	পেঁয়াজ	يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ	তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন’। (২:৬১)
بِضْعٌ	কতিপয়	فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ	সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে থেকে গেল। (১২:৪২)
بَطَّأَ	মন্থর হওয়া	وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ	আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। (৪:৭২)
بَطِرَ ، بَطَرًا	গর্ব করা	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ	আর আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের অহংকার করত ! (২৮:৫৮)

নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। (৮৫:১২)	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ	পাকড়াও করা	بَطَشَ، بَطْشًا
ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। (৭:১১৮)	فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	বাতিল হওয়া	بَطَلَ
প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের ধারে-কাছেও যাবে না। (৬:১৫১)	وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ	গোপন থাকা	بَطَنَ
তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। (৩:১৬৪)	إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ	পাঠানো	بَعَثَ، البَعْثُ
তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে। (১০০:৯)	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ	পুনরুত্থান করা	بَعْثَرَ
কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। (৯:৪২)	وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ	দীর্ঘ হওয়া	بَعُدَ
জেনে রাখ ! ধ্বংসই ছিল মাদ্‌ইয়ানবাসীর পরিনাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়। (১১:৯৫)	أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ	ধ্বংস হওয়া, বিদূরণ	بَعِدَ
এবং আমরা অতিরিক্ত আরো এক উট বোঝাই পণ্য আনব। (১২:৬৫)	وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ	উট	بَعِيرٌ (ج) بُعْرَانٌ
আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে হতে কেউ তোমাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করেছে। (১১:৫৪)	إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ	কতক	بَعْضٌ (ج) أَبْعَاضٌ
তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। ৩৭:১২৫	أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ	মূর্তির নাম	بَعْلٌ
তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা বেশী হকদার। (২:২২৮)	وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ	স্বামী, পতি	(ج) بُعُولَةٌ
এমনকি হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে। (৬:৩১)	حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً	হঠাৎ, অচিরেই	بَغْتَةً
তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। (৩:১১৮)	قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ	শত্রুতা, ঘৃণা	بَغْضَاءُ
আর তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬:৮)	وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ	খচ্চর	بِغَالٌ (و) بَغْلٌ

নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। (২৮:৭৬)	إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوۡمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيۡهِمۡۖ	সীমালঙ্ঘন করা	بَغَى
তারা বলল, ‘তোমার রবকে আহ্বান করো, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, গরুটি কি ধরনের? (২:৭০)	قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلۡبَقَرَ	গরু	الْبَقَرُ، بَقَرَةٌ (ج) بَقَرَاتٍ
উপত্যকার ডান পাশে পবিত্র ভূমির এক বৃক্ষ হতে তাকে আহবান করে বলা হল। (২৮:৩০)	نُودِيَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلۡوَادِ ٱلۡأَيۡمَنِ فِي ٱلۡبُقۡعَةِ ٱلۡمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ	ভূমি	بُقْعَةٌ (ج) بُقَعٌ، بِقَاعٌ
তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন’। (২:৬১)	يُخۡرِجۡ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۢ بَقۡلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ	তরকারি	بَقْلٌ (ج) بُقُوْلٌ
তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। (২:২৭৮)	ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ	স্থায়ী থাকা	بَقِيَ
অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী। (৫৬:৩৬)	فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا	বালিকা	بِكْرٌ (ج) أَبْكَارٌ
এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৩৩:৪২)	وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةً وَأَصِيلًا	প্রভাত, ঊষা	بُكْرَةٌ، إِبْكَارٌ
নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। (৩:৯৬)	إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	মাক্কা নগরী	بَكَّةَ
আর আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দু ব্যক্তিরঃ তাদের একজন বোবা। (১৬:৭৬)	وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ	বোবা, মূক	أَبْكَمُ (ج) بُكْمٌ
আর এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। ৫৩:৪৩	وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضۡحَكَ وَأَبۡكَىٰ	কাঁদা	بَكَى
আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে। (১৬:৭)	وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ	শহর	بَلَدٌ، بَلْدَةٌ (ج) بِلَادٌ

أَبْلَسَ	নিরাশ হওয়া	وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ	আর যেদিন কিয়ামত সংগঠিত হবে সে দিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে। (৩০:১২)
بَلَعَ	শোষণ করা	وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ	আর বলা হল, ‘হে ভূমি! তুমি নিজ পানি শুষে নাও। (১১:৪৪)
بَلَغَ	পৌঁছা, তুঙ্গে ওঠা	لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ	যার নিকট তা পৌঁছবে তাদের এ দ্বারা সতর্ক করতে পারি। (৬:১৯)
بَلَا ، أَبْلَى، إِبْتَلَي	পরীক্ষা করা	هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا	তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (৩৩:১১)
بَلِيَ	ক্ষয় হওয়া	قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ	সে বলল, ‘হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?’ (২০:১২০)
بَنَانٌ (و) بَنَانَةٌ	আঙুলের ডগা	بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ	অবশ্যই। আমি ওর আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম। (৭৫:৪)
إِبْنٌ ج أَبْنَاءٌ، بَنِينَ، بَنُونَ	পুত্র	وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ	আমরা মারইয়াম-পূত্র ‘ঈসা কে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। (২:৮৭)
بَنَى	বানানো	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا	আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ। ৭৮:১২
بَاءَ	আশ্রয় নেওয়া	وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ	আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুতঃ যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (৫৯:৯)

بَابٌ (ج) أَبْوَاب	দরজা	فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ	অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে। (৫৭:১৩)
بَارَ	ধ্বংস হওয়া	وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا	আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। ৭১:২৮
بَالٌ	অবস্থা, দশা	مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ	যে মহিলারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের অবস্থা কি? (১২:৫০)
بَهَتَ	হতভম্ব বানানো	فَبُهِتَ	তখন সে (নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেল। (২:২৫৮)
بَهْجَةٌ	সৌন্দর্য, শোভা	فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ	অতঃপর তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করেন। (২৭:৬০)
ابْتَهَلَ	মিথ্যুককে বদদু'আ করা	فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ	অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, 'এস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা মুবাহালা (বিনীত প্রার্থনা) করি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত।' (৩:৬১)
بَهِيمَةٌ (ج) بَهَائِمُ	গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু	أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ	চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ করা হল। (৫:১)
بَاتَ ، بَيَاتًا	রাত্রি যাপন করা	فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَٰتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ	তখনই আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাতে অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল। (৭:৪)
بَادَ	ধ্বংস হওয়া	قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا	বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (১৮:৩৫)
ابْيَضَّ	সাদা হওয়া	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ	যতক্ষণ রাতের কালোরেখা থেকে উষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না হয়। (২:১৮৭)
بَايَعَ	আনুগত্যের শপথ	فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ	অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের

উপর। (৯:১১১)		করা	
আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বাক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। (২৪:১৮)	وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۚ	সুস্পষ্ট বর্ণনা করা	بَيَّنَ، أَبَانَ

تاء

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (১১১:১)	تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ	ধ্বংস হওয়া, বিনাশ হওয়া	تَبَّ، تَبَابٍ، تَتْبِيبٍ
যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ। (২০:৩৯)	أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ	সিন্দুক	تَابُوتٌ (ج) تَوَابِيْتُ
এবং তাদের সকলকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। (২৫:৩৯)	وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا	ধ্বংস করা	تَبَّرَ، تَتْبِيرًا، تَبَارٌ
তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই। (২:৩৮)	فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	মেনে চলা	تَبِعَ، إِتَّبَعَ، إِتِّبَاع
এরপর আমরা একের পর এক (ক্রমান্বয়ে) আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। (২৩:৪৪)	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ	ক্রমান্বয়ে	تَتْرَا
তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর। (৯:২৪)	وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا	ব্যবসা	تِجَارَةٌ
আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নিচে রাখব। (৪১:২৯)	نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا	নিচে, তলদেশ	تَحْتَ
ফলে তার উপমা হল এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে। (২:২৬৪)	فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	মাটি	تُرَابٌ (ج) أَتْرِبَةٌ
এবং যাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম দুনিয়ার জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার। (২৩:৩৩)	وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا	বিলাসিতায় রাখা	أَتْرَفَ
সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়। (২:১৮০)	إِن تَرَكَ خَيْرًا	পরিহার করা	تَرَكَ
আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। (৪৭:৮)	وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًا لَّهُمْ	পতন ঘটা, ধ্বংস হওয়া	تَعْسٌ

অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে। (২২:২৯)	ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ	দৈহিক ময়লা	تَفَثٌ
যিনি সমস্ত কিছুকেই করেছেন সুষম (মজবুত)। (২৭:৮৮)	ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ	মজবুত করা	أَتْقَنَ
এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করলেন। (৩৭:১০৩)	وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ	চিৎপাত করে শোয়ানো	تَلَّ
যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়। (৮৩:১৩)	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا	পাঠ করা	تَلَا ، تِلَاوَة
শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। (৯১:২)	وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا	পশ্চাতে আসা	تَلَى
যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। (২:২৩৩)	لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ	পূর্ণ হওয়া	تَمَّ
অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসল এবং উনান উথলে উঠল। (১১:৪০)	حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ	চুলা	التَّنُّوْرُ (ج) تَنَانِيْرُ
অতঃপর আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন । নিশ্চয় তিনিই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (২:৩৭)	فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ	তাওবা করা, প্রায়শ্চিত্ত করা	تَابَ ، تَوْبٌ، تَوْبَةٌ
এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব। (২০:৫৫)	وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ	একবার	تَارَةٌ (ج) تَارَاتٌ
শপথ তীন ও যাইতূনের। (৯৫:১)	وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ	ডুমুর, আঞ্জির	التِّيْنُ
তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। (৫:২৬)	يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ	উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করা	تَاهَ

ثاء			
ثَبَتَ، ثُبُوتٌ	অটল থাকা	فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا	পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে। (১৬:৯৪)
ثُبُورٌ	ধ্বংস হওয়া, মরণ	لَّا تَدۡعُواْ ٱلۡيَوۡمَ ثُبُورٗا وَٰحِدٗا	আজ তোমরা এক ধ্বংসকে ডেকো না। (২৫:১৪)
ثَبَّطَ	বিরত রাখা	فَثَبَّطَهُمۡ	এ জন্য তাদেরকে বিরত রাখলেন। (৯:৪৬)
ثُبَاتٌ (و) ثُبَةٌ	একে একে	فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا	তারপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও। (৪:৭১)
ثَجَّاجٌ	মুষলধারা	وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءٗ ثَجَّاجٗا	আর আমরা বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি। (৭৮:১৪)
أَثۡخَنَ	হত্যা করা	إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ	যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে। (৪৭:৪)
تَثۡرِيبَ	অভিযোগ	قَالَ لَا تَثۡرِيبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَۖ	সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। (১২:৯২)
الثَّرَى (ج) أَثۡرَاءٌ	মাটি	وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ	এই দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। (২০:৬)
ثُعۡبَانٌ (ج) ثَعَابِيۡنُ	সাপ	فَأَلۡقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعۡبَانٞ مُّبِينٞ	অতঃপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল। (৭:১০৭)
ثَاقِبٌ	জ্যোতির্ময়	ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ	উজ্জ্বল নক্ষত্র। ৮৬:৩
ثَقِفَ	পাওয়া	أَيۡنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ	তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে। (৩৩:৬১)
ثَقُلَ	ভারি হওয়া	فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ	সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। (৭:৮)
ثُلَّةٌ ا (ج)	দল, জামা'আত	ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ	বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে। (৫৬:১৩)

যখন তা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়, তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। (৬:৯৯)	ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَيَنۡعِهِۦٓ	ফল ধরা	أَثۡمَرَ
সুতরাং যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহরই দিক। (২:১১৫)	فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ	সেখানে, ওখানে	ثَمَّ, ثم
আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবন্ত করবেন। (২:২৮)	ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ	অতঃপর, আবার, পুনরায়	ثُمَّ
এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। (২:৪১)	وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا	দর, স্বল্পমূল্য	ثَمَنٌ (ج) أَثۡمَانٌ
সে বিতণ্ডা করে অহংকারে ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য। তার জন্য লাঞ্ছনা আছে দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনে আমরা তাকে আস্বাদন করাব দহন যন্ত্রণা। (২২:৯)	ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ	হিংসা গোপন করা	ثَنَى
অতঃপর তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাতে। (৫:৮৫)	فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٖ	সাওয়াব দেওয়া	ثَوَبَ، أَثَابَ
তারা জমি চাষ করত। (৩০:৯)	وَأَثَارُواْ ٱلۡأَرۡضَ	ভূমি চাষ করা	أَثَارَ
আর আপনি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না। (২৮:৪৫)	وَمَا كُنتَ ثَاوِيٗا فِيٓ أَهۡلِ مَدۡيَنَ	অবস্থানকারী	ثَاوِي
অকুমারী এবং কুমারী। (৬৬:৫)	ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا	অকুমারী	ثَيِّبَاتٌ (و) ثَيِّبَةٌ

جيم			
جَئَرَ	আর্তনাদ করা	إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ	তখন তারা সজোরে আর্তনাদ করে উঠবে। (২৩:৬৪)
جُبٌّ (ج) جِبَابٌ	কূপ	وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ	তাহলে তাকে কোন কূপের গভীরে ফেলে দাও। (১২:১০)
جِبْتٌ	মূর্তি, প্রতিমা	يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ	যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে। (৪:৫১)
جَبَّارٌ	পরাক্রান্ত	هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ	তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। (৫৯:২৩)
جَبَلٌ (ج) جِبَالٌ	পাহাড়	ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا	অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। (২:২৬০)
جَبِينٌ (ج) جُبُنٌ	কপাল	فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ	তারপর যখন তারা দুজনেই আত্মসমর্পণ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে কপালে ভর করিয়ে শায়িত করল। (৩৭:১০৩)
جِبَاهٌ (و) جَبْهَةٌ	কপাল	فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ	অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (৯:৩৫)
جَبَى، اجْتَبَي	আনা, মনোনীত করা	ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১৬:১২১)
جَوَابٍ (و) جَابِيَةٌ	পুকুর	يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ۚ	তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (৩৪:১৩)

একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। (১৪:২৬)	ٱجۡتُثَّتۡ مِن فَوۡقِ ٱلۡأَرۡضِ	উপড়ানো	اجۡتَثَّ
তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। (৭:৭৮)	فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جَٰثِمِينَ	অধোমুখী	جَاثِمٌ
আর তুমি প্রতিটি জাতিকে দেখবে ভয়ে নতজানু। (৪৫:২৮)	وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٖ جَاثِيَةٗۚ	নতজানু হয়ে উপবিষ্ট	جَاثِيَةً
আর যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না। (২৯:৪৯)	وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ	অস্বীকার করা	جَحَدَ
আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (২:১১৯)	وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ	দোযখ	جَحِيمٌ
তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৩৬:৫১)	فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ	কবর	أَجۡدَاثٌ (و) جَدَثٌ
আর নিশ্চয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ। (৭২:৩)	وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا	শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব	جَدٌّ
বেদুঈনরা কুফর ও কপটতায় কঠিনতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানার অধিক উপযোগী। (৯:৯৭)	ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ	যোগ্যতম	أَجۡدَرُ
তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে। (৮:৬)	يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ	ঝগড়া করা	جَادَلَ، جِدَالَ
অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তাদের বড়টি ছাড়া। (২১:৫৮)	فَجَعَلَهُمۡ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرٗا لَّهُمۡ	চূর্ণ-বিচূর্ণ	جُذَاذًا (و) جُذَاذَةٌ
আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও। (১৯:২৫)	وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ	কাণ্ড	جِذۡعٌ (ج) جُذُوعٌ
সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে আনতে পারব কোন খবর, অথবা একটি জ্বলন্ত আঙ্গার। (২৮:২৯)	لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا بِخَبَرٍ أَوۡ جَذۡوَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ	জ্বলন্ত কয়লা	جَذۡوَةٍ

		ক্ষতি করা	جَرَحَ، اجْتَرَحَ
মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। (৫৪:৭)	كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ	পঙ্গপাল	جَرَادٌ (و) جَرَادَة
এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। (৭:১৫০)	وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ	টেনে আনা	جَرَّ
আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি (৩২:২৭)	أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ	অনাবাদি ভূমি	جُرُزٌ (ج) أَجْرَازٌ
সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। (১৪:১৭)	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ	অতিকষ্টে গিলা	تَجَرَّعَ
নাকি ঐ ব্যক্তি যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়? (৯:১০৯)	أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ	গর্ত	جُرُفٌ (ج) أَجْرَافٌ
নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত। (৮৩:২৯)	إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ	পাপাসক্ত করা	جَرَمَ
তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। (২:২৫)	أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ	প্রবাহিত করা	جَرَي، مَجْرِي
আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। (৪৩:১৫)	وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ	অংশ	جُزْءٌ (ج) أَجْزَاءُ
যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। (৭০:২০)	إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا	ব্যাকুল হওয়া	جَزِعَ
আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন। (৩:১৪৪)	وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ	বদলা দেওয়া	جَزَى، جَازَى، جَزَاءٌ
এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। (৩৮:৩৪)	وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا	শরীর	جَسَدٌ (ج) أَجْسَادٌ
আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না। (৪৯:১২)	وَلَا تَجَسَّسُوا۟	গোয়েন্দাগিরি করা	تَجَسَّسَ

جِسْمٌ (ج) أَجْسَامٌ	শরীর	وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ	আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবে তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। (৬৩:৪)
جَعَلَ	করা, বানানো	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا	আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম। (৭৮:৯)
جُفَاءً	পানিতে ভাসা আবর্জনা	فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ	ফেনা তো স্রোতবাহিত আবর্জনার মত উধাও হয়ে যায়। (১৩:১৭)
جِفَانٌ (و) جَفْنَةٌ	বড় পাত্র	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ	তারা তৈরী করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। (৩৪:১৩)
تَجَافَى	ছত্রভঙ্গ হওয়া	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ	তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। (৩২:১৬)
أَجْلَبَ	সমবেত করা	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	তাদের উপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে । (১৭:৬৪)
جَالُوت	রাজা জালূত	وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ	আর যখন তারা জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হল। (২:২৫০)
جَلَدَ، جَلْدَة	চাবুক মারা	فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً	তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর। (২৪:৪)
مَجَالِسُ (و) مَجْلِسٌ	সভা	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ	তোমাদেরকে যখন বলা হয়, ‘মজলিসে স্থান করে দাও’। (৫৮:১১)
الْجَلَالُ	মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	তোমার রবের নাম বরকতময়, যিনি মহামহিম ও মহানুভব। (৫৫:৭৮)
جَلَّى	প্রকাশিত করা	وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا	কসম দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। (৯১:৩)
جَمَحَ	দৌড়ে পালানো	لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ	তবে তারা সেদিকেই দৌড়ে পালাত। (৯:৫৭)
جَامِدَةً	জড়বস্তু জমাট	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً	আর তুমি পাহাড়সমূকে দেখছ, সেগুলোকে তুমি স্থির মনে করছ। (২৭:৮৮)

যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। (১০৪:২)	ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ	জমা করা	جَمَعَ، جَمْعًا
আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য। (১৬:৬)	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ	সৌন্দর্য	جَمَالٌ
আর তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস। (৮৯:২০)	وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا	প্রচুর, অধিক	جَمٌّ
আর যারা তাগূতের উপাসনা পরিহার করে। (৩৯:১৭)	وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ	দূরে রাখা	جَنَبَ، جَنَّبَ
এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত কর। (১৫:৮৮)	وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ	হাত বাড়ানো	جَنَحَ
অতঃপর যখন তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হল। (২:২৪৯)	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ	সৈন্যদল	جُندٌ (ج) جُنُودٌ
তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও পাপের আশঙ্কা করে। (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا	পক্ষপাতিত্ব করা	جَنَفٌ
অতঃপর যখন রাত তার উপর আচ্ছন্ন হল। (৬:৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ	পর্দা ফেলা	جَنَّ
এবং দুই জান্নাতের ফল-ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী। (৫৫:৫৪)	وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ	পাকা ফল	جَنَي (ج) أَجْنَاءُ، جَنِيًّا
আর সামূদ সম্প্রদায়, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে বাড়ি ঘর নির্মাণ করেছিল? (৮৯:৯)	وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ	কেটে মসৃণ করা	جَابَ
আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই। (২:১৮৬)	أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ	উত্তর বা সাড়া দেওয়া	أَجَابَ
যখন তার সামনে সন্ধ্যাবেলায় পেশ করা হল দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট ঘোড়াসমূহ। (৩৮:৩১)	إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلْجِيَادُ	দ্রুতগামী অশ্বপাল	جِيَادٌ (و) جَوَادٌ
যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোন আশ্রয়দাতা নেই। (২৩:৮৮)	وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ	আশ্রয় দেওয়া	أَجَارَ
আর বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। (৭:১৩৮)	وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ	অতিক্রম করা	جَاوَزَ، تَجَاوَزَ

جَاسَ	সন্ধান করা	فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ	অতঃপর তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। (১৭:৫)
جَاعَ	ক্ষুধার্ত হওয়া	ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ	যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন। (১০৬:৪)
جَوْفٌ (ج) أَجْوَافٌ	পেট	مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ	আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। (৩৩:৪)
جَوٌّ (ج) أَجْوَاءُ	বায়ুমণ্ডল	أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ	তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? (১৬:৭৯)
جَاهَدَ ، جِهَادًا	জিহাদ করা	وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِى سَبِيلِهِۦ	এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর। (৫:৩৫)
جُهْدٌ، جَهْدٌ	প্রচেষ্টা	وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ	এবং তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না। (৯:৭৯)
جَهَرَ، جَهْرًا	উচ্চস্বরে বলা	وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا	তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না। (১৭:১১০)
جَهَّزَ	প্রস্তুত করে দেওয়া	وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ	আর সে যখন তাদেরকে তাদের রসদসামগ্রী প্রস্তুত করে দিল। (১২:৫৯)
جَهِلَ، جَهَالَة	মূর্খ হওয়া	أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ	নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে। (৬:৫৪)
جَهَنَّمُ	জাহান্নাম	سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ	তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে। (৩:১২)
جَاءَ	আসা	وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ	আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে একজন রাসূল আসলেন। (২:১০১)
جَيْبٌ (ج) جُيُوبٌ	পকেট	ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ	তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। (২৮:৩২)
جِيْدٌ (ج) أَجْيَادٌ، جُيُوْدٌ	ঘাড়	فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	তার গলায় পাকানো দড়ি। (১১১:৫)

حاء			
حَبَّبَ	প্রিয় করে দেওয়া	وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ	কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন। (৪৯:৭)
حَبَرَ	বিনোদনে রাখা	ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ	তোমরা সস্ত্রীক সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৪৩:৭০)
حَبَسَ	বন্দি করা	تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ	তবে উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমাণ রাখবে। (৫:১০৬)
حَبِطَ	নস্যাৎ হওয়া	فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ	অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে। (৫:৫)
حُبُكٌ (و) حِبَاكٌ	কক্ষপথ	وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ	পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৫১:৭)
حَبْلٌ (ج) حِبَالٌ	রশি	فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ	তার গলায় পাকানো দড়ি। (১১১:৫)
حَتْمًا	অনিবার্য	كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا	এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (১৯:৭১)
حَثِيثٌ	দ্রুত চলা	يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا	তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। (৭:৫৪)
حِجَابٌ (ج) حُجُبٌ	পর্দা	وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ	আর তাদের মধ্যে থাকবে পর্দা (৭:৪৬)
حَجَّ، حَجٌّ، حِجٌّ	হাজ্জ করা	قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ	বল, ‘তা মানুষের ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক’। (২:১৮৯)
حَاجَّ (ج) تَحَاجَّ	ঝগড়া করা	أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ	তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে। (২:২৫৮)
حِجْرٌ	নিষিদ্ধ, অস্পৃশ্য	هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ	এই চতুষ্পদ জন্তুগুলো ও শস্য নিষিদ্ধ। (৬:১৩৮)
حَجَرٌ (ج) حِجَارَةٌ	পাথর, প্রস্তর	وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ	যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২:২৪)
حَاجِزٌ	প্রতিবন্ধক	وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ	এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন।

(২৭:৬১)			
আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। (২১:৯৬)	وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ	টিলা	حَدَبٌ (ج) أَحْدَابٌ
আর তোমার রবের অনুগ্রহ তুমি বর্ণনা কর। (৯৩:১১)	وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ	বর্ণনা করা	حَدَّثَ
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। (৯:৬৩)	مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ	বিরোধিতা করা	حَادَّ
ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা। ((৮০:৩০)	وَحَدَآئِقَ غُلْبًا	উদ্যান	حَدَائِقَ (و) حَدِيْقَةٌ
‘আর আমরা সবাই তো যথেষ্ট সতর্ক।’ (২৬:৫৬)	وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ	সতর্ক হওয়া	حَذِرَ ، حَذَرٌ
যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (৫:৬৪)	كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ	যুদ্ধ করা	حَارَبَ، حَرْبٌ
যে আখিরাতের ফসল কামনা করে। (৪২:২০)	مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْـَٔاخِرَةِ	ফসল ফলানো	حَرَثَ
		ক্ষতি, অন্যায়	حَرَ (ج)
আর তারা ভোর বেলা দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি নিয়ে সক্ষম অবস্থায় (বাগানে) গেল। (৬৮:২৫)	وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ	মনোবাঞ্ছা	حَرْدٌ
তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। (৪:৯২)	فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ	মুক্ত করা	تَحْرِيرٌ
কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং উল্কাপিন্ড দ্বারা পরিপূর্ণ’। (৭২:৮)	فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا	পাহারাদার	حَرَسٌ
আর তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সর্বাধিক লোভী মানুষরূপে। (২:৯৬)	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ	লোভ করা	حَرَصَ

আপনি মুমিনগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। (৮:৬৫)	حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ	উদ্বুদ্ধ করা	حَرَّضَ
অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত। (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ	বিকৃত করা	حَرَّفَ
তারা বলল, ‘তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও। (২১:৬৮)	قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ	পোড়ানো	حَرَّقَ
তুমি তোমার জিহ্বাকে দ্রুত আন্দোলিত করো না (৭৫:১৬)	لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ	ঝাঁকানো	حَرَّكَ
এবং সুদ হারাম করেছেন (২:২৭৫)	وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ	হারাম করা	حَرَّمَ
তারাই সঠিক পথ বেছে নিয়েছে’। (৭২:১৪)	فَأُو۟لَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا	অবলম্বন করা	تَحَرَّا
তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। (৫:৫৬)	فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ	দল	حِزْبٌ (ج) أَحْزَابٌ
আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না। (৩:১৩৯)	وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟	মর্মাহত হওয়া	حَزِنَ، حَزَنًا
হে রসূল! যারা কুফরির দিকে ধাবিত হয় তাদের আচরণে তুমি যেন দুঃখ না পাও। (৫:৪১)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ	ব্যথিত করা	حَزَنَ
তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? (৩:১৪২)	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ	ধারণা করা	حَسِبَ
আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’। (১১৩:৫)	وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	হিংসা করা	حَسَدَ، حَسَدًا
এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (২১:১৯)	وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ	ক্লান্ত হওয়া	اسْتَحْسَرَ
যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। (৩:১৫২)	إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ	হত্যা করা	حَسَّ
অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি	فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ	টের পাওয়া	أَحَسَّ

করল। (৩:৫২)			
যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন- তারা সেখানে লুটিয়ে পরে আছে সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়।	سَخَّرَهَا عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٖ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومٗا فَتَرَى ٱلۡقَوۡمَ فِيهَا صَرۡعَىٰ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٖ	অশুভ	حُسُومًا
আর অবশ্যই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। (৩৮:২৫)	وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابٖ	সুন্দর হওয়া	حَسُنَ
এটি এমন এক সমাবেশ যা আমার পক্ষে অতীব সহজ। (৫০:৪৪)	ذَٰلِكَ حَشۡرٌ عَلَيۡنَا يَسِيرٞ	একত্রিত করা	حَشَرَ، حَشۡرٌ
সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানী। (২১:৯৮)	حَصَبُ جَهَنَّمَ	জ্বালানি	حَصَبٌ
এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে। (১২:৫১)	ٱلۡـَٰٔنَ حَصۡحَصَ ٱلۡحَقُّ,	প্রকাশিত হওয়া	حَصۡحَصَ
অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে। (১২:৪৭)	فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ	ফসল কাটা	حَصَدَ، حَصَادٌ
(সদাকা) সেসব দরিদ্রের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে। (২:২৭৩)	لِلۡفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحۡصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ	আবদ্ধ হওয়া	حَصِرَ
আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশিত হবে। (১০০:১০)	وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ	প্রকাশ করা	حَصَّلَ
ইমরান কন্যা মারইয়াম-এর, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল। (৬৬:১২)	وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا	রক্ষা করা	أَحۡصَنَ
আল্লাহ তা হিসাব করে রেখেছেন। (৫৮:৬)	أَحۡصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ	পরিসংখ্যান করা	أَحۡصَى
যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে। (২:১৮০)	إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ	উপস্থিত হওয়া	حَضَرَ
আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। (১০৭:৩)	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ	উদ্বুদ্ধ করা	حَضَّ
এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে। (১১১:৪)	وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ	ইন্ধন	حَطَبٌ (ج) أَحۡطَابٌ

حِطَّةٌ	লাঘব করা	وَقُولُواْ حِطَّةٌ	আর বলতে থাক-'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'। (২:৫৮)
حَطَمَ	পিষে ফেলা	لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ	সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (১০৪:৪)
مَحۡظُورٌ	সীমিত	وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورٗا	আর তোমার রবের দান বন্ধ হওয়ার নয় (১৭:২০)
مُحۡتَظِرٌ	খোঁয়াড় নির্মাতা	فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلۡمُحۡتَظِرِ	ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর খন্ডিত শুষ্ক খড়ের মত হয়ে গেল। (৫৪:৩১)
حَظٌّ (ج) حُظُوظٌ	অংশ	لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ۚ	এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। (৪:১১)
حَفَدَةً (و) حَافِدٌ	নাতি-নাতনি	وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ	এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করেছেন। (১৬:৭২)
حُفۡرَةٍ (ج) حُفَرٌ	গর্ত	وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ	আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়। (৩:১০৩)
حَفِظَ ، حِفۡظًا، حَافَظَ	রক্ষা করা	وَحَفِظۡنَٰهَا مِن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٍ	আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে। (১৫:১৭)
حَفَّ	ঘিরে রাখা	وَحَفَفۡنَٰهُمَا بِنَخۡلٖ	এবং উভয় বাগানকে ঘিরে দিয়েছি খেজুর গাছ দ্বারা (১৮:৩২)
أَحۡفَى	উন্নতিকামী বানানো		
حُقُبٌ (ج) أَحۡقَابٌ	দীর্ঘ কাল	لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا	সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। (৭৮:২৩)
أَحۡقَافٌ (و) حِقۡفٌ	বালুর টিলা	إِذۡ أَنذَرَ قَوۡمَهُۥ بِٱلۡأَحۡقَافِ	যখন সে আহকাফের স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল (৪৬:২১)
حَقَّ	অনিবার্য হওয়া	قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ	যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, (২৮:৬৩)
حَكَمَ	হুকুম করা, বিচার করা	فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ	অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন (২:১১৩)

حَلَفَ	শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা, অঙ্গীকার করা	وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ	আর তারা আল্লাহর কসম করে (৯:৫৬)
حَلَقَ	মাথা কামানো	وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ	আর তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না (২:১৯৬)
حَلَّ	হালাল হওয়া	وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ	অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন (২:২৭৫)
حُلُمٌ (ج) أَحْلَامٌ	সাবালকত্ব, বুদ্ধি	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ	তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে। (৫২:৩২)
حَلِيمٌ	বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু, গম্ভীর	وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ	আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (২:২২৫)
حَلَّي	গহনা পরানো	يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ	সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে। (১৮:৩১)
حَمَإٍ	পচা কাদা মাটি	إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	‘আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’। (১৫:২৮)
حَمِدَ، حَمْدٌ	প্রশংসা করা	ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। (১:২)
حِمَارٌ (ج) حَمِيرٌ، حُمُرٌ	গাধা	وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ	এবং তুমি তাকাও তোমরা গাধার দিকে (২:২৫৯)
حَمَلَ	বহন করা, গর্ভধারণ	وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ	তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে। (৬:৩১)
حَمِيمٌ (ج) حَمَائِمُ، أَحِمَّاءُ	গরম পানি	يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ	তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি (২২:১৯)
حَمَى	উত্তপ্ত করা	يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ	যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে (৯:৩৫)
حَنِثَ، حِنْثٌ (ج)	শপথ ভঙ্গ করা	وَلَا تَحْنَثْ ۚ	এবং শপথ ভঙ্গ করো না (৩৮:৪৪)

أَحْنَاثٌ			
حَنَاجِرُ (و) حَنْجَرَةٌ	إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ ۚ	গলা, কণ্ঠনালী	যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায় (৪০:১৮)
حَنِيذٌ	فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ	ভুনা গোশত	বিলম্ব না করে সে একটি ভুনা গো বাছুর নিয়ে আসল (১১:৬৯)
حَنِيفٌ (ج) حُنَفَاءَ	وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا	একাগ্রচিত্ত	বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। (৩:৬৭)
احْتَنَكَ	لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ	লাগাম পরানো	আমি তার বংশধরকে অবশ্যই আয়ত্তে করে নেব। (১৭:৬২)
حَنَانٌ	وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ	কোমলতা	আর আমার পক্ষ থেকে তাকে স্নেহ-মমতা ও পবিত্রতা দান করেছি (১৯:১৩)
حُوبٌ	إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا	পাপ, অন্যায়	নিশ্চয় তা বড় পাপ। (৪:২)
حُوتٌ (ج) حِيتَانٌ	فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ	মাছ	তারপর বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। (৩৭:১৪২)
حَاجَةً (ج) حَوَائِجُ	وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ	প্রয়োজন, চাহিদা	তোমরা নিজদের অন্তরে যে প্রয়োজন অনুভব কর। (৪০:৮০)
اسْتَحْوَذَ	ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ	জয়ী হওয়া	শয়তান তাদেরকে বশীভূত করেছে। (৫৮:১৯)
حَارَ	إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ	ফিরে আসা	নিশ্চয় সে মনে করত যে, সে কখনো ফিরে যাবে না (৮৪:১৪)
مُتَحَيِّزٌ	وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ	পক্ষপাতী	সেদিন যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন কিংবা স্বীয় দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত অন্য কারণে কেউ তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হবে। (৮:১৬)
حَاشَ	قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ	দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া	তারা বলল, ‘মহিমা আল্লাহর! (১২:৫১)

أَحَاطَ	বেষ্টন করা	قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ	কিন্তু আল্লাহ তা বেষ্টন করে রেখেছেন (৪৮:২১)
حَالَ	আড়াল হওয়া	وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ	এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে ঢেউ অন্তরায় হয়ে গেল (১১:৪৩)
حَامٍ	মূর্তির তরে সমর্পিত উট	مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ	বাহীরাহ্, সায়েবাহ্, ওছীলাহ্ ও হামী আল্লাহ্ প্রবর্তন করেননি। (৫:১০৩)
الْحَوَايَا (و) حَوِيَّةٌ	নাড়ি ভুড়ি, অন্ত্র	حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ	তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এগুলির পৃষ্ঠদেশের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না। (৬:১৪৬)
أَحْوَى	সবুজ শ্যামল	فَجَعَلَهُ غُثَآءً أَحْوَىٰ	তারপর তা কালো খড়-কুটায় পরিণত করেন (৮৭:৫)
حَادَ	সরে পড়া	ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ	যা থেকে তুমি পলায়ন করতে চাইতে (৫০:১৯)
حَيْرَانٌ (ج) حَيَارَى	হয়রান, হতভম্ব	كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ	সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব, যাকে শয়তান পৃথিবীতে পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে? (৬:৭১)
مَحِيصٌ	আশ্রয়স্থল	مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ	তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই (৪২:৩৫)
حَاضَ	ঋতুস্রাব হওয়া	وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ	আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে
حَافَ	যুলুম করা	أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ	নাকি তারা সন্দেহ পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর যুলম করবেন? (২৪:৫০)
حَاقَ	বেষ্টন করা	وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ	আর ফির'আউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আযাব (৪০:৪৫)
حِيلَةٌ (ج) حِيَلٌ	হিলা, ফন্দি, কৌশল	لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً	তারা কোন উপায় করতে পারে না (৪:৯৮)
حِينٌ (ج) أَحْيَانٌ	সময়,	وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ	এবং আমি তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম (১০:৯৮)

আর যে জীবিত থাকার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে। (৮:৪২)	وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ	বেঁচে থাকা	حَيَّ
আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে (৪:৮৬)	وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ	সালাম করা	حَيَّى، تَحِيَّةً

خاء

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। (২৭:২৫)	ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ	গোপনীয়	خَبْءٌ
নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে আর তাদের রবেবর কাছে বিনীত, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (১১:২৩)	إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ.	নত হওয়া	أَخْبَتَ
আর নিকৃষ্ট যমীন থেকে কঠিন পরিশ্রম না করলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। (৭:৫৮)	وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ	অজন্মা হওয়া	خَبُثَ
আপনি যে বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না তা দেখে কীভাবে ধৈর্য রাখবেন? (১৮:৬৮)	وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا	জ্ঞান, প্রতিভা	خُبْرٌ
অন্যজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মাথায় রুটি বহন করছি আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে। (১২:৩৬)	وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ	রুটি	خُبْزٌ (ج) أَخْبَازٌ
যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। (২:২৭৫)	ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ	মস্তিষ্কবিকৃত করা	تَخَبَّطَ
তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত। (৯:৪৭)	لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ .	ক্ষতি করা	خَبَالٌ
যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের	كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا	নির্বাপিত হওয়া,	خَبَا

জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (১৭:৯৭)		নিভে যাওয়া	
আর বিশ্বাসঘাতক ও কাফির ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না। (৩১:৩২)	وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ.	প্রতারক	خَتَّارٌ
আল্লাহ তাদের অন্তর ও কান সীল করে দিয়েছেন। (২:৭)	خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ. ۖ	সিল মারা	خَتَمَ
আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। (৩১:১৮)	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا	গাল,	خَدٌّ (ج) خُدُوْدٌ
নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন। (৪:১৪২)	إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ .	ধোঁকা দেওয়া	خَدَعَ ، خَادَعَ
যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে, বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপনপত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। (৫:৫)	إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ.	পরকীয়া প্রেমিক	أَخْدَانٌ (و) خِدْنٌ
আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? (৩:১৬১)	وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ	অপমান করা	خَذَلَ
তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে ব্যক্তি মাসজিদগুলোতে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং ওগুলোর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে? (২:১১৪)	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ. ۚ	নষ্ট করা	أَخْرَبَ ، خَرَابٌ
যা বের হয় শিরদাঁড়া ও পাঁজরের মাঝখান থেকে। (৮৬:৭)	يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ	বের হওয়া	خَرَجَ ، خُرُوجٌ، مُخْرَجٌ
কারো যদি সরিষার দানা পরিমাণও কাজ (আমল) থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। (২১:৪৭)	وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ	সরিষা, রাই	خَرْدَلٌ (و) خَرْدَلَةٌ
যাতে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার, পৃথিবী খন্ড খন্ড হওয়ার আর পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পতিত হওয়ার, উপক্রম হয়েছে। (১৯:৯০)	تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا	পতিত হওয়া	خَرَّ

خَرَصَ	অনুমান করা	إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ	তারা শুধু আন্দাজের অনুসরণ করে তারা শুধু অনুমান করে বলে। (৬:১১৬)
خُرْطُومٌ (ج) خَرَطِيمُ	শুঁড়, নাক,	وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ	কারো যদি সরিষার দানা পরিমাণও কাজ (আমল) থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। (২১:৪৭)
خَرَقَ	ফাঁড়া	إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ	তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না। (১৭:৩৭)
خَازِنٌ (ج) خَزَنَةٌ	প্রহরী, খাজাঞ্চি	وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ	আগুনের বাসিন্দারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে- তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর। (৪০:৪৯)
خَزِيَ	অপমানিত হওয়া	فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ	কাজেই আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগিতেই লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করালেন। (৩৯:২৬)
خَسِئَ	লাঞ্ছিত হওয়া	قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ	আল্লাহ বলবেন, "তোমরা এখানেই লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।" (২৩:১০৮)
خَسِرَ	ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ক্ষতি করা	إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ	মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে। (১০৩:২)
خَسَفَ	পোঁতা, চন্দ্রগ্রহণ লাগা	وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ	চাঁদ হয়ে যাবে আলোকহীন। (৭৫:৮)
خُشُبٌ (و) خَشَبٌ	কাঠ	كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ	তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। (৬৩:৪)
خَشَعَ، خُشُوعًا	বিনয়ী হওয়া	لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَـٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ	আমি যদি এই কোরআনকে একটি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তাহলে পাহাড়টিকে তুমি আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হতে দেখতে। (৫৯:২১)

এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে। (৯৮:৮)	ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ	ভয় করা	خَشِيَ، خَشْيَةً
কিন্তু আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আল্লাহ বিপুল অনুগ্রহের মালিক। (২:১০৫)	وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ	বিশেষিত করা	اخْتَصَّ
তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। (৭:২২)	سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ	পাতা জোড়া দেওয়া	خَصَفَ
এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। (২২:১৯)	هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ	ঝগড়া করা	اخْتَصَمَ
তারা থাকবে কাঁটা বিহীন বরই গাছগুলোর মাঝে। (৫৬:২৮)	فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ	কাঁটাবিহীন	مَخْضُودٌ
তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার ফলে পৃথিবী সবুজে আচ্ছাদিত হয়ে যায়? (২২:৬৩)	أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ	সবুজ ফসল, সবজি	خَضِرٌ (و) خَضِرَةٌ
তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। (৩৩:৩২)	إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ	ক্ষীণ করা	خَضَعَ
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। (২:২৮৬)	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ	ভুল করা	أَخْطَأَ
এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'। (২৫:৬৩)	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا	সম্বোধন করা	خَاطَبَ، خِطَابًا
তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি, আর তুমি নিজ হাতে কোন কিতাব লেখনি। (২৯:৪৮)	وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ	লেখা	خَطَّ
তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (৩৭:১০)	إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ	ছোঁ মেরে নেওয়া	خَطِفَ، خَطْفَةٌ، تَخَطَّفَ
হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না।	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ	পদাঙ্ক, পদক্ষেপ	خُطُوَاتٌ (و) خُطْوَةٌ

(২৪:২১)			
তারা চুপি চুপি কথা বলতে বলতে চলল। (৬৮:২৩)	فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَٰفَتُونَ	ফিসফিস করা	خَافَتَ، تَخَافَتَ
তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও । (১৭:২৪)	وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ	অবনমিত করা	خَفَضَ
আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে। (১০১:৮)	وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ	লঘু হওয়া	خَفَّ
তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহবান কর। (৭:৫৫)	ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةً ۚ	গোপন থাকা	خَفِيَ، خُفۡيَةً
তাদেরকে জিজ্ঞেস কর- এটাই উত্তম না চিরস্থায়ী জান্নাত, মুত্তাকীদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে? (২৫:১৫)	قُلۡ أَذَٰلِكَ خَيۡرٌ أَمۡ جَنَّةُ ٱلۡخُلۡدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَ ۚ	চিরঞ্জীব হওয়া	خَلَدَ ، خُلُودٌ
যখন তারা ইউসুফের নিকট থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করল। (১২:৮০)	فَلَمَّا ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيّٗا	বিজনে বসা	خَلَصَ
আর অন্য কতক লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা একটি সৎ কাজের সাথে আরেকটি মন্দ কাজকে মিশ্রিত করেছে, আশা করা যায় আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। (৯:১০২)	وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ	মিশ্রিত করা	خَلَطَ
আমিই তোমার প্রভু। তুমি তোমার জুতা খোল। (২০:১২)	إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ	খোলা	خَلَعَ
আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি। (২:৬৬)	فَجَعَلۡنَٰهَا نَكَٰلٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهَا وَمَا خَلۡفَهَا وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ	পরে আসা	خَلَفَ، خَلِيفَةً
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। (৯৬:২)	خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ	সৃষ্টি করা	خَلَقَ، خَلۡقًا
হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن	বন্ধুত্ব	خُلَّةٌ (ج) خِلَالٌ

সুপারিশ কাজে আসবে না। (২:২৫৪)	يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ		
আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (২:১৪)	وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ	একান্তে বসা, খালি হওয়া	خَلاَ
তাদের এই আর্তনাদ অব্যাহত ছিল। অবশেষে আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য (ধ্বংসপ্রাপ্ত) ও নির্বাপিত (মৃত) করে দিয়েছি। (২১:১৫)	فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَٰهُمْ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ	নির্বাপিত	خَامِدٌ
তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (২:২১৯)	يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ	মাদক, মদ	خَمْرٌ
তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। (২৪:৩১)	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ	চাদর, ওড়না	خُمُرٌ (ج) خِمَارٌ
তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫:৩)	فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	তীব্র ক্ষুধা	مَخْمَصَةٌ
আর আমি তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় তিক্ত ফলের গাছ, ঝাউগাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ। (৩৪:১৬)	وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ	তিক্ত ফল	خَمْطٌ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত-জীব, রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং সেই জন্তু যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে। (২:১৭৩)	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ	শূকর	خِنزِيرٌ (ج) خَنَازِيرُ

خَنَّاسٌ	গুপ্ত প্রবঞ্চক	مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ	যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে। (১১৪:৪)
مُنْخَنِقَةٌ	গলা টিপে মারা পশু	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ	তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহকৃত পশু, আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু। (৫:৩)
خُوَارٌ	গরুর ডাক	وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ ۚ	মূসার অনুপস্থিতিতে তার জাতির লোকেরা তাদের অলঙ্কারের সাহায্যে গো-বৎসের একটা অবয়ব তৈরি করল যা গরুর ন্যায় ‘হাম্বা’ আওয়াজ করত। (৭:১৪৮)
خَاضَ، خَوْض	সমালোচনা করা	ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ	তারপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অযাচিত সমালোচনায় খেলতে থাকুক। (৬:৯১)
خَافَ، خَوْفًا، خِيفَةً	ভয় করা	وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا	তিনি এর পরিণতির ভয় করেন না। (৯১:১৫)
خَوَّلَ	দেওয়া, দান করা	فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ	মানুষ যখন কোন কষ্টে পড়ে তখন আমাকে ডাকে। আবার যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত দান করি তখন বলে, “আমাকে তো এটা আমার জ্ঞানের কারণেই দেওয়া হয়েছে। (৩৯:৪৯)
خَانَ، خِيَانَةً، اخْتَانَ	খিয়ানত করা, আত্মসাৎ করা	وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ	আর যদি তারা তোমার সাথে খিয়ানাত করার ইচ্ছে করে, তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে খিয়ানাত করেছে, কাজেই আল্লাহ তাদেরকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন। (৮:৭১)
خَاوِيَةٌ	পতনোন্মুখ	فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ	অতঃপর কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি যেগুলির বাসিন্দারা ছিল যালিম, তাই এইসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, কত কূপ পরিত্যক্ত

হয়েছে এবং কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। (২২:৪৫)			
আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, সে-ই ব্যর্থ হয়। (২০:৬১)	وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ	ব্যর্থ হওয়া	خَابَ
মূসা তার জাতির সত্তর জন লোককে বাছাই করল আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। (৭:১৫৫)	وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰتِنَا ۖ	বাছাই করা, মনোনীত করা	اخْتَارَ، تَخَيَّرَ، خِيَرَةٌ
এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে ঊষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। (২:১৮৭)	وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ	সুতা, প্রভাত রেখা	خَيْطٌ (ج) خُيُوْطٌ
অতঃপর তাদের যাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হল যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (২০:৬৬)	فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ	ধাঁধা লাগানো	خَيَّلَ
তাঁবুতে সুরক্ষিত হূরেরা। (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ	পর্দা, তাঁবু	خِيَامٌ (و) خِيْمَةٌ

دال			
دَأْبٌ	স্বভাব, অবিরাম	كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ	ফিরআউন বংশ ও তাদের পূর্বের লোকদের আচরণের মত তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। (৮:৫২)
دَابَّةٌ (ج) دَوَابُّ	প্রাণী	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ	আর আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যে প্রাণী আছে, আর ফেরেশতারা এবং তারা অহঙ্কার করে না। (১৬:৪৯)
دَبَّرَ	নিয়ন্ত্রণ করা	يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ	তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। (১০:৩)
دُبُرٌ (ج) أَدْبَارٌ	পিঠ, পশ্চাৎ	وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ	আর তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং মহিলা পেছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। (১২:২৫)
مُدَّثِّرٌ	চাদর মুড়িয়ে শয়নকারী	يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ	হে চাদরাবৃত! (৭৪:১)
دُحُورٌ، مَدْحُورٌ	বিতাড়িত	قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ	তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। (৭:১৮)
أَدْحَضَ	ব্যর্থ করা	وَجَٰدَلُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ	আর অসার অস্ত্রের সাহায্যে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল তা দিয়ে সত্যকে খন্ডন করার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। (৪০:৫)
دَحَا	বিস্তৃত করা	وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ	অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (৭৯:৩০)
دَاخِرٌ	অপমানিত	قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ	বল, 'হ্যাঁ, আর তোমরা অপমানিত-লাঞ্ছিত হবে। (৩৭:১৮)
دَخَلَ	প্রবেশ করা	وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا	আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে। (১১০:২)

دُخَانٌ (ج) أَدْخِنَةٌ، دَوَاخِيْنُ	ধোঁয়া, ধূম্রকুঞ্জ	فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ	অতএব অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ। (৪৪:১০)
دَرَأَ	সরানো	قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ	বল, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মরণকে হটিয়ে দাও। (৩:১৬৮)
اسْتَدْرَ (ج)	ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করা	وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ	বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। (৭:১৮২)
دَرَجَةٌ (ج) دَرَجَاتٌ	স্তর, সম্মান	أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ	তাদের মর্যাদা অনেক বড় তাদের তুলনায় যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। (৫৭:১০)
مِدْرَارٌ	ঘন মেঘ	وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا	আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি। (৬:৬)
دُرِّيٌّ (ج) دَرَارِيُّ	জ্যোতির্ময়	ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ	কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। (২৪:৩৫)
دَرَسَ، دِرَاسَةً	পাড়া	أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ	তোমাদের কাছে কি (আল্লাহর নাযিলকৃত) কোন কিতাব আছে যা পড়ে তোমরা জানতে পার যে। (৬৮:৩৭)
دَرَكٌ	নাগাল পাওয়া	أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ	তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে। (৪:৭৮)
دَرَاهِمُ (و) دِرْهَمٌ	দিরহাম, রৌপ্যমুদ্রা	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ	তারা তাকে স্বল্প মূল্যে- মাত্র কয়টি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। (১২:১০)
دَرَى	জানা, উপলব্ধি করা	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ	তুমি কি জান, সে পিষ্টকারী আগুন কি? (১০৪:৫)

আমি নূহকে তক্তা ও পেরেক দিয়ে তৈরী একটি নৌযানে আরোহণ করালাম। (৫৪:১৩)	وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ	পেরেক	دُسُرٌ (و) دِسَارٌ
সে চিন্তা করে যে অপমান মাথায় করে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। (১৬:৫৯)	أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ	মাটিতে গেড়ে দেওয়া	دَسَّ، دَسَّى
সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে। (৯১:১০)	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا	মাটিতে গেড়ে দেওয়া, কলুষিত করা	دَسَّى
যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে। (৫২:১৩)	يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا	গলা ধাক্কানো	دَعَّ، دَعًّا
আমিও 'আযাবের ফেরেশতাদের কে ডাকব। (৯৬:১৮)	سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ	ডাকা	دَعَا، دُعَاءً، دَعْوَةٌ
তাতে তোমাদের জন্য আছে (শীত) নিবারক আর বহু উপকারিতাও, আর সেগুলো থেকে তোমরা আহার কর। (১৬:৫)	مِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَ	উত্তাপ	دِفْءٌ (ج) أَدْفَاءُ
যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। (২:২২১)	وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ	প্রতিহত করা, দফা করা	دَفَعَ، دَافَعَ، دَفْعٌ

دافِقٌ	بেগবান	خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ	তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে বেগে নির্গত এক পানি (বীর্য) থেকে। (৮৬:৬)
دَكَّ، دَكًّا، دَكَّةٌ	চুরমার করা	كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا	কখনো নয়, যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে পরিপূর্ণভাবে। (৮৯:২১)
دُلُوكٌ	হেলে পড়া	أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ	সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর, আর ফাজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর) (১৭:৭৮)
دَلَّ	পথ দেখানো	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের পথ বলে দেব, যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (৬১:১০)
دَلَّى، أَدْلَى	ঝুলিয়ে দেওয়া	وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ	একটি কাফেলা এল। তারা তাদের পানিসংগ্রাহককে (পানি আনতে) পাঠাল। সে (কূপের মধ্যে) তার বালতি ঝুলিয়ে দিল। (১২:১৯)
دَمْدَمَ	ধ্বংস করা	فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ	কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করল এবং উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল। তখন তাদের প্রভু তাদের পাপের কারণে তাদের ওপর ধ্বংস নাযিল করলেন। (৯১:১৪)
دَمَّرَ، تَدْمِيرًا	ধ্বংস করা	فَدَمَّرْنَٰهُمْ تَدْمِيرًا	তারপর আমি তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি। (২৫:৩৬)
دَمْعٌ، دُمُوعٌ	অশ্রু	وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ	রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তারা যখন তা শুনে, তুমি দেখবে, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তখন তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। (৫:৮৩)
دَمَغَ	আঘাতে মগজ বের করা	بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ	বরং আমি সত্যকে মিথ্যের উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তৎক্ষণাৎ মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (২১:১৮)

তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? (২:৩০)	قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ	রক্ত	دَمٌ (ج) دِمَاءٌ
আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যার কাছে তুমি একটি দীনার (মুদ্রা) আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না, যদি না তুমি তার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। (৩:৭৫)	وَمِنۡهُم مَّنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمٗا ۗ	স্বর্ণমুদ্রা	دِينَارٌ (ج) دَنَانِيرُ
তারপর সে নিকটবর্তী হল, অতঃপর আরো কাছে এল। (৫৩:৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ	নিকটবর্তী হওয়া	دَنَا
ও দাউদ জালূতকে হত্যা করেন। (২:২৫১)	وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ	দাউদ ‘আলাইহিস সালাম	دَاوُدُ
আর যখন ভয় আসে তখন তুমি দেখতে পাও, তারা মৃত্যুর প্রাক্কালে মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায় চোখ ঘুরিয়ে তোমার দিকে তাকায়। (৩৩:১৯)	فَإِذَا جَآءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَيۡتَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ تَدُورُ أَعۡيُنُهُمۡ كَٱلَّذِي يُغۡشَىٰ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِ ۖ	চোখ পাকানো	دَارَ
আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। (৩:১৪০)	وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ	পালাক্রমে আনা	دَاوَلَ
তার ফলফলাদি চিরস্থায়ী আর তার ছায়াও। (১৩:৩৫)	أُكُلُهَا دَآئِمٞ وَظِلُّهَا ۚ	দীর্ঘস্থায়ী হওয়া	دَامَ
অত:পর তারা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (৭১:২৫)	فَلَمۡ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارٗا	ব্যতীত, ছাড়া	دُونَ
কালের প্রবাহ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদেরকেধ্বংস করে না। (৪৫:২৪)	وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُ ۚ	যুগ	دَهۡرٌ (ج) دُهُورٌ
ও (শরাবের) পরিপূর্ণ পেয়ালা। (৭৮:৩৪)	وَكَأۡسٗا دِهَاقٗا	উপচেপড়া	دِهَاقٌ
ঘন সবুজ এ বাগান দু’টো। (৫৫:৬৪)	مُدۡهَآمَّتَانِ	অতি শ্যামল উদ্যান	مُدۡهَامَّةٌ

أَدْهَنَ	তেল মাখানো	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْـَٔاكِلِينَ	আর একটি গাছ (জলপাই গাছ) সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য (ভোজ্য) তেল ও সুগন্ধ মসলা উৎপন্ন করে। (২৩:২০)
أَدْهَي	আকস্মিক	بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ	বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর। (৫৪:৪৬)
دَانَ	ধর্ম গ্রহণ করা	قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ	তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়। (৯:২৯)
دِيَةٌ (ج) دِيَاتٌ	রক্তপণ	وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ	যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। (৪:৯২)

ذال			
ذِئْبٌ (ج) ذِيَابٌ	বাঘ	قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ	তারা বলল, ‘আমরা একটা দল থাকতে তাকে যদি নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা অপদার্থই বনে যাবো। (১২:১৪)
مَذْءُومٌ	ঘৃণিত, লাঞ্ছিত	قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ	তিনি বললেন, ‘তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। (৭:১৮)
ذُبَابٌ (ج) أَذِبَّةٌ، ذِبَّانٌ	মশা, মাছি, মক্ষিকা	إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ	আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কক্ষনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এজন্য তারা সবাই একত্রিত হলেও। (২২:৭৩)
ذَبَحَ	জবাই করা	فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ	তারা তাকে যবহ করল যদিও তাদের জন্য সেটা প্রায় অসম্ভব ছিল। (২:৭১)
مُذَبْذَبٌ	দোদুল্যমান	مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ	তারা মাঝখানে দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে। (৪:১৪৩)
إِدَّخَرَ	সঞ্চয় করা	وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ ۚ	এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব তোমাদের গৃহে তোমরা যা আহার কর এবং সঞ্চয় করে রাখ। (৩:৪৯)
ذَرَأَ	সৃষ্টি করা	وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ۚ	আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে বিভিন্ন রং-এর বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। (১৬:১৩)
ذَرَّةٌ (ج) ذَرَّاتٌ	গুঁড়ি পিঁপড়া, কণা, অণু	وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ	আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে। (৯৯:৮)
ذُرِّيَّةٌ (ج) ذُرِّيَات	বংশধর	ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ ۗ	এরা একে অন্যের বংশধর। (৩:৩৪)

ذَرْعٌ (ج) ذِرَاعٌ	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ	বাহু	তারপর ওকে শিকল দিয়ে বাঁধ- সত্তর হাত দীর্ঘ এক শিকলে। (৬৯:৩২)
ذَرَا، ذَرْوً	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا	ধুলোবালি উড়ানো	শপথ সেই বাতাসের যা ধূলাবালি উড়ায়। (৫১:১)
مُذْعِنٌ	وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ	বশ্যতা স্বীকারকারী	কিন্তু ‘হাক’ (অর্থাৎ প্রাপ্য) যদি তাদের পক্ষে থাকে তাহলে পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে তারা রসূলের দিকে ছুটে আসে। (২৪:৪৯)
أَذْقَانٌ (و) ذَقَنٌ	إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ	থুতনি	নিশ্চয় আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি এবং তা চিবুক পর্যন্ত। ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। (৩৬:৮)
ذَكَرَ، ذِكْرٌ	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ	স্মরণ করা	হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি তা স্মরণ করো। (২:৪৭)
ذَكَّي	إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ	জবাই করা	যা তোমরা যবহ করতে পেরেছ তা বাদে। (৫:৩)
ذَلَّ	وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ	অপমানিত হওয়া	তুমি (আরো) দেখবে, তাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, তারা থাকবে অপমানে অবনত, তারা লুকিয়ে তাকাবে। (৪২:৪৫)
ذِمَّةٌ (ج) ذِمَمٌ	لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً	দায়িত্ব	তারা কোন মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের খেয়াল রাখে না। (৯:১০)
مَذْمُومٌ	ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا	নিন্দিত, অপ্রিয়	তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, যাতে সে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৭:১৮)
ذَنْبٌ (ج) ذُنُوبٌ	فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا	পাপ	শেষ পর্যন্ত তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। (৯১:১৪)
ذَادَ	وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ	বিরত থাকা	আর যখন সে মাদইয়ানের পানির নিকট উপনীত হল, তখন সেখানে একদল লোককে পেল, যারা (পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের ছাড়া দু’জন নারীকে পেল, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে। (২৮:২৩)

ذَاقَ	স্বাদ চাখা	فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ	সুতরাং তোমরা আযাব আস্বাদন কর। কারণ তোমরা কুফরী করতে। (৩:১০৬)
ذَهَبَ، ذَهَابًا	যাওয়া, পালানো	ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ	ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। (৭৯:১৭)
ذَهَلَ	ভুলে যাওয়া	يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ أَرۡضَعَتۡ	সেদিন তুমি দেখবে প্রতিটি দুগ্ধদায়িনী ভুলে যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। (২২:২)
أَذَاعَ	প্রচার করা	وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٌ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ	যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোন বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা সেটা প্রচার করে দেয়। (৪:৮৩)

راء

رَأۡسٌ (ج) رُءُوسٌ	মাথা	وَأَلۡقَى ٱلۡأَلۡوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأۡسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيۡهِ	আর সে ফলকগুলো ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগল। (৭:১৫০)
رَأۡفَةٌ	কোমল-হৃদয় হওয়া	وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ	আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ামায়া তোমাদেরকে যেন প্রভাবিত না করে। (২৪:২)
رَأَى	দেখা	مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ	সে যা দেখেছে, অন্তকরণ সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি। (৫৩:১১)
رَبٌّ (ج) أَرۡبَابٌ	প্রভু	ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ	সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। (১:২)
رَبِحَ	লাভজনক হওয়া	فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ	কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। (২:১৬)
تَرَبَّصَ، تَرَبُّصٌ	প্রতীক্ষা করা, অপেক্ষা করা	قُلۡ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُتَرَبِّصِينَ	বল, ‘তোমরা অপেক্ষায় থাক! আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।’ (৫২:৩১)
رَبَطَ	বাঁধা	وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ إِذۡ قَامُواْ	আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। (১৮:১৪)
رَبَا	বৃদ্ধি পাওয়া	وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبًا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِ	আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না।

(৩০:৩৯)			
আপনি আগামী কাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলবে। (১২:১২)	أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا يَرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ	ঘুরে বেড়ানো	رَتَعَ
অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ আর যমীন এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম। (২১:৩০)	أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ	বন্ধ, সংযুক্ত	رَتۡقًا
অথবা তার চেয়ে বাড়াও, আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ কর। (৭৩:৪)	أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا	বিশুদ্ধভাবে পড়া	رَتَّلَ، تَرۡتِيلاً
যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে হবে প্রকম্পিত। (৫৬:৪)	إِذَا رُجَّتِ ٱلۡأَرۡضُ رَجّٗا	প্রকম্পিত হওয়া	رَجَّ
এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৭৪:৫)	وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ	পাপ, অপবিত্র	رِجۡزٌ، رُجۡزٌ
আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে। (৩৩:৩৩)	إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ	পাপ, অপবিত্র, নোংরা	رِجۡسٌ (ج) أَرۡجَاسٌ
অতঃপর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (২০:৮৬)	فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ غَضۡبَٰنَ أَسِفٗاۚ	ফিরে আসা	رَجَعَ رَجۡعٌ، الرُّجۡعَى، مَرۡجِعٌ
যেদিন যমীন আর পাহাড়গুলো কেঁপে উঠবে, আর পাহাড়গুলো হবে চলমান বালুকারাশি। (৭৩:১৪)	يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلۡجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	কাঁপা	رَجَفَ
আর যদি রাসূলকে ফেরেশতা বানাতাম তবে তাকে পুরুষ মানুষই বানাতাম। (৬:৯)	وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ مَلَكٗا لَّجَعَلۡنَٰهُ رَجُلٗا	পুরুষ	رَجُلٌ (ج) رِجَالٌ
তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (৩৮:৪২)	ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَ	পা, পদ, কদম	رِجۡلٌ (ج) أَرۡجُلٌ
যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকত, তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতাম। (১১:৯১)	وَلَوۡلَا رَهۡطُكَ لَرَجَمۡنَٰكَ	পাথর মারা	رَجَمَ، رَجۡمًا
নিশ্চয় তারা কখনো হিসেবের আশা করত না। (৭৮:২৭)	إِنَّهُمۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ حِسَابٗا	আশা করা	رَجَى
যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল। (৯:১১৮)	حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ	বিস্তৃত হওয়া, স্বাগত জানানো	رَحُبَ

তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩:২৫)	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	বিশুদ্ধ পানীয়	رَحِيقٌ
অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। (১২:৭০)	فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ	রসদপত্র, বোঝা	رَحْلٌ (ج) رِحَالٌ
সে বলল, 'আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। (৭:১৫১)	قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ	রহম করা	رَحِمَ رَحْمَةً، رُحْمًا، مَرْحَمَةٌ
অতঃপর বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম, তার আদেশে তা মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত, যেখানে সে ইচ্ছে করত। (৩৮:৩৬)	فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ	মৃদু ভাব, আলতো ভাব, মোলায়েম	رُخَاءٌ
আর আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী, তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। (২৮:৩৪)	وَأَخِى هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِىٓ	সহকারী	رِدْءٌ (ج) أَرْدَاءُ
হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে। (৩:১৪৯)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ	ফিরত দেওয়া	رَدَّ رَدٌّ، مَرَدٌّ
বল, তোমরা যা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের পিঠের পেছনে এসে গেছে। (২৭:৭২)	قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ	সহগামী হওয়া	رَدِفَ
অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (১৮:৯৫)	فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا	অটল প্রাচীর	رَدْمٌ (ج) رُدُومٌ
সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। (৩৭:৫৬)	قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ	পতন ঘটা	رَدِيَ، تَرَدَّى
তারা বলল- 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস করব যখন তোমার অনুসরণ করছে একেবারে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা।'	قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ	সর্বাধিক হীন, অথর্ব	أَرْذَلُ (ج) أَرْذَلُونَ، أَرَاذِلُ

(২৬:১১১)			
তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে রিযক দিয়েছি। (২:৫৭)	كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ	রিযিক দেওয়া	رَزَقَ
আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। (৩:৭)	وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا	সুদক্ষ, পণ্ডিত	رَاسِخٌ
নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্যসহ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (২:১১৯)	إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	প্রেরণ করা	أَرْسَلَ
আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৭৯:৩২)	وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا	স্থির করা	أَرْسَى
এবং বল, আশা করি, আল্লাহ আমাকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সত্য পথের হিদায়াত দেবেন। (১৮:২৪)	وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا	হিদায়াত পাওয়া	رَشَدَ
আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন। (৭২:২৭)	فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا	সীমান্তপ্রহরী, উল্কাপিণ্ড	رَصَدٌ (ج) أَرْصَادٌ
নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (৬১:৪)	إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ	সীসা ঢালাই	مَرْصُوصٌ
আর আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। (২৮:৭)	وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ	স্তন্য/দুধ পান করানো	أَرْضَعَت
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। (৫৮:২২)	رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ	রাজি হওয়া	رَضِيَ ، رِضْوَان
খেজুর গাছের কান্ড ধরে তুমি তোমার দিকে নাড়া দাও, তা তোমার উপর তাজা পরিপক্ক খেজুর পতিত করবে। (১৯:২৫)	وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	তরতাজা, রসালো	رُطَبٌ (ج) رِطَابٌ
খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। (৩:১৫১)	سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ	ভয়, প্রতাপ	رُعْبٌ

তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। (১৩:১৩)	وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ	বজ্র	رَعْدٌ (ج) رُعُوْدٌ
অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। (৫৭:২৭)	فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ	লক্ষ রাখা	رَعَى، رِعَايَة
আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। (২১:৯০)	إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا	আগ্রহ করা	رَغِبَ، رَغَبًا
সবখান থেকে সেখানে আসত জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। (১৬:১১২)	يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ	পর্যাপ্ত	رَغَدًا
যে আল্লাহর পথে হিজরত করে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। (৪:১০০)	وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا	আশ্রয়স্থল	مُرَاغَمٌ
আর তারা বলে, ‘যখন আমরা হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব’? (১৭:৪৯)	وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا	চূর্ণ-বিচূর্ণ	رُفَاتٌ
রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। (২:১৮৭)	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ	স্ত্রীসম্ভোগ	رَفَثٌ
এ দুনিয়াতেও অভিশাপ তাদের পেছনে ছুটছে আর ক্বিয়ামাতের দিনেও। কত নিকৃষ্টই না সে পুরস্কার যা তাদেরকে দেয়া হবে। (১১:৯৯)	وَأُتْبِعُوا۟ فِى هَٰذِهِۦ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ	উপঢৌকন, পুরস্কার	رِفْدٌ (ج) رُفُوْدٌ
তারা সবুজ মসনদ ও সুন্দর গালিচার ওপর হেলান দিয়ে বসবে। (৫৫:৭৬)	مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ	গদির মসনদ	رَفْرَفٌ (ج) رَفَارِفُ
আর আমি তাকে এক উচ্চ অবস্থানে উন্নীত করেছিলাম। (১৯:৫৭)	وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا	উনীত করা	رَفَعَ
আর সঙ্গী হিসেবে তারাই উত্তম। (৪:৬৯)	وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا	বন্ধু	رَفِيقٌ (ج) رُفَقَاءُ
তোমরা যখন সলাতের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করবে। (৫:৬)	إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ	কনুই	مِرْفَقٌ (ج) مَرَافِقُ

رَقَبَ ، تَرَقَّبَ، ارْتَقَبَ	فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ	অপেক্ষা করা, দৃষ্টি নিবদ্ধ করা	অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (৪৪:৫৯)
رُقُودٌ (و) رَاقِدٌ	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ	ঘুমন্ত	তুমি তাদেরকে মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত (১৮:১৮)
رَقٌّ (ج) رُقُوقٌ	فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ	কাগজ	ছড়ানো কাগজের পাতায় (৫২:৩)
الرَّقِيمُ	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا	লিখিত ফলক	তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও ফলকওয়ালারা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময় ছিল? (১৮:৯)
رَقِيَ، رُقِيٌّ، إِرْتَقَى	أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ	আরোহণ করা	অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। (১৭:৯৩)
رَكِبَ	فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا	আরোহণ করা	অতঃপর তারা চলতে লাগলঃ অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। (১৮:৭১)
رَوَاكِدُ (و) رَاكِدٌ	إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِۦٓ	স্থির	তিনি যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজগুলো সুমুদ্রপৃষ্ঠে স্থির হয়ে থাকে। (৪২:৩৩)
رِكْزٌ	هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا	মৃদুস্বর, সাড়াশব্দ	তুমি কি তাদের কাউকে টের পাও কিংবা তাদের কোন ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাও? (১৯:৯৮)
أُرْكِسَ	كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا	নিপতিত করা	যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়। (৪:৯১)
رَكَضَ	ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ	লাথি মারা	তুমি তোমার পা দিয়ে যমীনে আঘাত কর, এই তো ঠান্ডা পানি, গোসলের জন্য আর পানের জন্য। (৩৮:৪২)
رَكَعَ	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ	মাথা ঝোকানো	যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৭৭:৪৮)
رَكَمَ	وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُۥ جَمِيعًا	পুঞ্জীভূত করা	অতঃপর অপবিত্রদের এককে অন্যের উপর রাখবেন, সকলকে স্তুপীকৃত করবেন। (৮:৩৭)
رَكَنَ	وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟	ঝোঁকা	আর যারা যুলম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো

না। (১১:১১৩)			
আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লম পৌঁছতে পারবে। (৫:৯৪)	لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ	বল্লম	رِمَاحٌ (و) رُمْحٌ
তাদের কাজসমূহ ছাই সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায় (১৪:১৮)	أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ	ছাই	رَمَادٌ (ج) أَرْمِدَةٌ
তিনি বললেন, ‘তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলবে না। (৩:৪১)	قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا	ইশারা	رَمْزٌ (ج) رُمُوزٌ
রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে (২:১৮৫)	شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ	রমযান	رَمَضَانَ
সে বলে, ‘হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে’? (৩৬:৭৮)	قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ	ঝুরঝুরে অস্থি	رَمِيمٌ
এ দু’টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। (৫৫:৬৮)	فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ	আনার	رُمَّانٌ
আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন (৮:১৭)	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ	নিক্ষেপ করা	رَمَى
এগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও আছে, যখন বিকেলে এদেরকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস (১৬:৬)	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ	বিকেলে ফিরিয়ে আনা	أَرَاحَ
এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। (২:৮৭)	وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ	রূহ, ওয়াহি	رُوحٌ (ج) أَرْوَاحٌ
আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, আল্লাহ এর মাধ্যমে উপমা দিয়ে কী চেয়েছেন? (২:২৬)	وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ	ইচ্ছা করা	أَرَادَ
ইউসুফ (আঃ) বললেন, সেই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। (১২:২৬)	قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى	ফুসলানো	رَاوَدَ
অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে জান্নাতে পরিতুষ্ট করা হবে। (৩০:১৫)	فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বাগান	رَوْضَةٌ (ج) رَوْضَاتٌ
অতঃপর যখন ইবরাহীম থেকে ভয় দূর হল (১১:৭৪)	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ	ভয়, শঙ্কা	رَوْعٌ

তখন সে তাদের দেবতাদের কাছে (ঘরে) গোপনে প্রবেশ করে (তাদের উদ্দেশ্যে) বলল, “তোমরা খাচ্ছ না? (৩৭:৯১)	فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ	গোপনে প্রবেশ করা	رَاغَ
প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয় বেশী (৫৯:১৩)	لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِى صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ	ভয় করা	رَهَبَ
তোমার গোত্রের লোকজন না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। (১১:৯১)	وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ	দল	رَهْطٌ (ج) أَرْهَاطٌ
সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে অন্ধকার। (৮০:৪১)	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ	আচ্ছন্ন করা	رَهَقَ
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। (৭৪:৩৮)	كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ	বন্ধক	رَهِينٌ، رَهِينَةٌ
আর সমুদ্রকে শান্ত থাকতে দাও। (৪৪:২৪)	وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا	তরঙ্গহীন	رَهْوٌ
এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (২৯:৪৮)	إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ	সন্দেহ করা	ارْتَابَ
হে আদম সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে লজ্জা নিবারণ ও সাজ-সজ্জার জন্য পোশাক দিয়েছি (৭:২৬)	يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا	সৌন্দর্যের পোশাক	رِيشٌ (ج) رِيَاشٌ
তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ? (২৬:১২৮)	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ	টিলা	رِيعٌ (و) رِيْعَةٌ
বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (৮৩:১৪)	بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ	মরিচা ধরানো	رَانَ

زاء			
زَبَدٌ (ج) أَزْبَادٌ	ফেনা	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	এতে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুসারে প্লাবিত হয়, ফলে প্লাবন উপরস্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। (১৩:১৭)
زَبُورٌ (ج) زُبُرٌ	গ্রন্থ	وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا	আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (৪:১৬৩)
زُبُرٌ (و) زُبْرَةٌ	টুকরা টুকরা	فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا	তারপর লোকেরা তাদের মাঝে তাদের দীনকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। (২৩:৫৩)
زُجَاجَةٌ (ج) زُجَاجٌ	কাঁচ, শিশা	ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ	প্রদীপটি একটি কাঁচের (পাত্রের) মধ্যে। (২৪:৩৫)
ازْدَجَرَ	ধমক দেওয়া	فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ	তারা আমার বান্দাকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, ‘পাগল’। আর তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। (৫৪:৯)
أَزْجَى	চালিত করা	رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ	তোমাদের রব তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে চালিত করেন নৌযান (১৭:৬৬)
زَحْزَحَ	অপসারণ করা	فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ	তখন যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম। (৩:১৮৫)
زَحْفٌ (ج) زُحُوفٌ	যুদ্ধ, রণাঙ্গন	إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ	যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হবে তখন তাদের দিকে পিঠ ফিরাবে না (৮:১৫)
زُخْرُفٌ (ج) زَخَارِفُ	সজ্জিত, অলঙ্কৃত	يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا	তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় (৬:১১২)
زَرَابِيُّ (و) زَرْبِيَّةٌ	গালিচা	وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ	ও বিছানো গালিচা। (৮৮:১৬)
زَرَعَ	চাষ করা	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا	সে বলল, ‘তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে (১২:৪৭)
زُرْقٌ (ج) أَزْرَقُ	দৃষ্টিহীন, অন্ধাবস্থা	وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا	আর সেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। (২০:১০২)
ازْدَرَى	ঘৃণা করা	وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا	আর যাদেরকে তোমরা ঘৃণার চোখে দেখ তাদের সম্পর্কেও

বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দান করবেন না। (১১:৩১)			
যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়? (৬:২২)	أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ	ধারণা করা	زَعَمَ، زَعْمٌ
যে এটি এনে দিতে পারবে সে এক উট বোঝাই সামগ্রী পাবে। আর আমি এটির জিম্মাদার। (১২:৭২)	وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ	দায়িত্বশীল	زَعِيمٌ (ج) زُعَمَاءُ
সেখানে তাদের জন্য থাকবে আহাজারি আর আর্তনাদ। (১১:১০৬)	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ	আর্তনাদ	زَفِيرٌ
তখন লোকেরা তার দিকে ছুটে আসল। (৩৭:৯৪)	فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ	দৌড়ানো	زَفَّ
আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না (২৪:২১)	وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا	পবিত্র হওয়া, যাকাত দেওয়া	زَكَى، زَكَاةً، تَزَكَّى، ازَّكَّى
নিশ্চয়ই কেয়ামতের কম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (২২:১)	إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ	প্রকম্পিত হওয়া	زَلْزَلَ، زِلْزَالٌ، زَلْزَلَة
আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গায় নিকটবর্তী করলাম (২৬:৬৪)	وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ	নিকটবর্তী করা	أَزْلَفَ
আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে (৬৮:৫১)	وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ	পিছলে ফেলে দেওয়া	أَزْلَقَ
তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হুকুম পৌঁছার পরেও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে (২:২০৯)	فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ	পিছলে পড়া	زَلَّ
তীর দ্বারা তোমাদের ভাগ্য জানতে চাওয়াও নিষিদ্ধ। (৫:৩)	وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَٰمِ	তীর	أَزْلَامٌ (و) زَلَمٌ
আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৯:৭১)	وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا	দল	زُمَرٌ (و) زُمْرَةٌ
হে চাদর আবৃত! (৭৩:১)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ	চাদর মুড়িয়ে শয়নকারী	مُزَّمِّلٌ

সেখানে তারা দেখবে না অতি গরম, আর অতি শীত। (৭৬:১৩)	لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا	শৈত্যপ্রবাহ	زَمْهَرِيرٌ
সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা (৭৬:১৭)	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا	আদার শুঁঠ	زَنجَبِيلٌ
দুষ্ট প্রকৃতির, তারপর জারজ। (৬৮:১৩)	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ	জারজ সন্তান	زَنِيمٌ
আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না (১৭:৩২)	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ	ব্যভিচার করা	زَنَىٰ، الزِّنَى
অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম (৩৩:৩৭)	فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا	বিবাহ করানো	زَوَّجَ
আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীকে বদলাতে চাও (৪:২০)	وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ	জোড়া, দম্পতি	زَوْجٌ (ج) أَزْوَاجٌ
এবং পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। (২:১৯৭)	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ	পাথেয় নেওয়া	تَزَوَّدَ
যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। (১০২:২)	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	সাক্ষাৎ করা	زَارَ
সুতরাং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর-(২২:৩০)	فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ	মিথ্যা কথা, অসত্য	زُورٌ
ইতঃপূর্বে তোমরা কি কসম করনি যে, তোমাদের কোন পতন নেই? (১৪:৪৪)	أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ	স্থানচ্যুত হওয়া	زَالَ، زَوَالٌ
এবং তারা তার ব্যাপারে ছিল অনাগ্রহী। (১২:২০)	وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ	অনাগ্রহী	زَاهِدٌ
যা আমি তাদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনে উপভোগের জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ দিয়েছি (২০:১৩১)	مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	ফুলের বাহার, সুষমা	زَهْرَةٌ (ج) زَهْرٌ
নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (১৭:৮১)	إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا	ধ্বংস হওয়া	زَهَقَ، زَهُوقًا
এর তেল যেন আলো বিকিরণ করে, যদিও তাতে আগুন স্পর্শ না করে। (২৪:৩৫)	يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ	যাইতুনের তেল	زَيْتٌ

নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী বৃদ্ধি করে (৯:৩৭)	إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ	বাড়া, বৃদ্ধি করা, বাড়ানো	زَادَ، زِيَادَةٌ، ازْدَادَ
তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (৫৩:১৭)	مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ	বক্র হওয়া	زَاغَ، زَيْغٌ
তাদের এ আর্তনাদ বন্ধ হয়নি যতক্ষণ না আমি তাদেরকে করেছিলাম কাটা শস্য ও নিভানো আগুনের মত। (২১:১৫)	فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَٰهُمْ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ	দূর হওয়া	زَالَ
আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে। (৬:৪৩)	وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	সাজানো	زَيَّنَ

سين

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। (২:১৮৬)	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ	জিজ্ঞাসা করা	سَأَلَ، سُؤَالٌ
অতঃপর যদি তারা অহংকার করে, তবে যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা তো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না। (৪১:৩৮)	فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩	অতিষ্ঠ হওয়া	سَئِمَ
আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। (৬:১০৮)	وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ	গালি দেওয়া	سَبَّ
আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম। (৭৮:৯)	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا	বিশ্রাম করা	سَبَتَ، سُبَاتًا
নিশ্চয় তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৭৩:৭)	إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا	কর্মব্যস্ত হওয়া	سَبَحَ، سَبْحًا
আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করেছি বারোটি জাতি-গোত্রে। (৭:১৬০)	وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا	নাতি, নাতনী, গোত্র	أَسْبَاطٌ (و) سِبْطٌ

أَسْبَغَ	পূর্ণ করে দেওয়া	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ	তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে। (৩১:২০)
سَبَقَ، سَبْقًا	অগ্রগামী হওয়া	فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبْقًا	আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের। (৭৯:৪)
سَبِيلٌ (ج) سُبُلٌ	পথ	ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ	তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। (৮০:২০)
اسْتَتَرَ	আবৃত করা	وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ	আর তোমরা কিছুই গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না, বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। (৪১:২২)
سَجَدَ، السُّجُودِ	সিজদা করা	يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ	সে দিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। আর তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। (৬৮:৪২)
أَسْجَرَ، سَجَّرَ	অগ্নিপূর্ণ করা	فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ	ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে। (৪০:৭২)
السِّجِلُّ	পুস্তিকা, নথি	يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ	সে দিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলীল-পত্রাদি। (২১:১০৪)
سَجَنَ	বন্দী রাখা	قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	মহিলা বলল, ‘যে লোক তোমার পরিবারের সাথে মন্দকর্ম করতে চেয়েছে, তাকে কারাবন্দি করা বা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কী দন্ড হতে পারে’? (১২:২৫)
سَجَى	অন্ধকার হওয়া	وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ	কসম রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। (৯৩:২)
سَحَبَ	টেনে আনা, হেঁছড়ানো	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ	সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের ছোঁয়া আস্বাদন কর। (৫৪:৪৮)
أَسْحَتَ	ধ্বংস করা	قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم	মূসা তাদেরকে বলল, ‘দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে

শাস্তি দ্বারা সমুলে ধ্বংস করবেন। আর যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে। (২০:৬১)	بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ		
অতঃপর সে বলল, ‘এ তো লোক পরম্পরায়প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়’। (৭৪:২৪)	فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ	জাদু করা	سَحَرَ
আর তারা রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত। (৫১:১৮)	وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	শেষরাত্র	سَحَرٌ (ج) أَسْحَارٌ
তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, অতএব দূর হোক জাহান্নামের অধিবাসীরা! (৬৭:১১)	فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ	দূর হোক	سُحْقًا
‘যে, তুমি তাঁকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে দাও। তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। যেন দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়। (২০:৩৯)	أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ	কিনারা, সৈকত	سَاحِلٌ (ج) سَوَاحِلُ
যারা কুফরী করেছে, দুনিয়ার জীবনকে তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর তারা মুমিনদের নিয়ে উপহাস করে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারা কিয়ামত দিবসে তাদের উপরে থাকবে। (২:২১২)	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ	ঠাট্টা করা	سَخِرَ
তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যমীনে যা কিছু আছে এবং নৌযানগুলো যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। (২২:৬৫)	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ	অনুগত বানানো	سَخَّرَ
তারা যা নিজের জন্য পেশ করেছে, তা কত মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে। (৫:৮০)	لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ	রাগা	سَخِطَ
আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর ও তাদের পিছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। (৩৬:৯)	جَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ	আড়াল, সরল প্রাচীর	سَدًّا
হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৩৩:৭০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	সঠিক, সরল, সোজা	سَدِيدًا

سِدْرٌ (ج) سُدُوْرٌ مث سِدْرَةٌ	বরই, কুল	عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ	শেষসীমার বরই গাছের কাছে। (৫৩:১৪)
سُدًى	স্বাধীন, কর্মহীন	أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى	মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৭৫:৩৬)
سَرَبٌ (ج) أَسْرَابٌ	সুড়ঙ্গ, দৃষ্টিবিভ্রাট	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًا	অতঃপর যখন তারা দু'জনে দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে পৌঁছল, তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল আর সেটি সমুদ্রে তার পথ করে নিল সুড়ঙ্গের মত। (১৮:৬১)
سَرَابِيلُ (و) سِرْبَالٌ	পোশাক পরিচ্ছদ	سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ	তাদের পোশাক হবে আলকাতরার আর আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করবে। (১৪:৫০)
سِرَاجٌ (ج) سُرُجٌ	বাতি, জ্যোতিষ্ক, সূর্য	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا	আর আমি সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ। (৭৮:১৩)
سَرَحَ	সকালে চরাতে যাওয়া	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ	আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। (১৬:৬)
سَرَّحَ، تَسْرِيحٌ، سَرَاحًا	বিচ্ছেদ করা, বিদায় করা	فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا	তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় করে দেই। (৩৩:২৮)
السَّرْدُ اج	লৌহবর্ম	أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ	যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে পার, কড়াসমূহ সঠিকভাবে সংযুক্ত কর। (৩৪:১১)
سُرَادِقُ (ج) سُرَادِقَاتٌ	চাঁদোয়া, পর্দা	إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। (১৮:২৯)
سَرَّ، سُرُورًا	মনোরঞ্জন করা	فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا	সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা। (৭৬:১১)
أَسَرَّ، إِسْرَارًا	গোপন করা	ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا	অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহবান করেছি। (৭১:৯)

তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৩:৪১)	وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ	দ্রুত করা	سَارَعَ
তাদের বয়ঃপ্রাপ্তির ভয়ে অপব্যয় করে এবং তাড়াতাড়ি করে তাদের মাল খেয়ে ফেলো না। (৪:৬)	وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ	অপব্যয় করা	أَسْرَفَ، إِسْرَافًا
তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল, হে আমাদের পিতা, আপনার ছেলে তো চুরি করেছে। (১২:৮১)	سَجَن ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ	চুরি করা	سَرَقَ
বল, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন। (২৮:৭২)	قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ	স্থায়ী, চিরস্থায়ী	سَرْمَدًا
এবং শপথ রাতের, যখন ওটা গত হতে থাকে। (৮৯:৪)	وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ	গত হওয়া	سَرَى
আর যমীনের দিকে, কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? (৮৮:২০)	وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ	বিছানো	سَطَحَ
নূন, কলমের শপথ আর লেখকেরা যা লেখে তার শপথ। (৬৮:১)	نٓ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ	লেখা	سَطَرَ
তাদের কাছে যারা আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। (২২:৭২)	يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ	আক্রমণ করা	سَطَا
আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে, তারা জান্নাতে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে, অবশ্য তোমার রব যা চান। (১১:১০৮)	وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ	ভাগ্যবান করা	سَعِدَ
আর জাহান্নামকে যখন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। (৮১:১২)	وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ	প্রজ্বলিত করা	ج سَعَّرَ
আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। (৫৩:৩৯)	وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ	চেষ্টা করা	سَعَى، سَعْيًا
অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। (৯০:১৪)	أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ	ক্ষুধা	مَسْغَبَةٍ
তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশ্ত হয়। (৬:১৪৫)	إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ	প্রবাহিত	مَسْفُوحٌ
সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয়। (৪:২৫)	مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ	ব্যভিচারী	مُسَافِحٌ (مث)

			مُسَافِحَةٌ
প্রভাতের কসম, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। (৭৪:৩৪)	وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ	আলোকময় হওয়া	أَسۡفَرَ
আমাদের এই সফরে আমরা অনেক ক্লান্তির মুখোমুখি হয়েছি। (১৮:৬২)	لَقَدۡ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا	সফর, ভ্রমণ	سَفَرٌ (ج) أَسۡفَارٌ
কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তাকে কপালের সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে- হিঁচড়ে নিয়ে যাব। (৯৬:১৫)	كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ	হেঁচড়ে নেওয়া	سَفَعَ
তোমরা নিজদের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং নিজদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করবে না। (২:৮৪)	لَا تَسۡفِكُونَ دِمَآءَكُمۡ وَلَا تُخۡرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ	রক্তপাত করা	سَفَكَ
অতঃপর আমি তার (নগরীর) উপরকে নিচে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর বর্ষণ করলাম পোড়া মাটির পাথর। (১৫:৭৪)	فَجَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ	নিম্নমুখী, তলদেশ	سَافِلٌ (ج) سَوَافِلُ
অতঃপর তাকে ও নৌকা আরোহীদেরকে আমি রক্ষা করলাম, আর এটাকে করলাম সৃষ্টিকুলের জন্য একটি নিদর্শন। (২৯:১৫)	فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَصۡحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلۡنَٰهَآ ءَايَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ	নৌকা, নৌযান	سَفِينَةٌ (ج) سُفُنٌ
আর যে নিজকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? (২:১৩০)	وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ	বোকামি করা	سَفِهَ، سَفَهًا، سَفَاهَة
অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। (৭৪:২৬)	سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ	অগ্নিময় দোযখ	سَقَرٌ
অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আসমান থেকে এক টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও'। (২৬:১৮৭)	فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ	পতিত হওয়া	سَقَطَ
শপথ সুউচ্চ ছাদের । (৫২:৫)	وَٱلسَّقۡفِ ٱلۡمَرۡفُوعِ	ছাদ	سَقۡفٌ (ج) سُقُفٌ
তারপর বলল, 'আমি তো অসুস্থ'। (৩৭:৮৯)	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ	অসুস্থ	سَقِيمٌ (ج) سُقَمَاءُ
তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে । (৮৮:৫)	تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٍ	পান করানো	سَقَى، أَسۡقَى

مَسْكُوبٌ	প্রবাহিত	وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ	আর সদা প্রবাহিত পানির পাশে। (৫৬:৩১)
سَكَتَ	নিশ্চুপ হওয়া	لَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ	আর যখন মূসার ক্রোধ থেমে গেল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। (৭:১৫৪)
سَكَّرَ	নেশাগ্রস্ত করা	لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ	তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তারা তাদেরকে নেশায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। (১৫:৭২)
سَكَنَ	বাস করা, প্রশান্ত হওয়া	وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ	রাতে (অন্ধকারে) আর দিনে (আলোয়) যা বাস করে তা তাঁরই। (৬:১৩)
سِكِّينٌ (ج) سَكَاكِينُ	ছুরি, চাকু	وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا	প্রত্যেককে একটি করে ছুরি প্রদান করল। (১২:৩১)
سَلَبَ	ছিনিয়ে নেওয়া	وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ	আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। (২২:৭৩)
أَسْلِحَةٌ (و) سِلَاحٌ	অস্ত্রশস্ত্র, সাঁজোয়া	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ	আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কোন কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তাহলে অস্ত্র রেখেদেয়াতে তোমাদের কোন দোষ নেই। (৪:১০২)
سَلَخَ	টেনে বের করা	وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ	আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। (৩৬:৩৭)
سَلْسَبِيلٌ	স্বর্গপ্রপাত	عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا	সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল। (৭৬:১৮)
سِلْسِلَةٌ (ج) سَلَاسِلُ	শিকল	ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ	‘তারপর তাকে বাঁধ এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত।’ (৬৯:৩২)
سَلَّطَ	চাপিয়ে দেওয়া	وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ	আর আল্লাহ চাইলে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতে পারতেন। (৪:৯০)
سُلْطَانٌ (ج) سَلَاطِينُ	প্রতাপ	هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ	আমার (সব) ক্ষমতা আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। (৬৯:২৯)
سَلَفَ، سَلَفًا	অতীত হওয়া	عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ	যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। (৫:৯৫)

سَلَقَ	কটাক্ষ করা	فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ	অতঃপর যখন ভীতি চলে যায় তখন তারা সম্পদের লোভে কৃপণ হয়ে শাণিত ভাষায় তোমাদের বিদ্ধ করে। (৩৩:১৯)
سَلَكَ	চলা, চালানো	ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ	অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল। (১৬:৬৯)
تَسَلَّلَ	সরে পড়া	قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ	তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন। (২৪:৬৩)
سَلَّمَ، سَلَامًا، تَسْلِيمًا	সালাম করা	وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ	আর অবশ্যই আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আসল, তারা বলল, ‘সালাম’। (১১:৬৯)
سَامِدٌ	উদাসীন	وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ	আর তোমরা তো উদাসীন। (৫৩:৬১)
سَامِرٌ	চাঁদনী রাতের গল্পকার	مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ	এর উপর অহঙ্কারবশে, রাত জেগে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে। (২৩:৬৭)
سَمِعَ، سَمْعًا	শোনা	وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ	আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। (২:২৮৫)
سَمْكٌ	উচ্চতা, গগনপট	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا	তিনি এর ছাদকে উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পন্ন করেছেন। (৭৯:২৮)
سَمٌّ (ج) سِمَامٌ	ছিদ্র	وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ	আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না-যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। (৭:৪০)
سَمُومٌ (ج) سَمَائِمُ	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ	وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ	আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে। (১৫:২৭)
أَسْمَنَ	মোটা করা	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ	তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (৮৮:৭)
سَمَّي، تَسْمِيَةٌ	নাম রাখা	وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ	তারা আল্লাহর শরীক নির্দিষ্ট করে রেখেছে। বল, ‘তাদের নাম বল। (১৩:৩৩)
سُنبُلٌ (ج) سَنَابِلُ		مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ	যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। (২:২৬১)

مُسَنَّدَةٌ	দেয়ালে ঠেস লাগানো	كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ	তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। (৬৩:৪)
سُنْدُسٌ اج	মিহি রেশমের বস্ত্র	يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ	তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। (৪৪:৫৩)
تَسْنِيمٌ	স্বর্গীয় জলপ্রপাত	وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ	আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। (৮৩:২৭)
سِنٌّ (ج) أَسْنَانٌ	দাঁত	وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ	কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। (৫:৪৫)
سُنَّةٌ (ج) سُنَنٌ	সুন্নাত, তরীকা	وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ	আর পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো বিগত হয়েছে। (১৫:১৩)
مَسْنُونٌ	পচা কাদা মাটি	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’। (১৫:২৮)
تَسَنَّهَ	পচে যাওয়া	قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ	তিনি বললেন, ‘বরং তুমি এক’শ বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সেটি পরিবর্তিত হয়নি। (২:২৫৯)
سَنَا	ঝলকানি	يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ	এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। (২৪:৪৩)
سَنَةٌ (ج) سِنِينَ	বছর, বর্ষ	يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ	তাদের একজন কামনা করে, যদি হাজার বছর তাকে জীবন দেয়া হত! অথচ দীর্ঘজীবী হলেই তা তাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। (২:৯৬)
سَاءَ، السَوْءُ	মন্দ হওয়া	إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	নিশ্চয় তারা যে কাজ করত তা কতই না মন্দ! (৯:৯)
سَاحَةٌ (ج) سَاحَاتٌ	আঙিনা, প্রাঙ্গণ	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ	আর যখন তা তাদের আঙিনায় নেমে আসবে তখন সতর্ককৃতদের সকাল কতই না মন্দ হবে! (৩৭:১৭৭)
اسْوَدَّ	মলিন হওয়া	فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ	আর যাদের চেহারা কালো হবে (৩:১০৬)
سَيِّدٌ (ج) سَادَةٌ	সর্দার, স্বামী	أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ	‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী,

নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী'। (৩:৩৯)			
তোমার কাছে কি বিবদমান লোকদের সংবাদ এসেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে মিহরাবে আসল। (৩৮:২১)	وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ	প্রাচীর ডিঙিয়ে ঢোকা	تَسَوَّرَ
ফলে তোমার রব তাদের উপর আযাবের কশাঘাত মারলেন। (৮৯:১৩)	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ	চাবুক, বেত, কশাঘাত	سَوْطٌ (ج) أَسْوَاطٌ
এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস! সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর।' (৬:৩১)	حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا	সময়, ঘণ্টা, কিয়ামত	سَاعَةٌ (ج) سَاعَاتٌ
সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেঁয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। (১৪:১৭)	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ	গিলে ফেলা	أَسَاغَ
অবশেষে যখন তা ভারি মেঘ ধারণ করে, তখন আমি তাকে চালাই মৃত ভূমিতে (৭:৫৭)	حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	হাঁকানো, চালানো	سَاقَ
সে বলল, 'বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে। (১২:১৮)	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ	অতিরঞ্জিত করা	سَوَّلَ
আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের দল থেকে রক্ষা করেছিলাম। (২:৪৯)	وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ	শাস্তি দেওয়া	سَامَ
'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর 'বীর্য' থেকে, তারপর তোমাকে অবয়ব দিয়েছেন পুরুষের'? (১৮:৩৭)	أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا	সমান করা	سَوَّى، سَاوَى
তৎক্ষনাৎ তারা ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত হবে। (৭৯:১৪)	فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ	সমতল ময়দান	السَّاهِرَة
তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। (৭:৭৪)	ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ	নরম সমভূমি	سُهُولٌ (و) سَهْلٌ
অতঃপর সে লটারীতে অংশগ্রহণ করল এবং তাতে সে	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ	লটারি করা	سَاهَمَ

হেরে গেল। (৩৭:১৪১)			
যারা সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন। (৫১:১১)	ٱلَّذِينَ هُمْ فِى غَمْرَةٍ سَاهُونَ	উদাসীন, ভুলো	سَاهٍ
সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। (৯:২)	فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ	সফর করা	سَاحَ
আর পর্বতমালা দ্রুত পরিভ্রমণ করবে, (৫২:১০)	وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا	সফর করা	سَارَ، سَيْرًا
তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এতে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুসারে প্লাবিত হয়, ফলে প্লাবন উপরস্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। (১৩:১৭)	أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ	প্রবাহিত হওয়া	سَالَ

شين

আর বাম পার্শ্বের দল, বাম পার্শ্বের দলটি কত হতভাগ্য! (৫৬:৯)	وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ	অশুভ, বামদিক	مَشْـَٔمَةٌ
আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন আর যা কিছু তিলাওয়াত কর না কেন আল্লাহর পক্ষ হতে কুরআন থেকে এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন (১০:৬১)	وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ	অবস্থা	شَأْنٌ (ج) شُئُونٌ
অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। (৪:১৫৭)	وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ	সমরূপ করা	شَبَّهَ
তোমরা একত্রে খাও অথবা আলাদা আলাদা খাও তাতে কোনও দোষ নেই। (২৪:৬১)	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ	বিচ্ছিন্নভাবে	أَشْتَاتٌ (و) شَتٌّ
শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। (১০৬:২)	إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ	শীতকাল, শীতকালীন	شِتَاءٌ (ج) أَشْتِيَاءُ
অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে। (৪:৬৫)	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا	ঝগড়া করা	شَجَرَ

আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে। (৪:১২৮)	وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ	কৃপণতা, লোভ	شُحٌّ
এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের উপরে হারাম করেছিলাম- তবে যা এগুলোর পিঠে। (৬:১৪৬)	وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ	চর্বি	شُحُومٌ (و) شَحْمٌ
অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে বোঝাই নৌযানে রক্ষা করলাম। (২৬:১১৯)	فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ	পরিপূর্ণ	مَشْحُونٌ
আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসলে হঠাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। (২১:৯৭)	وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟	অপলক দৃষ্টিতে তাকানো	شَخَصَ
তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়। (৪৮:২৯)	وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ	বাঁধা, কঠোরতা করা	شَدَّ
‘এটি একটি উষ্ট্রী; তার জন্য পানি পানের পালা একদিন আর তোমাদের পানি পানের পালা আরেক নির্দিষ্ট দিনে’। (২৬:১৫৫)	نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ	পান করা	شَرِبَ، شُرْبٌ
সে বলল, ‘হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন’। (২০:২৫)	قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى	খোলা, প্রশস্ত করা	شَرَحَ
সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাদেরকে নাগালে পাও, তাহলে এদের মাধ্যমে এদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দাও, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (৮:৫৭)	فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ	ধাওয়া করা	شَرَّدَ
‘নিশ্চয়ই এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল।’ (২৬:৫৪)	إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ	ক্ষুদ্র দল, বাহিনী	شِرْذِمَةٌ (ج) شَرَاذِمُ
এবং যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে খুব হতাশ হয়ে পড়ে। (১৭:৮৩)	وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا	অধিক মন্দ, নিকৃষ্ট	شَرٌّ (ج) شُرُورٌ
বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। (৪৭:১৮)	فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ	কিয়ামতের আলামত	أَشْرَاطٌ (و) شَرَطٌ
তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; (৪২:১৩)	شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ	আইন প্রণয়ন করা	شَرَعَ

أَشْرَقَ	আলোকিত হওয়া	وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِا۟ىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ	আর যমীন তার রবের নূরে আলোকিত হবে, আমলনামা উপস্থিত করা হবে। (৩৯:৬৯)
أَشْرَكَ	শরিক করা	أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ	অথবা তোমরা যাতে বলতে না পার, 'আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই পূর্বে শির্ক করেছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। (৭:১৭৩)
شَرَى، اشْتَرَى	কেনা, বেচা, বিনিময় করা	أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ	তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। (২:৮৬)
شَطْءٌ (ج) أَشْطَاءُ	চারা, অঙ্কুর	كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ	দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে। (৪৮:২৯)
شَطْرٌ (ج) شُطُوْرٌ	দিক	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ	আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। (২:১৪৯)
أَشَطَّ	সীমালঙ্ঘন করা	فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ	অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সরল পথের নির্দেশনা দিন'। (৩৮:২২)
شَيْطَانٌ (ج) شَيَاطِينُ	শয়তান	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ	হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। (২:১৬৮)
شُعُوبٌ (و) شَعْبٌ	সম্প্রদায়	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ	হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। (৪৯:১৩)
شَعَرَ	টের পাওয়া	يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ	তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। (২:৯)

এবং বার্ধক্যবশতঃ আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব, আপনার নিকট দো'আ করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি'। (১৯:৪)	وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا	শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া	اشْتَعَلَ
গভীর প্রেম তাকে আসক্ত করে ফেলেছে (১২:৩০)	قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ	প্রেমে মজা	شَغَفَ
নিশ্চয় জান্নাতবাসীরা আজ আনন্দে মশগুল থাকবে। (৩৬:৫৫)	إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ	কর্মব্যস্ত করা	شَغَلَ
যে ভাল সুপারিশ করবে, তা থেকে তার জন্য একটি অংশ থাকবে (৪:৮৫)	مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ	সুপারিশ করা	شَفَعَ، شَفَاعَةً
তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, একান্ত পরামর্শের পূর্বে সদাকা পেশ করবে? (৫৮:১৩)	ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ ۚ	ভীত হওয়া	أَشْفَقَ
আর একটি জিহবা ও দু'টি ঠোঁট? (৯০:৯)	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ	দুই ঠোঁট	شَفَتَيْنِ
'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন'। (২৬:৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ	সুস্থ করা	شَفَى، شِفَاءٌ
তারপর যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। (৮০:২৬)	ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا	চিরে ফেলা	شَقَّ، شَقًّا
তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত তার চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট আর কে'? (৪১:৫২)	مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ	বিরোধিতা করা	شَاقَّ، شِقَاقٌ
আর হতভাগাই তা এড়িয়ে যায়। (৮৭:১১)	وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى	হতভাগা হওয়া	شَقِيَ، شَقِيَ
তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬:৩৫)	سَنَأْفَلَا يَشْكُرُونَ	কৃতজ্ঞতা করা, বাধিত হওয়া	شَكَرَ شُكُورًا، شُكْرًا
আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন : এক ব্যক্তি যার মনিব অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী; এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক মনিবের অনুগত। (৩৯:২৯)	ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ	পরস্পর বিরোধী	مُتَشَاكِسٌ
তারা বরং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেলতামাশা করছে। (৪৪:৯)	بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ	দ্বিধা	شَكٌّ (ج) شُكُوكٌ

আরও আছে অনুরূপ বিভিন্ন রকমের শাস্তির ব্যবস্থা। (৩৮:৫৮)	وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ	অনুরূপ, সমরূপ	شَكْلٌ (ج) أَشْكَالٌ
সে বলল, 'আমি আমার দুঃখ বেদনা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি, আর আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি, তোমরা তা জান না। (১২:৮৬)	قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ	অনুযোগ করা	اشْتَكَي، شَكَا
সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গন্য করো না। (৭:১৫০)	فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ	শত্রুকে উল্কে দেওয়া	أَشْمَتَ
আর এখানে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বত এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি। (৭৭:২৭)	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا	সুউচ্চ, উন্নত	شَامِخَاتٌ (و) شَامِخَةٌ
যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। (৩৯:৪৫)	وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ	বিরক্তি বোধ করা	اشْمَأَزَّ
সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষ পথে। (৫৫:৫)	ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ	সূর্য, রবি, সূর্যতাপ	شَمْسٌ (ج) شُمُوسٌ
বল, 'নর দু'টিকে তিনি হারাম করেছেন নাকি মাদি দু'টিকে? নাকি তা, যা মাদি দু'টির পেটে আছে? (৬:১৪৪)	قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ	গর্ভে ধারণ করা	اشْتَمَلَ
কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। (৫:২)	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟	শত্রুতা	شَنَئَانٌ
তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। (৩৭:৬৭)	سَنَثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ	মিশ্রিতদ্রব্য	شَوْبٌ
তখন সে শিশুটির দিকে ইশারা করল। (১৯:২৯)	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ	ইশারা করা	أَشَارَت
তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরণ করা হবে অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়া, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৫৫:৩৫)	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ	অগ্নিশিখা	شُوَاظٌ

আর তোমরা কামনা করছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের জন্য হবে। (৮:৭)	وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ	কাঁটা, কণ্টক	شَوْكَةٌ
যা মাথার চামড়া খসিয়ে নেবে। (৭০:১৬)	نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ	চামড়া দগ্ধ করা	شَوَى
তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (৩৭:১০)	إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ	অগ্নিপিণ্ড, উল্কা	شِهَابٌ (ج) شُهُبٌ
আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তরা ওটা প্রত্যক্ষ করবে। (৮৩:২১)	يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ	প্রত্যক্ষ করা	شَهِدَ
‘লাইলাতুল কদর’ হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (৯৭:৩)	لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ	মাস	شَهْرٌ (ج) الشُّهُورُ، أَشْهُرٌ
অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ। (১১:১০৬)	فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ	আর্তনাদ	شَهِيقٌ
তাদের এবং তাদের কামনা-বাসনার মাঝে রেখে দেয়া হয়েছে এক প্রাচীর। তাদের মতের ও পথের লোকেদের ক্ষেত্রে পূর্বেও এমনটিই করা হয়েছিল। (৩৪:৫৪)	وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ	কামনা করা	اشْتَهَى
তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। (৩:৬)	هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ	ইচ্ছা করা	شَاءَ
অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে তোমরা সেদিন কিভাবে আত্মরক্ষা করবে যেদিন কিশোরদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। (৭৩:১৭)	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا	চুলের শুভ্রতা	شَيْبٌ (مث) شَيْبَةً
আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৮:২৩)	وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ	বৃদ্ধ	شَيْخٌ (ج) شُيُوخٌ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (৪:৭৮)	أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ	সুউচ্চ, সুদৃঢ়	مَشِيدٌ، مُشَيَّدَة
		প্রচারিত হওয়া	شَاعَ

صاد			
الصَّابِئُ	তারকা পূজারি	إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ	নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিঈ, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। (২২:১৭)
صَبَّ	ঢালা	ٱلْحَمِيمِ عَذَابِ مِن رَّأْسِهِۦ فَوْقَ صُبُّواْ ثُمَّ	অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। (৪৪:৪৮)
صَبَّحَ	প্রভাতে আসা	إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ	নিশ্চয় তাদের (আযাবের) নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। (১১:৮১)
صَبَرَ	ধৈর্য ধরা	وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ	অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। (৪২:৪৩)
أَصَابِعُ (و) اصْبعٌ	আঙুল	ٱلْمَوْتِ حَذَرَ ٱلصَّوَٰعِقِ مِّنَ ءَاذَانِهِم فِىٓ أَصَٰبِعَهُمْ يَجْعَلُونَ	বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে। (২:১৯)
صِبْغٌ (ج) صِبَاغٌ	রকমারি তরকারি	لِّلْأٰكِلِينَ وَصِبْغٍ بِٱلدُّهْنِ تَنۢبُتُ سَيْنَآءَ طُورِ مِن تَخْرُجُ وَشَجَرَةً	এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তেল ও তরকারি উৎপন্ন করে। (২৩:২০)
صِبْغَةٌ	রঙ, ধর্মমত	صِبْغَةَ ٱللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ وَمَنْ	আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? (২:১৩৮)
صَبَى	ঝোঁকা	ٱلْجَٰهِلِينَ مِّنَ وَأَكُن إِلَيْهِنَّ أَصْبُ كَيْدَهُنَّ عَنِّى تَصْرِفْ وَإِلَّا	আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১২:৩৩)
صَبِيٌّ (ج) صِبْيَانٌ	শিশুবাচ্চা, শৈশব	صَبِيًّا ٱلْمَهْدِ فِى كَانَ مَن نُكَلِّمُ كَيْفَ قَالُواْ	তারা বলল, ‘যে কোলের শিশু আমরা কিভাবে তার সাথে কথা বলব’? (১৯:২৯)
صَحِبَ	সঙ্গী হওয়া	لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ	তারা তো নিজদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং আমার বিরুদ্ধে তারা কোন সঙ্গীও পাবে না। (২১:৪৩)

স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে। (৪৩:৭১)	وَأَكْوَابٍ ذَهَبٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	বড় পেয়ালা, গামলা	صِحَافٌ (و) صُحْفَةٌ
নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। (৮৭:১৮)	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ	পুস্তিকা	صُحُفٌ (و) صَحِيفَةٌ
অতঃপর যখন (কিয়ামতের) ধ্বংস-ধ্বনি এসে পড়বে। (৮০:৩৩)	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ	শঙ্খধ্বনি	الصَّاخَّةُ
সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথর খন্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। (১৮:৬৩)	أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ	বড় পাথর	الصَّخْرُ (ج) صَخْرَةٌ
আর এভাবে ফির ‘আউনের কাছে তার মন্দ কাজ শোভিত করে দেয়া হয়েছিল এবং তাকে বাধা দেয়া হয়েছিল সৎপথ থেকে। (৪০:৩৭)	وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ	বাধা দেওয়া, বিরত রাখা	صَدَّ
সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। (৯৯:৬)	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ	প্রস্থান করা	صَدَرَ
সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (১৫:৯৪)	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ	প্রচার করা	صَدَعَ
সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে বিমুখ হয়েছে? (৬:১৫৭)	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا	পাশ কেটে যাওয়া	صَدَفَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। (৪৮:২৭)	لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ	সত্য বলা	صَدَقَ
আর কা’বার নিকট তাদের সালাত শিষ ও হাত-তালি ছাড়া কিছুই ছিল না। (৮:৩৫)	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً	হাততালি বাজানো	تَصْدِيَةً
তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। (৮০:৬)	فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ	চিন্তা করা, ভাবা	تَصَدَّى
সুলাইমান বলল, ‘এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ’।	قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ	রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা	صَرْحٌ (ج) صُرُوحٌ

(২৭:৪৪)			
অতঃপর ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় সেই শহরে তার সকাল হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, যে লোকটি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। (২৮:১৮)	بِٱلْأَمْسِ ٱسْتَنصَرَهُۥ ٱلَّذِى فَإِذَا يَتَرَقَّبُ خَآئِفًا ٱلْمَدِينَةِ فِى فَأَصْبَحَ يَسْتَصْرِخُهُۥ	হাঁকাহাঁকি করা	اسْتَصْرَخَ، اصْطَرَخَ
তারা নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। (৭১:৭)	ٱسْتِكْبَارًا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَأَصَرُّوا۟ ثِيَابَهُمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟	বাড়াবাড়ি করা	أَصَرَّ
তারা দুনিয়ার জীবনে যা ব্যয় করে, তার উপমা সেই বাতাসের ন্যায়, যাতে রয়েছে প্রচন্ড ঠান্ডা, যা পৌঁছে এমন কওমের শস্যক্ষেতে, যারা নিজদের উপর যুলম করেছিল। অতঃপর তা শস্যক্ষেতকে ধ্বংস করে দেয়। (৩:১১৭)	صِرٌّ فِيهَا رِيحٍ كَمَثَلِ ٱلدُّنْيَا ٱلْحَيَوٰةِ هَٰذِهِۦ فِى يُنفِقُونَ مَا مَثَلُ فَأَهْلَكَتْهُ أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوٓا۟ قَوْمٍ حَرْثَ أَصَابَتْ	কনকনে শীত	صِرٌّ
অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বললঃ আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। (৫১:২৯)	عَقِيمٌ عَجُوزٌ وَقَالَتْ وَجْهَهَا فَصَكَّتْ صَرَّةٍ فِى ٱمْرَأَتُهُۥ فَأَقْبَلَتِ	আর্তনাদ করা	صَرَّةٌ
আর ‘আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচন্ড ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। (৬৯:৬)	عَاتِيَةٍ صَرْصَرٍ بِرِيحٍ فَأُهْلِكُوا۟ عَادٌ وَأَمَّا	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু	صَرْصَرٌ (ج) صَرَاصِرُ
আর এ হচ্ছে তোমার রবের সরল সঠিক পথ। (৬:১২৬)	مُسْتَقِيمًا رَبِّكَ صِرَٰطُ وَهَٰذَا	রাস্তা, পুলসিরাত	صِرَاطٌ (ج) صُرُطٌ
তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে সেখানে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে যেন তারা সারশূন্য খেজুর গাছের মত। (৬৯:৭)	خَاوِيَةٍ نَخْلٍ أَعْجَازُ كَأَنَّهُمْ صَرْعَىٰ فِيهَا ٱلْقَوْمَ فَتَرَى	ভূপাতিত, ভূলণ্ঠিত	صَرْعَى (و) صَرِيعٌ
আল্লাহ তাদের অন্তরকে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (৯:১২৭)	يَفْقَهُونَ لَّا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ قُلُوبَهُم ٱللَّهُ صَرَفَ	ফিরানো	صَرَفَ
নিশ্চয় আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। যখন তারা কসম করেছিল যে, অবশ্যই তারা সকাল বেলা বাগানের ফল	لَيَصْرِمُنَّهَا أَقْسَمُوا۟ إِذْ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ إِنَّا مُصْبِحِينَ	ফসল কাটা	صَرَمَ

আহরণ করবে। (৬৮:১৭)			
তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে। (৩৫:১০)	يَرْفَعُهُ ٱلصَّٰلِحُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّيِّبُ ٱلْكَلِمُ يَصْعَدُ إِلَيْهِ	ঊর্ধ্ব-গমন করা	صَعِدَ
অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না, আর পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা কর না। (৩১:১৮)	مَرَحًا ٱلْأَرْضِ فِى تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ وَلَا	ঘৃণায় মুখ ফিরানো	صَعَّرَ
(কেয়ামতের দিন) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; তখন যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আসমান ও জমিনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। (৩৯:৬৮)	مَن إِلَّا ٱلْأَرْضِ فِى وَمَن ٱلسَّمَٰوَٰتِ فِى مَن فَصَعِقَ ٱلصُّورِ فِى وَنُفِخَ ٱللَّهُ شَآءَ	বেহুঁশ হওয়া	صَعِقَ
এভাবে তারা সেখানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। (৭:১১৯)	صَٰغِرِينَ وَٱنقَلَبُوا۟ هُنَالِكَ فَغُلِبُوا۟	হেয়, লাঞ্ছিত	صَاغِرٌ
যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে। (৬৬:৪)	قُلُوبُكُمَا صَغَتْ فَقَدْ ٱللَّهِ إِلَىٰ تَتُوبَآ إِن	ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া	صَغَى
আর কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব, তুমি (তাদের দোষত্রুটি) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। (১৫:৮৫)	ٱلْجَمِيلَ ٱلصَّفْحَ فَٱصْفَحِ لَءَاتِيَةٌ ٱلسَّاعَةَ وَإِنَّ	উপেক্ষা করা	صَفَحَ
সেদিন তুমি পাপীদেরকে একত্রে শিকল-পরানো অবস্থায় দেখতে পাবে। (১৪:৪৯)	ٱلْأَصْفَادِ فِى مُّقَرَّنِينَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُجْرِمِينَ وَتَرَى	শিকল, জিঞ্জির	أَصْفَادٌ (و) صَفَدٌ
যেন তা হলুদ উষ্ট্রীর পাল। (৭৭:৩৩)	صُفْرٌ جِمَٰلَتٌ كَأَنَّهُ	হলদে রং	صُفْرٌ (و) أَصْفَرُ مث صَفْرَاءُ
তারপর তিনি তাকে মসৃণ সমতলভূমি করে দিবেন। (২০:১০৬)	صَفْصَفًا قَاعًا فَيَذَرُهَا	সমতল ভূমি	صَفْصَفٌ (ج) صَفَاصِفُ
সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। (৭৮:৩৮)	صَفًّا وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلرُّوحُ يَقُومُ يَوْمَ	সারি, শ্রেণি, সারিবদ্ধ	صَفٌّ (ج) صُفُوفٌ
যখন তার সামনে সন্ধ্যাবেলায় উপস্থিত করা হল দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট ঘোড়াসমূহ। (৩৮:৩১)	ٱلْجِيَادُ ٱلصَّٰفِنَٰتُ بِٱلْعَشِىِّ عَلَيْهِ عُرِضَ إِذْ	অতি দ্রুতগামী অশ্ব	الصَّافِنَاتُ

তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান? (৪৩:১৬)	بِٱلْبَنِينَ وَأَصْفَىٰكُم بَنَاتٍ يَخْلُقُ مِمَّا ٱتَّخَذَ أَمِ	মনোনীত করা	أَصْفَى، اصْطَفَى
তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসল এবং নিজ মুখ চাপড়াল। (৫১:২৯)	وَجْهَهَا فَصَكَّتْ صَرَّةٍ فِى ٱمْرَأَتُهُۥ فَأَقْبَلَتِ	চপেটাঘাত করা	صَكَّتْ
অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শুলে চড়িয়েছে। (৪:১৫৭)	لَهُمْ شُبِّهَ وَلَٰكِن صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا	ক্রুশবিদ্ধ করা	صَلَبَ
স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। (১৩:২৩)	وَأَزْوَٰجِهِمْ ءَابَآئِهِمْ مِنْ صَلَحَ وَمَن يَدْخُلُونَهَا عَدْنٍ جَنَّٰتُ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۖ	সৎ হওয়া	صَلَحَ
অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ করে রেখে দেয়। (২:২৬৪)	صَلْدًا فَتَرَكَهُۥ وَابِلٌ فَأَصَابَهُۥ	মসৃণ পাথর	صَلْدٌ (ج) أَصْلَادٌ
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে। (৫৫:১৪)	كَٱلْفَخَّارِ صَلْصَٰلٍ مِن ٱلْإِنسَٰنَ خَلَقَ	শুকনা কদা মাটি	صَلْصَالٍ
সুতরাং সে বিশ্বাসও করেনি এবং সালাতও আদায় করেনি। (৭৫:৩১)	صَلَّىٰ وَلَا صَدَّقَ فَلَا	নামায পড়া, রহম করা	صَلَّى
তারপর নিশ্চয়ই আমি তাদের সম্বন্ধেও সম্যক অবগত যারা জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার অধিক যোগ্য। (১৯:৭০)	صِلِيًّا بِهَا أَوْلَىٰ هُمْ بِٱلَّذِينَ أَعْلَمُ لَنَحْنُ ثُمَّ	আগুনে প্রবেশ করা	صَلِيَ
তোমরা তাদেরকে ডাক অথবা তোমরা চুপ থাক, উভয়ই তোমাদের নিকট সমান। (৭:১৯৩)	صَٰمِتُونَ أَنتُمْ أَمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ عَلَيْكُمْ سَوَآءٌ	নীরব	صَامِتٌ
আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। (১১২:২)	ٱلصَّمَدُ ٱللَّهُ	অমুখাপেক্ষী	الصَّمَدُ
তবে বিধস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	وَمَسَٰجِدُ وَصَلَوَٰتٌ وَبِيَعٌ صَوَٰمِعُ لَّهُدِّمَتْ	গির্জা, চার্চ, খ্রিষ্টাশ্রম	صَوَامِعُ (و) صَوْمِعَةٌ
তারা ভেবেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, তাই তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। (৫:৭১)	وَصَمُّوا۟ فَعَمُوا۟ فِتْنَةٌ تَكُونَ أَلَّا وَحَسِبُوٓا۟	বধির হওয়া	صَمَّ
তারা যা করেছে তাতো কেবল যাদুকরের কলা-কৌশল।	سَٰحِرٍ كَيْدُ صَنَعُوا۟ إِنَّمَا	করা, গড়া	صَنَعَ

(২০:৬৯)			
আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, ‘তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ’? (৬:৭৪)	ءَالِهَةً أَصْنَامًا أَتَتَّخِذُ ءَازَرَ لِأَبِيهِ إِبْرَٰهِيمُ قَالَ وَإِذْ	মূর্তি	صَنَمٌ
পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং একাধিক মাথাবিশিষ্ট ও এক মাথাবিশিষ্ট খেজুরগাছ আছে যা একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। (১৩:৪)	وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ أَعْنَٰبٍ مِّنْ وَجَنَّٰتٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ قِطَعٌ ٱلْأَرْضِ وَفِى وَٰحِدٍ بِمَآءٍ يُسْقَىٰ صِنْوَانٍ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ	দুই শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ	صِنْوَانٌ (و) صِنْوٌ
আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। (৬৪:১১)	ٱللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا مُّصِيبَةٍ مِن أَصَابَ مَآ	পৌঁছা, আক্রান্ত করা	أَصَابَ
আর তোমার চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রেখো। (৩১:১৯)	صَوْتِكَ مِن وَٱغْضُضْ مَشْيِكَ فِى وَٱقْصِدْ	স্বর, শব্দ	صَوْتٌ (ج) أَصْوَاتٌ
তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও। তারপর সেগুলোকে তোমার প্রতি পোষ মানাও’। (২:২৬০)	إِلَيْكَ فَصُرْهُنَّ ٱلطَّيْرِ مِّنَ أَرْبَعَةً فَخُذْ قَالَ	পোষ মানানো	صَارَ
তারা বলল, ‘আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে এটি এনে দিতে পারবে সে এক উট বোঝাই সামগ্রী পাবে’। (১২:৭২)	بَعِيرٍ حِمْلُ بِهِۦ جَآءَ وَلِمَن ٱلْمَلِكِ صُوَاعَ نَفْقِدُ قَالُوا	পেয়ালা, গ্লাস	صُوَاعٌ (ج) صِيعَانٌ
তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। (১৬:৮০)	حِينٍ إِلَىٰ وَمَتَٰعًا أَثَٰثًا وَأَشْعَارِهَآ وَأَوْبَارِهَآ أَصْوَافِهَا وَمِنْ	পশম, লোম	أَصْوَافٌ (و) صُوفٌ
এবং তোমরা যদি বুঝে থাক তাহলে সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (২:১৮৪)	تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ تَصُومُوا وَأَن	রোযা রাখা	صَامَ
ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। (২২:২০)	وَٱلْجُلُودُ بُطُونِهِمْ فِى مَا بِهِۦ يُصْهَرُ	গলানো, দগ্ধ করা	صَهَرَ
ওটা ছিল শুধুমাত্র এক মহাগর্জন। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (৩৬:২৯)	خَٰمِدُونَ هُمْ فَإِذَا وَٰحِدَةً صَيْحَةً إِلَّا كَانَتْ إِن	মহাগর্জন	صَيْحَةٌ

اصْطَادَ	শিকার করা	فَٱصْطَادُواْ حَلَلْتُمْ وَإِذَا	আর যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। (৫:২)
صَارَ	হওয়া, ফিরে যাওয়া	أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ	জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে ফিরে যাবে। (৪২:৫৩)
صَيَاصِي (و) صِيصَةٌ	দুর্গসমূহ, কেল্লা	وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ	আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের সহযোগিতা করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে দিলেন তাদের দুর্গসমূহ থেকে। (৩৩:২৬)
صَيْفٌ (ج) صُيُوفٌ، أَصْيَافٌ	গ্রীষ্মকাল	إِلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ	অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬:২)

ضاد

ضَأْنٌ (و) ضَائِنُ	ভেড়া	ٱثْنَيْنِ ٱلْمَعْزِ وَمِنَ ٱثْنَيْنِ ٱلضَّأْنِ مِّنَ أَزْوَٰجٍ ثَمَٰنِيَةَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন আট প্রকারের জোড়া। ভেড়া থেকে দুটি, ছাগল থেকে দুটি। (৬:১৪৩)
ضَبْحٌ	চালানো, হাঁকানো	ضَبْحًا وَٱلْعَٰدِيَٰتِ	শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজীর। (১০০:১)
مَضَاجِعُ (و) مَضْجَعٌ	বিছানা, শয্যা	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا	তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। (৩২:১৬)
ضَحِكَ	হাসা	فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا	অতএব তারা অল্প হাসুক, আর বেশি কাঁদুক। (৯:৮২)
ضَحِيَ	রোদ পোহানো	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ	সেখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না, রোদেও পুড়বে না। (২০:১১৯)
ضِدٌّ (ج) أَضْدَادٌ	বিপক্ষ	ضِدًّا عَلَيْهِمْ وَيَكُونُونَ بِعِبَادَتِهِمْ سَيَكْفُرُونَ كَلَّا ۚ	কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (১৯:৮২)
ضَرَبَ	মারা	ٱلْحَجَرَ بِّعَصَاكَ ٱضْرِب فَقُلْنَا	তখন আমি বললাম, ‘তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর’। (২:৬০)

সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। (২২:১৩)	نَّفْعِهِ مِن أَقْرَبُ ضَرُّهُۥٓ لَمَن يَدْعُوا۟	ক্ষতি করা	ضَرَّ
অতঃপর তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? বরং তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেলো। (৬:৪৩)	قُلُوبُهُمْ قَسَتْ وَلَٰكِن تَضَرَّعُوا۟ بَأْسُنَا جَآءَهُم إِذْ فَلَوْلَآ	মিনতি করা, আরতি করা	تَضَرَّعَ
অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই কতই না দুর্বল! (২২:৭৩)	وَٱلْمَطْلُوبُ ٱلطَّالِبُ ضَعُفَ	দুর্বল হওয়া	ضَعُفَ
কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন। (৫৭:১১)	فَيُضَٰعِفَهُۥ حَسَنًا قَرْضًا ٱللَّهَ يُقْرِضُ ٱلَّذِى ذَا مَّن	দ্বিগুণ দেওয়া	ضَاعَفَ
তারা বলল, ‘এগুলো এলোমেলো স্বপ্ন’। (১২:৪৪)	أَحْلَٰمٍ أَضْغَٰثُ قَالُوٓا۟	বিক্ষিপ্ত	ضِغْثٌ (ج) أَضْغَاثٌ
যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? (৪৭:২৯)	أَضْغَٰنَهُمْ ٱللَّهُ يُخْرِجَ لَّن أَن مَّرَضٌ قُلُوبِهِم فِى ٱلَّذِينَ حَسِبَ أَمْ	হিংসা, ঘৃণা, অনিচ্ছা	أَضْغَانٌ (و) ضِغْنٌ
অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্তের বিপদ পাঠিয়েছিলাম। (৭:১৩৩)	وَٱلدَّمَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلْجَرَادَ ٱلطُّوفَانَ عَلَيْهِمُ فَأَرْسَلْنَا	ব্যাং	ضَفَادِعُ (و) ضِفْدِعٌ
তোমরা যদি সঠিক পথে চল তাহলে বিপথগামীরা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। (৫:১০৫)	ٱهْتَدَيْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَّن يَضُرُّكُم لَا	পথচ্যুত হওয়া	ضَلَّ
আর মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করো; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও প্রতিটি দুর্বল উটের পিঠে চড়ে। (২২:২৭)	ضَامِرٍ كُلِّ وَعَلَىٰ رِجَالًا يَأْتُوكَ بِٱلْحَجِّ ٱلنَّاسِ فِى وَأَذِّن	দুর্বল উট	ضَامِرٌ (ج) ضَوَامِرُ
আর তোমার হাত তোমার বগলের সাথে মিলাও, তাহলে তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনরূপ ত্রুটি ছাড়া। (২০:২২)	سُوٓءٍ غَيْرِ مِنْ بَيْضَآءَ تَخْرُجْ جَنَاحِكَ إِلَىٰ يَدَكَ وَٱضْمُمْ	মিলানো	ضَمَّ
আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ। (২০:১২৪)	وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا	সংকীর্ণ	ضَنْكٌ
আর সে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশে কৃপণ নয়। (৮১:২৪)	وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ	কৃপণ	ضَنِينٌ

أَضَاءَ	আলোকিত করা	يَكَادُ ٱلۡبَرۡقُ يَخۡطَفُ أَبۡصَٰرَهُمۡۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ	বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে। (২:২০)
ضَاهَأَ	অনুকরণ করা	يُضَٰهِـُٔونَ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ	তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছে। (৯:৩০)
ضَيۡرٌ	অসুবিধা	قَالُواْ لَا ضَيۡرَۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ	তারা বলল, ‘কোন ক্ষতি নেই তাতে। অবশ্যই আমরা তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যাব।’ (২৬:৫০)
ضِيزَىٰ	অন্যায়	تِلۡكَ إِذٗا قِسۡمَةٞ ضِيزَىٰٓ	এটাতো তাহলে এক অসঙ্গত বণ্টন! (৫৩:২২)
أَضَاعَ (و) ضَيۡعٌ	নষ্ট করা	فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ	তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। (১৯:৫৯)
ضَيَّفَ	আপ্যায়ন করা	يُضَيِّفُوهُمَا أَن فَأَبَوۡاْ أَهۡلَهَا ٱسۡتَطۡعَمَآ قَرۡيَةٍ أَهۡلَ أَتَيَآ إِذَآ	যখন তারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল তখন তাদের কাছে কিছু খাবার চাইল; কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। (১৮:৭৭)
ضَاقَ	সংকীর্ণ হওয়া	ذَرۡعًا بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ سِيٓءَ لُوطٗا رُسُلُنَا جَآءَتۡ أَن وَلَمَّآ	যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে এলো, তখন তাদের কারণে সে বিষন্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। (২৯:৩৩)

طاء

طَبَعَ	সিল মারা	بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا بِكُفۡرِهِمۡ	বরং তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন। (৪:১৫৫)
طَبَقٌ (ج) طِبَاقٌ	স্তর	لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ	অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে। (৮৪:১৯)
طَحَا	বিস্তৃত করা	وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا	কসম যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। (৯১:৬)
طَرَحَ	নিক্ষেপ করা	ٱقۡتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطۡرَحُوهُ أَرۡضٗا يَخۡلُ لَكُمۡ وَجۡهُ أَبِيكُمۡ وَتَكُونُواْ	তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেল কিংবা তাকে কোন ভূমিতে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি

তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হবে, তার পর তোমরা (তাওবাহ করে) ভাল লোক হয়ে যাবে। (১২:৯)	مِنۢ بَعۡدِهِۦ قَوۡمٗا صَٰلِحِينَ		
‘হে আমার কওম, যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাকে সাহায্য করবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না’? (১১:৩০)	وَيَٰقَوۡمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ	তাড়িয়ে দেওয়া	طَرَدَ
তারা মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি নিজদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (১৪:৪৩)	مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهِمۡ طَرۡفُهُمۡ وَأَفۡـِٔدَتُهُمۡ هَوَآءٞ	দৃষ্টি	طَرۡفٌ
কসম আসমানের ও রাতে আগমনকারীর। (৮৬:১)	وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ	সান্ধ্যতারা	طَارِقٌ
অতঃপর সজোরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও। (২০:৭৭)	فَٱضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيقٗا فِي ٱلۡبَحۡرِ يَبَسٗا	পথ	طَرِيقٌ (ج) طَرَائِقُ
আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্ত খেতে পার। (১৬:১৪)	وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا	টাটকা	طَرِيٌّ
অতঃপর তোমাদের খাওয়া হলে তোমরা চলে যাও এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। (৩৩:৫৩)	فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ	আহার করা	طَعِمَ
আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। (৯:১২)	وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ	নিন্দা করা	طَعَنَ
‘ফির‘আউনের কাছে যাও; নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে’। (২০:২৪)	ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ	অবাধ্য হওয়া	طَغَى
যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (৫:৬৪)	كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارٗا لِّلۡحَرۡبِ أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُ	নিভানো	أَطۡفَأَ
বহু দুর্ভোগ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়। (৮৩:১)	وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ	মাপে কমদাতা	مُطَفِّفٌ
(অনন্তর সে বলল,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে	رُدُّوهَا عَلَيَّۖ فَطَفِقَ مَسۡحَۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلۡأَعۡنَاقِ	করতে লাগা, শুরু করা	طَفِقَ

লাগল। (৩৮:৩৩)			
অতঃপর তোমাদেরকে বের করে আনি শিশুরূপে, অতঃপর (লালন পালন) করি যাতে তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তির বয়সে পৌঁছতে পার। (২২:৫)	ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ	শিশু	طِفْلٌ (ج) أَطْفَالٌ
তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। (৭:৫৪)	يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا	অনুসন্ধান করা	طَلَبَ
আর কাঁদিপূর্ণ কলাগাছের নিচে। (৫৬:২৯)	وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ	কলা, কলার কাঁদি	طَلْحٌ (و) طَلْحَةٌ
আর তুমি দেখতে পেতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে (১৮:১৭)	وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ	উদিত হওয়া	طَلَعَ
আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। (৩:১৭৯)	وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ	অবগত করা, জানানো	أَطْلَعَ
অতএব যদি সে তাকে তালাক দেয় তাহলে সে পুরুষের জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন একজন স্বামী সে গ্রহণ না করে। (২:২৩০)	فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ	তালাক দেওয়া	طَلَّقَ
আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। (২:২৬৫)	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ	অল্প বৃষ্টি	طَلٌّ (ج) طِلَالٌ
যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন। (৫৫:৭৪)	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া, সহবাস করা	طَمَثَ
যখন নক্ষত্ররাজির আলো বিলুপ্ত হবে। (৭৭:৮)	فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ	নিশ্চিহ্ন করা	طَمَسَ
এসবের পরেও সে আকাংখা করে যে, আমি আরো বাড়িয়ে দেই। (৭৪:১৫)	ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ	প্রত্যাশা করা	طَمِعَ
অতঃপর যখন মহাপ্রলয় আসবে। (৭৯:৩৪)	فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ	সর্বগ্রাসী, মহাপ্রলয়	طَامَّةٌ
আর যখন ইবরাহীম বলল ‘হে, আমার রব, আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি	وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ	আশ্বস্ত হওয়া	اطْمَأَنَّ

বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি'? সে বলল, 'অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়'। (২:২৬০)	وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ		
অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়সদৃশ হয়ে গেল। (২৬:৬৩)	فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ	পর্বত	طَوْدٌ (ج) أَطْوَادٌ
কসম তূর পর্বতের (৫২:১)	وَٱلطُّورِ	তুর পর্বত	الطُّورُ
অথচ তিনি তোমাদেরকে নানা স্তরে সৃষ্টি করেছেন'। (৭১:১৪)	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا	বৈচিত্র্যময়, রকমারি	أَطْوَارٌ (و) طِوْرٌ
সুতরাং তার নফস তাকে বশ করল তার ভাইকে হত্যা করতে। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৫:৩০)	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ	উদ্বুদ্ধ করা	طَوَّعَ
স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে। (৪৩:৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ	প্রদক্ষিণ করা	طَافَ
যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। (৩:১৮০)	سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ	গলায় শিকল বাঁধা	طَوَّقَ
বরং আমিই তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপভোগ করতে দিয়েছিলাম; উপরন্তু তাদের হায়াতও দীর্ঘ হয়েছিল। (২১:৪৪)	بَلْ مَتَّعْنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ	দীর্ঘায়িত হওয়া	طَالَ
সে দিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলীল-পত্রাদি। (২১:১০৪)	يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ	ভাঁজ করা	طَوَى
এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। (২:২২২)	وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ	পবিত্র হওয়া	طَهُرَ
আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ	সুখকর হওয়া, সুখপ্রদ হওয়া	طَابَ

কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। (৪:৩)			
তাদেরকে পবিত্র বাণীর দিকে পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে মহা প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছিল। (২২:২৪)	وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ	পবিত্র, ভোগ্য বস্তু	طَيِّبٌ (ج) طَيِّبون (مث) طَيِّبَة (ج) طَيِّبَاتٌ
আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। (৬:৩৮)	وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ	উড়া	طَارَ
যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৩২:৭)	ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ	কাদা মাটি, পঙ্ক, কর্দম, পঙ্কজ	طِينٌ

ظاء

তিনি পশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন গৃহের ব্যবস্থা করেছেন যা তোমরা হালকাবোধ কর তোমাদের ভ্রমণকালে কিংবা অবস্থানকালে। (১৬:৮০)	وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ	ভ্রমণ	ظَعْنٌ
আর তিনিই মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরায়ে রেখেছেন। (৪৮:২৪)	وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ	জয় করা	أَظْفَرَ
আর ইয়াহূদীদের উপর আমি নখবিশিষ্ট সব জন্তু হারাম করেছিলাম। (৬:১৪৬)	وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ	নখ, অস্ত্র	ظُفُرٌ (ج) أَظْفَارٌ
আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। (১৬:৫৮)	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ	হওয়া	ظَلَّ
আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিলাম এবং	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ	ছায়া দান করা	ظَلَّلَ

তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম ‘মান্না’* ও ‘সালওয়া’**। (২:৫৭)			
নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। (৪:৪০)	إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ	যুলুম করা	ظَلَمَ
‘আর সেখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না এবং রৌদ্রদগ্ধও হবে না’। (২০:১১৯)	وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ	তৃষ্ণার্ত হওয়া	ظَمَأٌ
তাহলে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমরা কী ধারণা পোষণ কর? (৩৭:৮৭)	فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ	ধারণা করা	ظَنَّ
তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (৭২:২৬)	عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا	প্রকাশিত হওয়া	ظَهَرَ

عين

বল, ‘যদি তোমরা না-ই ডাক তাহলে আমার রব তোমাদের কোন পরওয়া করেন না। তারপর তোমরা অস্বীকার করেছ। (২৫:৭৭)	كَذَّبۡتُمۡ فَقَدۡ دُعَآؤُكُمۡ لَوۡلَا رَبِّي بِكُمۡ يَعۡبَؤُاْ مَا قُلۡ	পরোয়া করা	عَبَأَ
তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ? (২৬:১২৮)	تَعۡبَثُونَ ءَايَةٖ رِيعِۭ بِكُلِّ أَتَبۡنُونَ	অনর্থ করা	عَبَثَ
শিশুটি বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন’। (১৯:১৩০)	نَبِيًّا وَجَعَلَنِي ٱلۡكِتَٰبَ ءَاتَىٰنِيَ ٱللَّهِ عَبۡدُ إِنِّي قَالَ	দাসত্ব করা	عَبَدَ
ওহে সভাষদগণ! আমার কাছে তোমরা আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কর যদি তোমরা ব্যাখ্যা করতে পার।’ (১২:৪৩)	تَعۡبُرُونَ لِلرُّءۡيَا كُنتُمۡ إِن رُءۡيَيَ فِي أَفۡتُونِي ٱلۡمَلَأُ أَيُّهَا يَٰٓ	তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া	عَبَرَ
তারপর ভ্রু কুঁচকালো আর মুখ বাঁকালো। (৭৪:২২)	وَبَسَرَ عَبَسَ ثُمَّ	ভ্রুকুটি করা	عَبَسَ
তারা হেলান দিবে সবুজ তাকীয়াহ্ আর সুন্দর সুসজ্জিত গালিচার উপরে। (৫৫:৭৬)	حِسَانٖ وَعَبۡقَرِيٍّ خُضۡرٖ رَفۡرَفٖ عَلَىٰ مُتَّكِـِٔينَ	রেশমী কোল বালিশ	عَبۡقَرِيٌّ

তারপর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (ওযর পেশের) অনুমতি দেয়া হবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদেরকে বলা হবে না। (১৬:৮৪)	يُسْتَعْتَبُونَ هُمْ وَلَا كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ يُؤْذَنُ لَا ثُمَّ	ওজরখাহি করা	اسْتَعْتَبَ
নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। (১৮:২৯)	سُرَادِقُهَا بِهِمْ أَحَاطَ نَارًا لِلظَّٰلِمِينَ أَعْتَدْنَا إِنَّآ	প্রস্তুত করা	أَعْتَدَ
অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানৎ পূর্ণ করে আর প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। (২২:২৯)	ٱلْعَتِيقِ بِٱلْبَيْتِ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ تَفَثَهُمْ لْيَقْضُوا۟ ثُمَّ	প্রাচীন	عَتِيقٌ
(বলা হবে) ওকে ধর, আর ওকে টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের আগুনের মাঝখানে। (৪৪:৪৭)	ٱلْجَحِيمِ سَوَآءِ إِلَىٰ فَٱعْتِلُوهُ خُذُوهُ	নিপতিত করা	عَتَلَ
তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে আর তারা মেতে উঠেছে গুরুতর অবাধ্যতায়। (২৫:২১)	كَبِيرًا عُتُوًّا وَعَتَوْ أَنفُسِهِمْ فِىٓ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَقَدِ	বাড়াবাড়ি করা	عَتَى
কিন্তু যদি জানা যায় যে, তারা পাপে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাদের স্বার্থহানী ঘটেছে- অন্য দু'ব্যক্তি প্রথমোক্ত দু'জনের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৫:১০৭)	مِنَ مَقَامَهُمَا يَقُومَانِ فَئَاخَرَانِ إِثْمًا ٱسْتَحَقَّآ أَنَّهُمَا عَلَىٰٓ عُثِرَ فَإِنْ ٱلْأَوْلَيَٰنِ عَلَيْهِمُ ٱسْتَحَقَّ ٱلَّذِينَ	অবহিত করা	عَثَرَ
তোমরা আল্লাহর রিযক থেকে আহার কর ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না। (২:৬০)	مُفْسِدِينَ ٱلْأَرْضِ فِى تَعْثَوْا۟ وَلَا ٱللَّهِ رِّزْقِ مِن وَٱشْرَبُوا۟ كُلُوا۟	গোলযোগ সৃষ্টি করা	عَثَى
তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ যে, তোমাদেরই মধ্যে একজন লোকের উপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উপদেশ এসেছে তোমাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে। (৭:৬৯)	مِّنكُمْ رَجُلٍ عَلَىٰ رَّبِّكُمْ مِّن ذِكْرٌ جَآءَكُمْ أَن أَوَعَجِبْتُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ	অবাক হওয়া	عَجِبَ
সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম	قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ	অক্ষম হওয়া	عَجَزَ

হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব'। ফলে সে লজ্জিত হল। (৫:৩১)	أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ		
আর বাদশাহ বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখছি, সাতটি মোটা তাজা গাভী, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। (১২:৪৩)	وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ	শীর্ণকায়, দুর্বল	عِجَافٌ (و) عَجْفَاءُ
মূসা বলল, 'এই তো তারা আমার পিছনে। হে আমার রব, আমি তাড়াতাড়ি করে আপনার নিকট এসেছি, যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন'। (২০:৮৪)	لِتَرْضَىٰ رَبِّ إِلَيْكَ وَعَجِلْتُ أَثَرِى عَلَىٰٓ أُوْلَآءِ هُمْ قَالَ	তাড়াহুড়া করা	عَجِلَ
আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আযাব ত্বরান্বিত করতেন (১৮:৫৮)	لَهُمُ لَعَجَّلَ كَسَبُوا۟ بِمَا يُؤَاخِذُهُم لَوْ ٱلرَّحْمَةِ ذُو ٱلْغَفُورُ وَرَبُّكَ ٱلْعَذَابَ	তাড়াতাড়ি দেওয়া	عَجَّلَ
আর আমি যদি এটাকে কোন অনারবের প্রতি নাযিল করতাম। (২৬:১৯৮)	ٱلْأَعْجَمِينَ بَعْضِ عَلَىٰ نَزَّلْنَٰهُ وَلَوْ	অনারবি মানুষ	الأَعْجَمُ
তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন। (১৯:৯৪)	عَدًّا وَعَدَّهُمْ أَحْصَىٰهُمْ لَّقَدْ	গোনা	عَدَّ
স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কক্ষনো ধৈর্য ধারণ করব না, কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দু'আ কর, তিনি যেন ভূমি হতে উৎপাদিত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। (২:৬১)	يُخْرِجْ رَبَّكَ لَنَا فَٱدْعُ وَٰحِدٍ طَعَامٍ عَلَىٰ نَّصْبِرَ لَن يَٰمُوسَىٰ قُلْتُمْ وَإِذْ وَعَدَسِهَا وَفُومِهَا وَقِثَّآئِهَا بَقْلِهَا مِنۢ ٱلْأَرْضُ تُنۢبِتُ مِمَّا لَنَا وَبَصَلِهَا	ডাল	عَدَسٌ
আর যদি সে সব ধরণের মুক্তিপণও দেয়, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। (৬:৭০)	مِنْهَآ يُؤْخَذْ لَّا عَدْلٍ كُلَّ تَعْدِلْ وَإِن	সুবিচার করা	عَدَلَ
তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। (৯:৭২)	عَدْنٍ جَنَّٰتِ فِى طَيِّبَةً وَمَسَٰكِنَ فِيهَا خَٰلِدِينَ	বাসযোগ্য	عَدْنٌ

অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ। (২:৮৫)	مِّن مِّنكُم فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ هَٰٓؤُلَآءِ أَنتُمْ ثُمَّ أُسَٰرَىٰ يَأْتُوكُمْ وَإِن وَٱلْعُدْوَٰنِ بِٱلْإِثْمِ عَلَيْهِم تَظَٰهَرُونَ دِيَٰرِهِمْ إِخْرَاجُهُمْ عَلَيْكُمْ مُحَرَّمٌ وَهُوَ تُفَٰدُوهُمْ	সীমালঙ্ঘন করা	عَدَا
অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আযাব দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (২:২৮৪)	قَدِير شَىْءٍ كُلِّ عَلَىٰ وَٱللَّهُ يَشَآءُ مَن وَيُعَذِّبُ يَشَآءُ لِمَن فَيَغْفِرُ	আযাব দেওয়া	عَذَّبَ
তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। (৯:৬৬)	إِيمَٰنِكُمْ بَعْدَ كَفَرْتُم قَدْ تَعْتَذِرُوا۟ لَا	বাহানা প্রকাশ করা	اعْتَذَرَ
স্বামী ভক্তা, অনুরক্তা আর সমবয়স্কা। (৫৬:৩৭)	أَتْرَابًا عُرُبًا	স্বামীভক্ত, কামিনী	عُرُبٌ (و) عَرُوْبٌ
নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১২:২)	تَعْقِلُونَ لَّعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا قُرْءَٰنًا أَنزَلْنَٰهُ إِنَّآ	আরবি, আরবীয়	عَرَبِيٌّ
বেদুঈনরা কুফর ও কপটতায় কঠিনতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানার অধিক উপযোগী। (৯:৯৭)	أَنزَلَ مَآ حُدُودَ يَعْلَمُوٓا۟ أَلَّا وَأَجْدَرُ وَنِفَاقًا كُفْرًا أَشَدُّ ٱلْأَعْرَابُ رَسُولِهِۦ عَلَىٰ ٱللَّهُ	আরব বেদুইন, গ্রাম্য	أَعْرَابٌ (و) أَعْرَابِيٌّ
ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৭০:৪)	أَلْفَ خَمْسِينَ مِقْدَارُهُۥ كَانَ يَوْمٍ فِىٓ إِلَيْهِ وَٱلرُّوحُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَعْرُجُ سَنَةٍ	আরোহণ করা, চড়া	عَرَجَ
অন্ধের জন্য কোন দোষ নেই, পঙ্গুর জন্য কোন দোষ নেই, (২৪:৬১)	حَرَجٌ ٱلْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ ٱلْأَعْمَىٰ عَلَى لَّيْسَ	খোঁড়া, লেংড়া	أَعْرَجُ
আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। (৩৬:৩৯)	ٱلْقَدِيمِ كَٱلْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّىٰ مَنَازِلَ قَدَّرْنَٰهُ وَٱلْقَمَرَ	খেজুরের শুষ্ক ডাল	عُرْجُونٌ (ج) عَرَاجِيْنُ

যদি মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করবে, ফলে তাদের কারণে তোমরা দোষী হতে কিন্তু আমি তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছি যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। (৪৮:২৫)	تَطَئُوهُمْ أَن تَعْلَمُوهُمْ لَمْ مُّؤْمِنٰتٌ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنُونَ رِجَالٌ وَلَوْلَا رَحْمَتِهِۦ فِى ٱللَّهُ لِّيُدْخِلَ عِلْمٍ بِغَيْرِ مَّعَرَّةٌ مِّنْهُم فَتُصِيبَكُم	অভাব, দুর্যোগ	مَعَرَّةٌ
আর ধ্বংস করে দিলাম যা কিছু তৈরি করেছিল ফির'আউন ও তার কওম এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল। (৭:১৩৭)	يَعْرِشُونَ كَانُوا وَمَا وَقَوْمُهُۥ فِرْعَوْنُ يَصْنَعُ كَانَ مَا وَدَمَّرْنَا	মাচা তৈরি করা	عَرَشَ
এবং আমি সেদিন কাফিরদের জন্য জাহান্নামকে সরাসরি উপস্থিত করব। (১৮:১০০)	عَرْضًا لِّلْكَٰفِرِينَ يَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ وَعَرَضْنَا	উপস্থাপন করা, প্রদর্শন করা	عَرَضَ
আর তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হলে যারা কুফরী করে তাদের মুখমন্ডলে তুমি অসন্তোষ লক্ষ্য করবে। (২২:৭২)	كَفَرُوا ٱلَّذِينَ وُجُوهِ فِى تَعْرِفُ بَيِّنٰتٍ ءَايٰتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلَىٰ وَإِذَا ٱلْمُنكَرَ	চিনা, জানা	عَرَفَ
'আমরা তো কেবল বলছি যে, 'আমাদের কোন কোন উপাস্য তোমাকে অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত করেছে'। (১১:৫৪)	بِسُوٓءٍ ءَالِهَتِنَا بَعْضُ ٱعْتَرٰىكَ إِلَّا نَّقُولُ إِن	আঘাত দেওয়া	اعْتَرَى
'নিশ্চয় তোমার জন্য এ ব্যবস্থা যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও হবে না এবং বস্ত্রহীনও হবে না'। (২০:১১৮)	تَعْرَىٰ وَلَا فِيهَا تَجُوعَ أَلَّا لَكَ إِنَّ	বিবস্ত্র হওয়া	عَرِيَ
তোমার রব থেকে গোপন থাকে না যমীনের বা আসমানের অণু পরিমাণ কিছুই (১০:৬১)	ٱلسَّمَآءِ فِى وَلَا ٱلْأَرْضِ فِى ذَرَّةٍ مِّثْقَالِ مِن رَّبِّكَ عَن يَعْزُبُ وَمَا	অগোচরে যাওয়া	عَزَبَ
সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। (৭:১৫৭)	أُنزِلَ ٱلَّذِىٓ ٱلنُّورَ وَٱتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِۦ ءَامَنُوا فَٱلَّذِينَ ٱلْمُفْلِحُونَ هُمُ أُو۟لَٰٓئِكَ مَعَهُۥٓ	সম্মান প্রদর্শন করা	عَزَّرَ
'নিশ্চয় এ আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি ভেড়ী আছে, আর আমার আছে মাত্র একটা ভেড়ী। তবুও সে বলে, 'এ ভেড়ীটিও আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দাও', আর তর্কে সে	فَقَالَ وٰحِدَةٌ نَعْجَةٌ وَلِىَ نَعْجَةً وَتِسْعُونَ تِسْعٌ لَهُۥٓ أَخِى هٰذَآ إِنَّ ٱلْخِطَابِ فِى وَعَزَّنِى أَكْفِلْنِيهَا	বল প্রয়োগ করা	عَزَّ

আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে’। (৩৮:২৩)			
যাকে তুমি সরিয়ে রেখেছ তাকে যদি কামনা কর তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই। (৩৩:৫১)	عَلَيْكَ جُنَاحَ فَلَا عَزَلْتَ مِمَّنْ ٱبْتَغَيْتَ وَمَنِ	পৃথক করে দেওয়া	عَزَلَ
অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করত, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। (৪৭:২১)	لَّهُمْ خَيْرًا لَكَانَ ٱللَّهَ صَدَقُوا۟ فَلَوْ ٱلْأَمْرُ عَزَمَ فَإِذَا	মনস্থ করা	عَزَمَ
ডান দিক আর বাম দিক থেকে দলে দলে। (৭০:৩৭)	عِزِينَ ٱلشِّمَالِ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ عَنِ	দলেদলে, সারিবদ্ধ	عِزِينَ (و) عِزَةٌ
আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোন নারী দুধপান করাবে। (৬৫:৬)	أُخْرَىٰ لَهُۥ فَسَتُرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِن	পরস্পরে জিদ ধরা	تَعَاسَرَ
আর কসম রাতের, যখন তা বিদায় নেয়। (৮১:১৭)	عَسْعَسَ إِذَا وَٱلَّيْلِ	অন্ধকার বিস্তার করা	عَسْعَسَ
তাতে আছে নির্মল পানির ঝর্ণা, আর আছে দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু মদের নদী আর পরিশোধিত মধুর নদী। (৪৭:১৫)	طَعْمُهُۥ يَتَغَيَّرْ لَّمْ لَّبَنٍ مِّن وَأَنْهَٰرٌ ءَاسِنٍ غَيْرِ مَّآءٍ مِّن أَنْهَٰرٌ فِيهَآ مُّصَفًّى عَسَلٍ مِّنْ وَأَنْهَٰرٌ لِّلشَّٰرِبِينَ لَّذَّةٍ خَمْرٍ مِّنْ وَأَنْهَٰرٌ	মধু	عَسَلٌ (ج) عُسُولٌ
এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (২:২১৬)	لَّكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْـًٔا تَكْرَهُوا۟ أَن وَعَسَىٰٓ	উপক্রম হওয়া, শীঘ্র	عَسَى
আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। (৪:১৯)	بِٱلْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ	ঘনিষ্ঠ হওয়া	عَاشَرَ
আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। (৪৩:৩৬)	قَرِينٌ لَهُۥ فَهُوَ شَيْطَٰنًا لَهُۥ نُقَيِّضْ ٱلرَّحْمَٰنِ ذِكْرِ عَن يَعْشُ وَمَن	রাতকানা হওয়া	عَشَا
যখন তারা বলেছিল, ‘নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একই দল। (১২:৮)	إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ	দল, সংঘ, জামা’আত	عُصْبَةٌ (ج) عُصَبٌ
আর যখন লূতের কাছে আমার ফেরেশতা আসল, তখন	هَٰذَا وَقَالَ ذَرْعًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ سِىٓءَ لُوطًا رُسُلُنَا جَآءَتْ وَلَمَّا	সংকটপূর্ণ	عَصِيبٌ (ج) عُصُبٌ

তাদের (আগমনের) কারণে তার অস্বস্তিবোধ হল এবং তার অন্তর খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর সে বলল, ‘এ তো কঠিন দিন’। (১১:৭৭)	عَصِيبٌ يَوْمٌ		
আর কারাগারে তার সাথে প্রবেশ করল দু’জন যুবক। তাদের একজন বলল, ‘আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি’। (১২:৩৬)	خَمْرًا أَعْصِرُ أَرَىٰنِيٓ إِنِّيٓ أَحَدُهُمَآ قَالَ فَتَيَانِ ٱلسِّجْنَ مَعَهُ وَدَخَلَ	রস নিংড়ানো, চিপা	عَصَرَ
আর প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত ঝঞ্ঝার। (৭৭:২)	عَصْفًا فَٱلْعَٰصِفَٰتِ	শস্যের খোসা, ঝঞ্ঝাবায়ু	عَصْفٌ (ج) عُصُوْفٌ
আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। (৫:৬৭)	ٱلنَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ وَٱللَّهُ	রক্ষা করা	عَصَمَ
অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ‘ফির‘আউনের মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হব।’ (২৬:৪৪)	لَنَحْنُ إِنَّا فِرْعَوْنَ بِعِزَّةِ وَقَالُوا۟ وَعِصِيَّهُمْ حِبَالَهُمْ فَأَلْقَوْا۟ ٱلْغَٰلِبُونَ	লাঠি	عَصَا (ج) عِصِيٌّ
এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল। (২০:১২১)	فَغَوَىٰ رَبَّهُۥ ءَادَمُ وَعَصَىٰٓ	পাপ করা	عَصَى
আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ করিনি। (১৮:৫১)	عَضُدًا ٱلْمُضِلِّينَ مُتَّخِذَ كُنتُ وَمَا	বাহু, শক্তি, সাহায্যকারী	عَضُدٌ (ج) أَعْضَادٌ
আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তোমাদের উপর রাগে আঙ্গুল কামড়ায়। (৩:১১৯)	ٱلْغَيْظِ مِنَ ٱلْأَنَامِلَ عَلَيْكُمُ عَضُّوا۟ خَلَوْا۟ وَإِذَا	কামড়ানো, দাঁতে কাটা	عَضَّ
আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে। (২:২৩২)	أَزْوَٰجَهُنَّ يَنكِحْنَ أَن تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ	বাধা দেওয়া	عَضَلَ
যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছিল। (১৫:৯১)	عِضِينَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلُوا۟ ٱلَّذِينَ	টুকরা টুকরা, মিথ্যা	عِضِينَ (و) عِضَةٌ

সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (২২:৯)	وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ	পার্শ্ব, কাঁধ, গ্রীবা	عِطْفٌ (ج) أَعْطَافٌ
যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনিগুলোকে অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে। (৮১:৪)	وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ	অবকাশ দেওয়া	عَطَّلَ
আমি তোমাকে (হাওযে) কাওসার দান করেছি। (১০৮:১)	إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ	দেওয়া, অর্পণ করা	أَعْطَى
এটাই (হাজ্জ), যে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করবে, সেটা তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম। (২২:৩০)	ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ	সম্মান করা	عَظَّمَ
এক শক্তিধর জ্বিন বলল- ‘আপনি আপনার জায়গা থেকে উঠবার আগে আমি তা আপনার কাছে এনে দেব। (৩৭:৩৯)	قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ	দানব জিন	عِفْرِيتٌ
এবং তাড়াতাড়ি করে তাদের মাল খেয়ে ফেলো না। আর যে অভাবমুক্ত, সে যেন নিবৃত্ত থাকে। (৪:৬)	وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ	পবিত্র থাকা	اسْتَعَفَّ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, অতি সহনশীল। (৩:১৫৫)	إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ	ক্ষমা করা	عَفَا
তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; অতঃপর যখন সে ওটাকে ছুটাছুটি করতে দেখল যেন ওটা একটা সাপ, তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও দেখল না। (২৭:১০)	وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ	পিছন ফেরা	عَقَّبَ
কিন্তু যদি স্ত্রীরা দাবী মাফ করে দেয় কিংবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন আছে সে মাফ করে দেয়, বস্তুতঃ ক্ষমা করাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (২:২৩৭)	إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ	মজবুত করা, বাঁধা	عَقَدَ
কিন্তু তারা উষ্ট্রীটির পাগুলো কেটে ফেলল। তখন সে	تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَعَقَرُوهَا	পা কেটে হত্যা করা	عَقَرَ

তাদেরকে বলল, তোমরা তোমাদের ঘরে তিনটি দিন জীবন উপভোগ করে নাও। (১১:৬৫)			
অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত ও বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত। (২:৭৫)	بَعْدِ مِنۢ يُحَرِّفُونَهُۥ ثُمَّ ٱللَّهِ كَلَٰمَ يَسْمَعُونَ مِّنْهُمْ فَرِيقٌ كَانَ وَقَدْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ عَقَلُوهُ مَا	বুঝতে পারা	عَقَلَ
যতক্ষণ না কিয়ামাত আসবে হঠাৎ ক'রে অথবা তাদের উপর শাস্তি এসে যাবে এক বন্ধ্যা দিনে (যা কাফিরদেরকে কোন সুফল দিবে না)। (২২:৫৫)	عَقِيمٍ يَوْمٍ عَذَابُ يَأْتِيَهُمْ أَوْ بَغْتَةً ٱلسَّاعَةُ تَأْتِيَهُمُ حَتَّىٰ	বন্ধ্যা, ধ্বংসকারী	عَقِيمٌ (ج) عِقَامٌ
বানী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা এমন এক জাতির নিকট এলো যারা ছিল প্রতিমা পূজারী। (৭:১৩৮)	أَصْنَامٍ عَلَىٰٓ يَعْكُفُونَ قَوْمٍ عَلَىٰ فَأَتَوْا ٱلْبَحْرَ إِسْرَٰٓءِيلَ بِبَنِىٓ وَجَٰوَزْنَا لَّهُم	অবস্থান করা	عَكَفَ
তারপর সে হল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুবিন্যস্ত করলেন। (৭৫:৩৮)	فَسَوَّىٰ فَخَلَقَ عَلَقَةً كَانَ ثُمَّ	ঝুলন্ত রক্তপিণ্ড	عَلَقَةٌ (ج) عَلَقٌ
আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত! (২:১০২)	يَعْلَمُونَ كَانُوا لَوْ أَنفُسَهُمْ بِهِۦٓ شَرَوْا مَا وَلَبِئْسَ	জানা, শিখা	عَلِمَ
আল্লাহ জানেন তোমরা যা গোপন কর আর যা তোমরা প্রকাশ কর। (১৬:১৯)	تُعْلِنُونَ وَمَا تُسِرُّونَ مَا يَعْلَمُ وَٱللَّهُ	ঘোষণা করা	أَعْلَنَ
আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম যে, তোমরা যমীনে দু'বার অবশ্যই ফাসাদ করবে এবং ঔদ্ধত্য দেখাবে মারাত্মকভাবে। (১৭:৪)	مَرَّتَيْنِ ٱلْأَرْضِ فِى لَتُفْسِدُنَّ ٱلْكِتَٰبِ فِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بَنِىٓ إِلَىٰ وَقَضَيْنَآ كَبِيرًا عُلُوًّا وَلَتَعْلُنَّ	বড়ত্ব প্রদর্শন করা	عَلاَ

কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৩:৫)	رَّحِيمًا غَفُورًا ٱللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ مَّا وَلَٰكِن	স্বেচ্ছায় করা	تَعَمَّدَ
আর তারা জমি চাষ করত এবং তারা এদের আবাদ করার চেয়েও বেশী আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। (৩০:৯)	رُسُلُهُم وَجَآءَتْهُمْ عَمَرُوهَا مِمَّآ أَكْثَرَ وَعَمَرُوهَآ ٱلْأَرْضَ وَأَثَارُواْ بِٱلْبَيِّنَٰتِ	আবাদ করা	عَمَرَ
আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে। (২২:২৭)	مِن يَأْتِينَ ضَامِرٍ كُلِّ وَعَلَىٰ رِجَالًا يَأْتُوكَ بِٱلْحَجِّ ٱلنَّاسِ فِى وَأَذِّن عَمِيقٍ فَجٍّ كُلِّ	দূর-দূরান্ত, দূরবর্তী	عَمِيقٌ (ج) عُمُقٌ
তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। (২৫:৭০)	ٱللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُوْلَٰٓئِكَ صَٰلِحًا عَمَلًا وَعَمِلَ وَءَامَنَ تَابَ مَن إِلَّا حَسَنَٰتٍ سَيِّـَٔاتِهِمْ	কাজ করা	عَمِلَ
আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন। (২:১৫)	يَعْمَهُونَ طُغْيَٰنِهِمْ فِى وَيَمُدُّهُمْ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ ٱللَّهُ	দিশেহারা হওয়া	عَمِهَ
‘অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করবে নদী-নালা। (১৭:৯১)	خِلَٰلَهَا ٱلْأَنْهَٰرَ فَتُفَجِّرَ وَعِنَبٍ نَّخِيلٍ مِّن جَنَّةٌ لَكَ تَكُونَ أَوْ تَفْجِيرًا	আঙুর	عِنَبٌ (ج) أَعْنَابٌ
এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য (বিষয়টি) কঠিন করে দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২:২২০)	حَكِيمٌ عَزِيزٌ ٱللَّهَ إِنَّ لَأَعْنَتَكُمْ ٱللَّهُ شَآءَ وَلَوْ	কষ্ট পাওয়া	عَنِتَ
এই আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলদের, আর তারা অনুসরণ করেছিল প্রত্যেক উদ্ধত, হঠকারীর নির্দেশ।	كُلِّ أَمْرَ وَٱتَّبَعُوٓاْ رُسُلَهُ وَعَصَوْاْ رَبَّهُمْ بِـَٔايَٰتِ جَحَدُواْ عَادٌ وَتِلْكَ عَنِيدٍ جَبَّارٍ	অবাধ্য	عَنِيدٌ (ج) عُنُدٌ

(১১:৫৯)			
আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি। (১৭:১৩)	عُنُقِهِۦ فِى طَٰٓئِرَهُۥ أَلْزَمْنَٰهُ إِنسَٰنٍ وَكُلَّ	ঘাড়	عُنُقٌ (ج) أَعْنَاقٌ
নিশ্চয় সবচাইতে দুর্বল ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত। (২৯:৪১)	يَعْلَمُونَ كَانُوا۟ لَوْ ٱلْعَنكَبُوتِ لَبَيْتُ ٱلْبُيُوتِ أَوْهَنَ وَإِنَّ	মাকড়শা	عَنْكَبُوتٌ (ج) عَنْكَبُوتَاتٌ
আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলম বহন করবে। (২০:১১১)	ظُلْمًا حَمَلَ مَنْ خَابَ وَقَدْ ٱلْقَيُّومِ لِلْحَىِّ ٱلْوُجُوهُ وَعَنَتِ	বিনীত হওয়া	عَنَى
‘যারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করত এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা ছিল আখিরাতকে অস্বীকারকারী’। (৭:৪৫)	بِٱلْءَاخِرَةِ وَهُم عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن يَصُدُّونَ ٱلَّذِينَ كَٰفِرُونَ	বক্রতা	عِوَجٌ
আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (২:২৭৫)	خَٰلِدُونَ فِيهَا هُمْ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَادَ وَمَنْ	ফিরা, পুনরাবৃত্তি করা	عَادَ
মূসা বলল, আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। (২:৬৭)	ٱلْجَٰهِلِينَ مِنَ أَكُونَ أَنْ بِٱللَّهِ أَعُوذُ قَالَ	আশ্রয় নেওয়া	عَاذَ
তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।	بُعُولَتِهِنَّ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا بَنِىٓ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ بَنِىٓ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَآءِ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أُو۟لِى غَيْرِ ٱلتَّٰبِعِينَ أَوِ أَيْمَٰنُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ أَخَوَٰتِهِنَّ عَوْرَٰتِ عَلَىٰ يَظْهَرُوا۟ لَمْ ٱلَّذِينَ ٱلطِّفْلِ أَوِ ٱلرِّجَالِ مِنَ ٱلْإِرْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ۖ	গুপ্তাঙ্গ, গোপনীয়	عَوْرَةٌ (ج) عَوْرَاتٌ
আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, ‘আমাদের কাছে আস’	إِلَيْنَا هَلُمَّ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَٱلْقَآئِلِينَ مِنكُمْ ٱلْمُعَوِّقِينَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ قَدْ	প্রতিরোধকারী	مُعَوِّقٌ

তারা খুব কমই যুদ্ধে আসে। (৩৩:১৮)	قَلِيلًا إِلَّا ٱلْبَأْسَ يَأْتُونَ وَلَا		
আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। (৪:৩)	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ	পক্ষপাতিত্ব করা	عَالَ
অতঃপর আল্লাহ তাকে এক'শ বছর মৃত রাখলেন। এরপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। (২:২৫৯)	بَعَثَهُۥ ثُمَّ عَامٍ مِا۟ئَةَ ٱللَّهُ فَأَمَاتَهُ	বছর	عَامٌ (ج) أَعْوَامٌ
কাফিররা বলে 'এটি তো জঘন্য মিথ্যা যা সে রটনা করেছে আর অন্য এক দল তাকে সাহায্য করেছে। (২৫:৪)	قَوْمٌ عَلَيْهِ وَأَعَانَهُۥ ٱفْتَرَىٰهُ إِفْكٌ إِلَّا هَٰذَآ إِنْ كَفَرُوا۟ ٱلَّذِينَ وَقَالَ ءَاخَرُونَ	সাহায্য করা	أَعَانَ
আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর'। (২:১২৫)	لِلطَّآئِفِينَ بَيْتِىَ طَهِّرَآ أَن وَإِسْمَٰعِيلَ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَىٰٓ وَعَهِدْنَآ ٱلسُّجُودِ وَٱلرُّكَّعِ وَٱلْعَٰكِفِينَ	অঙ্গীকার করা	عَهِدَ
আর পাহাড়গুলো হবে রঙ্গীণ পশমের মত। (৭০:৯)	كَٱلْعِهْنِ ٱلْجِبَالُ وَتَكُونُ	পশম, রঙিন পশম	عِهْنٌ (ج) عُهُونٌ
আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে চেয়েছি কারণ তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে নৌকাগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিল। (১৮:৭৯)	غَصْبًا سَفِينَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَّلِكٌ وَرَآءَهُم وَكَانَ أَعِيبَهَآ أَنْ فَأَرَدتُّ	ত্রুটিপূর্ণ করা	عَابَ
তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করল, 'ওহে কাফেলার লোকজন, নিশ্চয় তোমরা চোর'। (১২:৭০)	لَسَٰرِقُونَ إِنَّكُمْ ٱلْعِيرُ أَيَّتُهَا مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ ثُمَّ	কাফেলা, যাত্রীদল	عِيرٌ (ج) عِيرَاتٌ
অতঃপর সে আনন্দময় জীবন যাপন করবে। (৬৯:২১)	رَّاضِيَةٍ عِيشَةٍ فِى فَهُوَ	বিলাসী জীবন	عِيشَةٌ
তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব, অতঃপর করলেন অভাবমুক্ত। (৯৩:৮)	فَأَغْنَىٰ عَآئِلًا وَوَجَدَكَ	অভাবী, দরিদ্র	عَائِلٌ
সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা। (৮৮:১২)	جَارِيَةٌ عَيْنٌ فِيهَا	ঝর্ণা	عَيْنٌ (ج) عُيُونٌ
একদল যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্‌র পথে, অন্য দল ছিল কাফের;	فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ	চোখ, নয়ন	أَعْيُنٌ (و) عَيْنٌ

তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দেখছিল তাদের দ্বিগুণ। (৩:১৩)	ٱلْعَيْنِ		
আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত। (৫০:১৫৫)	جَدِيدٍ خَلْقٍ مِّنْ لَبْسٍ فِي هُمْ بَلْ ٱلْأَوَّلِ بِٱلْخَلْقِ أَفَعَيِينَا	অক্ষম হওয়া, অপারগ হওয়া, ক্লান্ত হওয়া	عَيِيَ

غين

তাই আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। সে ছিল পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (৭:৮৩)	فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ	পশ্চাদ্বর্তী	غَابِرٌ
সেদিন কতক মুখ হবে ধূলিমলিন। (৮০:৪০)	غَبَرَةٌ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ وَوُجُوهٌ	ধুলোবালি, মলিনতা	غَبَرَةٌ
স্মরণ কর, যেদিন সমাবেশ দিবসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের সমবেত করবেন, ঐ দিনই হচ্ছে লাভ-ক্ষতির দিন। (৬৪:৯)	ٱلتَّغَابُنِ يَوْمُ ذَٰلِكَ ٱلْجَمْعِ لِيَوْمِ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ	লোকসানের দিন	التَّغَابُنُ
অতঃপর যথার্থই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পেয়ে বসল, তারপর আমি তাদেরকে খড়কুটায় পরিণত করলাম। (২৩:৪১)	غُثَآءً فَجَعَلْنَٰهُمْ بِٱلْحَقِّ ٱلصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ	খড়কুটা	غُثَاءٌ (ج) أَغْثَاءُ
সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিব না। (১৮:৪৭)	أَحَدًا مِنْهُمْ نُغَادِرْ فَلَمْ وَحَشَرْنَٰهُمْ	বাদ দেওয়া	غَادَرَ
আর তারা যদি সঠিক পথে অবিচল থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতাম। (৭২:১৬)	غَدَقًا مَّآءً لَأَسْقَيْنَٰهُم ٱلطَّرِيقَةِ عَلَى ٱسْتَقَٰمُوا۟ وَأَلَّوِ	পর্যাপ্ত বৃষ্টি	غَدَقٌ
তোমরা যদি ফল সংগ্রহ করতে চাও তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (৬৮:২২)	صَٰرِمِينَ كُنتُمْ إِن حَرْثِكُمْ عَلَىٰ ٱغْدُوا۟ أَنِ	প্রভাত করা	غَدَا

আর যখন তা অস্তমিত হত তখন তা তাদের থেকে বাম দিকে নেমে যেত, আর তারা ছিল গুহার অভ্যন্তরে বিশাল চত্বরে। (১৮:১৭)	مِّنْهُ فَجْوَةٍ فِي وَهُمْ ٱلشِّمَالِ ذَاتَ تَّقْرِضُهُمْ غَرَبَت وَإِذَا	অস্ত যাওয়া	غَرَبَ
হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে? (৮২:৬)	ٱلْكَرِيمِ بِرَبِّكَ غَرَّكَ مَا ٱلْإِنسَٰنُ يَٰٓأَيُّهَا	ধোঁকা দেওয়া	غَرَّ
অতএব, যে তা হতে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে তা খাবে না, তাহলে নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত। তবে যে তার হাত দিয়ে এক আজলা পরিমাণ খাবে, সে ছাড়া; (২:২৪৯)	مَنِ إِلَّا مِنِّيٓ فَإِنَّهُۥ يَطْعَمْهُ لَّمْ وَمَن مِنِّي فَلَيْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَمَن بِيَدِهِۦ غُرْفَةً ٱغْتَرَفَ	অঞ্জলি ভরে নেওয়া	اغْتَرَفَ
অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে মারলাম। (২৬:৬৬)	ٱلْأَخَرِينَ أَغْرَقْنَا ثُمَّ	ডোবানো	أَغْرَقَ
নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। (৯:৬০)	وَٱلْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَٱلْعَٰمِلِينَ وَٱلْمَسَٰكِينِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلصَّدَقَٰتُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَٱلْغَٰرِمِينَ ٱلرِّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ	ঋণগ্রস্ত	غَارِمٌ، مُغْرَمٌ
যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দেব। (৩৩:৬০)	وَٱلْمُرْجِفُونَ مَّرَضٌ قُلُوبِهِم فِي وَٱلَّذِينَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ يَنتَهِ لَّمْ لَّئِن بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ ٱلْمَدِينَةِ فِي	লেলিয়ে দেওয়া	أَغْرَي
তোমরা এমন নারীর মত হয়ো না যে তার সূতাগুলোকে শক্ত করে পাকানোর পর নিজেই তার পাক খুলে টুকরো টুকরো করে দেয়। (১৬:৯২)	أَنكَٰثًا قُوَّةٍ بَعْدِ مِنۢ غَزْلَهَا نَقَضَتْ كَٱلَّتِي تَكُونُوا۟ وَلَا	তাঁতের সূতাপূর্ণ চরকা	غَزْلٌ (ج) غُزُوْلٌ
এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন বিদেশে সফর করে কিংবা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের সম্বন্ধে বলে, ‘তারা আমাদের কাছে থাকলে মরত না, নিহতও হত না। (৩:১৫৬)	كَانُوا۟ لَوْ غُزًّى كَانُوا۟ أَوْ ٱلْأَرْضِ فِي ضَرَبُوا۟ إِذَا لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَالُوا۟ قُتِلُوا۟ وَمَا مَاتُوا۟ مَا عِندَنَا	যোদ্ধা	غُزًّى (و) غَازٍ

আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (১১৩:৩)	وَقَبَ إِذَا غَاسِقٍ شَرِّ وَمِن	অন্ধকার রাত	غَاسِقٌ
হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দন্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, (৫:৬)	وُجُوهَكُمْ فَٱغْسِلُوا۟ ٱلصَّلَوٰةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا ءَامَنُوٓا۟ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَرَافِقِ إِلَى وَأَيْدِيَكُمْ	ধৌত করা	غَسَلَ
তারপর ফির'আউন তার সেনাবাহিনী সহ তাদের পিছু নিল। অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (২০:৭৮)	غَشِيَهُمْ مَا ٱلْيَمِّ مِّنَ فَغَشِيَهُم بِجُنُودِهِۦ فِرْعَوْنُ فَأَتْبَعَهُمْ	ঢেকে নেওয়া	غَشِيَ
তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে নৌকাগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিল। (১৮:৭৯)	غَصْبًا سَفِينَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَّلِكٌ وَرَآءَهُم وَكَانَ	ছিনিয়ে নেওয়া	غَصْبٌ
ও কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৭৩:১৩)	أَلِيمًا وَعَذَابًا غُصَّةٍ ذَا وَطَعَامًا	ক্রোধ উদ্দীপক খাদ্য	غُصَّةٌ (ج) غُصَصٌ
অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। (২:৯০)	غَضَبٍ عَلَىٰ بِغَضَبٍ فَبَآءُو	রাগ করা, গযব, রোষানল	غَضِبَ
আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। (২৪:৩১)	فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَٰرِهِنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِّلْمُؤْمِنَٰتِ وَقُل	আনত করা	غَضَّ
আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর দিবালোক প্রকাশ করেছেন। (৭৯:২৯)	ضُحَىٰهَا وَأَخْرَجَ لَيْلَهَا وَأَغْطَشَ	আঁধারময় করা	أَغْطَشَ
আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখ ছিল আবরণে ঢাকা এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম। (১৮:১০১)	يَسْتَطِيعُونَ لَا وَكَانُوا۟ ذِكْرِى عَن غِطَآءٍ فِى أَعْيُنُهُمْ كَانَتْ ٱلَّذِينَ سَمْعًا	পর্দা, ঢাকনা, অন্তরাল	غِطَاءٌ (ج) أَغْطِيَةٌ
আমার রব আমাকে কিসের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (৩৬:৩৭)	ٱلْمُكْرَمِينَ مِنَ وَجَعَلَنِى رَبِّى لِى غَفَرَ بِمَا	ক্ষমা করা	غَفَرَ
মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (২১:১)	مُّعْرِضُونَ غَفْلَةٍ فِى وَهُمْ حِسَابُهُمْ لِلنَّاسِ ٱقْتَرَبَ	উদাসীন হওয়া	غَفَلَ

غَلَبَ	جয়ী হওয়া, পরাস্ত করা	سَيَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَعْدِ مِّنۢ وَهُم ٱلْأَرْضِ أَدْنَى فِيٓ	নিকটস্থ ভূমিতে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে। (৩০:৩)
غَلَظَ	কঠোর হওয়া	وَلْيَجِدُوا۟ ٱلْكُفَّارِ مِّنَ يَلُونَكُم ٱلَّذِينَ قَٰتِلُوا۟ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا غِلْظَةً فِيكُمْ	হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। (৯:১২৩)
غُلْفٌ (و) غِلَافٌ	গিলাফে ঢাকা, আবৃত	غُلْفٌۢ قُلُوبُنَا وَقَالُوا۟	আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; (২:৮৮)
غَلَّقَ	বন্ধ করা, তালা মারা	هَيْتَ وَقَالَتْ ٱلْأَبْوَٰبَ وَغَلَّقَتِ نَّفْسِهِۦ عَن بَيْتِهَا فِى هُوَ ٱلَّتِى وَرَٰوَدَتْهُ لَكَ	আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল, ‘এসো’। (১২:২৩)
غَلَّ	আত্মসাৎ করা, আত্মসাৎ, বিদ্বেষ, হিংসা	وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ	আর কোন নবীর জন্য উচিত নয় যে, সে খিয়ানত করবে। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। (৩:১৬১)
غُلَامٌ (ج) غِلْمَانٌ	বালক, সেবক	مَّكْنُونٌ لُؤْلُؤٌ كَأَنَّهُمْ لَّهُمْ غِلْمَانٌ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ	আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরবে বালকদল; তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা। (৫২:২৪)
غَلَا	বাড়াবাড়ি করা	يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ	হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। (৪:১৭১)
غَلَى	উথলে ওঠা	ٱلْبُطُونِ فِى يَغْلِى كَٱلْمُهْلِ	গলিত তামার মত পেটে ফুটতে থাকবে। (৪৪:৪৫)
غَمْرَةٌ (ج) غَمَرَاتٌ	অজ্ঞানতা	حِينٍ حَتَّىٰ غَمْرَتِهِمْ فِى فَذَرْهُمْ	কাজেই তাদেরকে কিছুকাল তাদের অজ্ঞানতাপ্রসূত বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। (২৩:৫৪)
تَغَامَزَ	কটাক্ষ করা	يَتَغَامَزُونَ بِهِمْ مَرُّوا۟ وَإِذَا	আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। (৮৩:৩০)
أَغْمَضَ	চোখ মিটমিট করা	أَن إِلَّآ بِـَٔاخِذِيهِ وَلَسْتُم تُنفِقُونَ مِنْهُ ٱلْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا۟ وَلَا	এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুতঃ তোমরা

তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (২:২৬৭)	حَمِيدٌ غَنِيٌّ ٱللَّهَ أَنَّ وَٱعْلَمُوٓا۟ فِيهِ تُغْمِضُوا۟		
ফলে তিনি তোমাদেরকে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা দিয়েছিলেন, যাতে তোমাদের যা হারিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য দুঃখ না কর। (৩:১৫৩)	أَصَٰبَكُمْ مَآ وَلَا فَاتَكُمْ مَا عَلَىٰ تَحْزَنُوا۟ لِّكَيْلَا بِغَمٍّ غَمًّۢا فَأَثَٰبَكُمْ	দুঃখ, বেদনা, মর্মপীড়া	غَمٌّ (ج) غُمُوْمٌ
অতএব তোমরা যে গনীমত পেয়েছ, তা থেকে হালাল পবিত্র হিসেবে খাও, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (৮:৬৯)	ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ طَيِّبًا حَلَٰلًا غَنِمْتُمْ مِمَّا فَكُلُوا۟	গানীমাত অর্জন করা	غَنِمَ
যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হয় যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (৭:৯২)	شُعَيْبًا كَذَّبُوا۟ ٱلَّذِينَ فِيهَا يَغْنَوْا۟ لَّمْ كَأَن شُعَيْبًا كَذَّبُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱلْخَٰسِرِينَ هُمُ كَانُوا۟	থাকা, বাস করা	غَنِيَ
যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। (১৮:৩৯)	ٱلْوُجُوهَ يَشْوِى كَٱلْمُهْلِ بِمَآءٍ يُغَاثُوا۟ يَسْتَغِيثُوا۟ وَإِن	বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করা	أَغَاثَ
যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (৯:৪০)	مَعَنَا ٱللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لَا لِصَٰحِبِهِۦ يَقُولُ إِذْ ٱلْغَارِ فِى هُمَا إِذْ	গুহা, সওর পর্বতের গুহা	غَارٌ (ج) أَغْوَارٌ
শয়তানদের কতক তার জন্য ডুবুরির কাজ করত, এছাড়া অন্য কাজও করত, আমিই তাদেরকে রক্ষা করতাম। (২১:৮২)	وَكُنَّا ذَٰلِكَ دُونَ عَمَلًا وَيَعْمَلُونَ لَهُۥ يَغُوصُونَ مَن ٱلشَّيَٰطِينِ وَمِنَ حَٰفِظِينَ لَهُمْ	ডুব দেওয়া	غَاصَ
আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর। (৪:৪৩)	أَوْ ٱلْغَآئِطِ مِّنَ مِّنكُم أَحَدٌ جَآءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَّرْضَىٰٓ كُنتُم وَإِن طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا۟ مَآءً تَجِدُوا۟ فَلَمْ ٱلنِّسَآءَ لَٰمَسْتُمُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَٱمْسَحُوا۟	পায়খানা, টয়লেট	غَائِطٌ (ج) غِيْطَانٌ
নেই তাতে দেহের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু, আর তারা তাতে মাতালও হবে না। (৩৭:৪৭)	يُنزَفُونَ عَنْهَا هُمْ وَلَا غَوْلٌ فِيهَا لَا	মাতলামি, মাথাব্যথা	غَوْلٌ

এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল। (২০:১২১)	فَغَوَىٰ رَبَّهُ ءَادَمُ وَعَصَىٰٓ	পথচ্যুত, বিভ্রান্ত	غَوَى
আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। (৪৯:১২)	بَعْضًا بَّعْضُكُم يَغْتَب وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا	গীবত করা	اغْتَابَ
যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (২:৩)	رَزَقْنَٰهُمْ وَمِمَّا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُونَ بِٱلْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ	গায়েব, গুপ্ত	غَيْبٌ (ج) غُيُوبٌ
নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (১৩:১১)	بِأَنفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُواْ حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا ٱللَّهَ إِنَّ	পরিবর্তন করা	غَيَّرَ
প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন। (১৩:৮)	ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ	কম করা, হ্রাস করা	غَاضَ
এটা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় হয়। (৯:১২০)	ٱللَّهِ سَبِيلِ فِي مَخْمَصَةٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا ظَمَأٌ يُصِيبُهُمْ لَا بِأَنَّهُمْ ذَٰلِكَ ٱلْكُفَّارَ يَغِيظُ مَوْطِئًا يَطَئُونَ وَلَا	রাগান্বিত করা	غَاظَ

فاء

নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। (১৭:৩৬)	مَسْـُٔولًا عَنْهُ كَانَ أُوْلَٰٓئِكَ كُلُّ وَٱلْفُؤَادَ وَٱلْبَصَرَ ٱلسَّمْعَ إِنَّ	অন্তর, মন, হৃদয়	فُؤَادٌ (ج) أَفْئِدَةٌ
নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির। (৩:১৩)	ٱللَّهِ سَبِيلِ فِي تُقَٰتِلُ فِئَةٌ ٱلْتَقَتَا فِئَتَيْنِ فِي ءَايَةٌ لَكُمْ كَانَ قَدْ كَافِرَةٌ وَأُخْرَىٰ	দল, জামা'আত, বাহিনী	فِئَةٌ (ج) فِئَاتٌ

তারা বলল, ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সবসময় স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন, বা মারা যাবেন। (১২:৮৫)	مِن تَكُونَ أَوۡ حَرَضٗا تَكُونَ حَتَّىٰ يُوسُفَ تَذۡكُرُ تَفۡتَؤُاْ تَٱللَّهِ قَالُواْ ٱلۡهَٰلِكِينَ	করতে থাকা	فَتَأَ
নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (৭:৪০)	إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ	খোলা, জয়ী করা	فَتَحَ
তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিথিলতা দেখায় না। (২১:২০)	يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ	কমানো, শিথিলতা করা	فَتَرَ
যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম। (২১:৩০)	أَوَلَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَا	পৃথক করা, বিভক্ত করা	فَتَقَ
তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না। (৪:৪৯)	أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلًا	বাতির সলিতা, সামান্য	فَتِيلٌ (ج) فَتَائِلُ
এবং তোমাকে আমি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। (২০:৪০)	فُتُونٗا وَفَتَنَّٰكَ	পরীক্ষা করা	فَتَنَ
বলুন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন। (৪:১২৭)	قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ	ফাতাওয়া দেওয়া	أَفْتَى
তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে’। (২২:২৭)	يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ	দীর্ঘপথ, গিরিপথ	فَجٌّ (ج) فِجَاجٌ
বরং মানুষ চায় ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে। (৭৫:৫)	بَلۡ يُرِيدُ ٱلۡإِنسَٰنُ لِيَفۡجُرَ أَمَامَهُۥ	প্রবাহিত করা, পাপ করা	فَجَرَ
তখন তারা ছিল প্রশস্ত চত্বরে। (১৮:১৭)	مِّنۡهُ فَجۡوَةٖ فِي وَهُمۡ	প্রশস্ত চত্বর, ময়দান	فَجْوَةٌ (ج) فَجَوَاتٌ
‘নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। (৭:২৮	إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ	অপকর্ম, অশ্লীলতা	فَحْشَاءُ، فَاحِشَةٌ (ج) فَوَاحِشُ

নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী। (৪:৩৬)	إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا	দাম্ভিক, অহংকারী	فَخُورٌ
আর আমি এক মহান যবেহের* বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম। (৩৭:১০৭)	وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ	মুক্তিপণ দেওয়া	فَدَي
আর তিনিই দু'টো সাগরকে একসাথে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট। (২৫:৫৩)	وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞ	সুস্বাদু পানি, মিঠা পানি	فُرَاتٌ
আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দকর। (১৬:৬৬)	وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّٰرِبِينَ	গোবর, পশুর মল	فَرْثٌ (ج) فُرُوْثٌ
আর আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৭৭:৯)	وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتۡ	বিদীর্ণ করা, ফাঁক করা	فَرَجَ
প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল। (২৩:৫৩)	كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ	আনন্দ করা, ফুর্তি করা	فَرِحَ
আর কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী। (১৯:৯৫)	وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا	একাকী, একক	فَرْدٌ (ج) فُرَادَى
বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তবে পালানো তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। (৩৩:১৬)	قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلۡفِرَارُ إِن فَرَرۡتُم مِّنَ ٱلۡمَوۡتِ أَوِ ٱلۡقَتۡلِ	পালানো	فَرَّ
আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। (৫১:৪৮)	وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنَٰهَا	বিছানো, ছড়ানো	فَرَشَ
এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং এটাকে অবশ্য পালনীয় করেছি। (২৪:১)	سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا	ফরজ করা	فَرَضَ
তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা তো আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে (২০:৪৫)	قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفۡرُطَ عَلَيۡنَآ	অতিরঞ্জিত করা	فَرَطَ
তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন?	أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا كَلِمَةٗ طَيِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طَيِّبَةٍ أَصۡلُهَا	শাখা প্রশাখা,	فَرْعٌ (ج) فُرُوْعٌ

কালিমা তাইয়েবা, যা একটি ভাল বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুস্থির আর শাখা-প্রশাখা আকাশে। (১৪:২৪)	ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ	ডালপালা	
অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও। (৯৪:৭)	فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ	অবসর হওয়া, শেষ করা	فَرَغَ
আর যখন তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম। (২:৫০)	ٱلْبَحْرَ بِكُمُ فَرَقْنَا وَإِذْ	পৃথক পৃথক করা	فَرَقَ
'আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে বাড়ী নির্মাণ করছ'। (২৬:১৪৯)	فُرِهِينَ بُيُوتًا ٱلْجِبَالِ مِنَ وَتَنْحِتُونَ	সদর্পে, গর্বের সাথে	فَارِهِينَ
অতএব যারা এরপরও আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তারা অবশ্যই যালিম। (৩:৯৪)	ٱلظَّٰلِمُونَ هُمُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ذَٰلِكَ بَعْدِ مِنۢ ٱلْكَذِبَ ٱللَّهِ عَلَى ٱفْتَرَىٰ فَمَنِ	মিথ্যা রচনা করা, অপবাদ দেওয়া	افْتَرَى
অতঃপর সে তাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করার ইচ্ছা করল। (১৭:১০৩)	ٱلْأَرْضِ مِّنَ يَسْتَفِزَّهُم أَن فَأَرَادَ	উৎখাত করা	اسْتَفَزَّ
আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই ভীত হবে। (২৭:৮৭)	ٱلْأَرْضِ فِي وَمَن ٱلسَّمَٰوَٰتِ فِي مَن فَفَزِعَ ٱلصُّورِ فِي يُنفَخُ وَيَوْمَ	অস্থির হওয়া	فَزِعَ
হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, 'মজলিসে স্থান করে দাও', তখন তোমরা স্থান করে দেবে। (৫৮:১১)	فَٱفْسَحُوا۟ ٱلْمَجَٰلِسِ فِي تَفَسَّحُوا۟ لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوٓا۟ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا	স্থান প্রশস্ত করা	فَسَحَ
যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। (২১:২২)	لَفَسَدَتَا ٱللَّهُ إِلَّا ءَالِهَةٌ فِيهِمَآ كَانَ لَوْ	দূষিত হওয়া, নষ্ট হওয়া	فَسَدَ
আর তারা তোমার কাছে যে কোন বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। (২৫:৩৩)	تَفْسِيرًا وَأَحْسَنَ بِٱلْحَقِّ جِئْنَٰكَ إِلَّا بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ وَلَا	তাফসীর, ব্যাখ্যা	تَفْسِيرٌ
তারা পাপাচার করত। (২৯:৩৪)	يَفْسُقُونَ كَانُوا۟	পাপ করা, ফাসিক হওয়া	فَسَقَ
আর তোমাকে যদি তিনি তাদেরকে বেশি সংখ্যায় দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে। (৮:৪৩)	لَّفَشِلْتُمْ كَثِيرًا أَرَىٰكَهُمْ وَلَوْ	হীনবল হওয়া	فَشِلَ

‘আর আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী। (২৮:৩৪)	لِسَانًا مِنِّي أَفْصَحُ هُوَ هَٰرُونُ وَأَخِي	অধিকতর বাগ্মী	أَفْصَحُ
আর যখন কাফেলা বের হল, তাদের পিতা বলল, ‘নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। (১২:৯৪)	يُوسُفَ رِيحَ لَأَجِدُ إِنِّي أَبُوهُمْ قَالَ الْعِيرُ فَصَلَتِ وَلَمَّا	যাত্রা করা, রওনা করা	فَصَلَ
অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। (২:২৫৬)	الْوُثْقَىٰ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِالطَّاغُوتِ يَكْفُرْ فَمَن لَهَا انفِصَامَ لَا	খণ্ডন, ভাঙন, বিচূর্ণন	انفِصَامٌ
‘নিশ্চয় এরা আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে অপমানিত করো না’। (১৫:৬৮)	تَفْضَحُونِ فَلَا ضَيْفِي هَٰؤُلَاءِ إِنَّ	লাঞ্ছিত করা	فَضَحَ
আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। (৩:১৫৯)	حَوْلِكَ مِنْ لَانفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنتَ وَلَوْ	দূরে সরা, ছিটকে পড়া	اَنفَضَّ
ভেবে দেখ, আমি তাদের কতককে কতকের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখিরাত নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর। (১৭:২১)	دَرَجَٰتٍ أَكْبَرُ وَلَلْءَاخِرَةُ بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ فَضَّلْنَا كَيْفَ انظُرْ تَفْضِيلًا وَأَكْبَرُ	শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া	فَضَّلَ، تَفْضِيلاً
আর তোমরা তা কীভাবে নেবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়েছ। (৪:২১)	بَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضُكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ	মেলামেশা করা, পৌঁছা	أَفْضَى
যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। (৪৩:২৭)	فَطَرَنِي الَّذِي	সৃষ্টি করা, বিদীর্ণ করা	فَطَرَ
আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। (৩:১৫৯)	حَوْلِكَ مِنْ لَانفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنتَ وَلَوْ	কর্কশ, রূঢ়, অভদ্র	فَظٌّ (ج) أَفْظَاظٌ
তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? (১০৫:১)	الْفِيلِ بِأَصْحَٰبِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ	করা, কাজ করা	فَعَلَ
তারা ওদের দিকে ফিরে বলল, ‘তোমরা কী হারিয়েছ’? (১২:৭১)	تَفْقِدُونَ مَّاذَا عَلَيْهِم وَأَقْبَلُوا قَالُوا	হারানো, খোয়ানো	فَقَدَ
শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয়। (২:২৬৮)	الْفَقْرَ يَعِدُكُمُ الشَّيْطَٰنُ	দরিদ্রতা, দারিদ্র্য, দৈন্য	فَقْرٌ (ج) فُقُوْرٌ

فَاقِعٌ	পাকা রং, গাড় হলদে	ٱلنَّٰظِرِينَ تَسُرُّ لَوۡنُهَا فَاقِعٌ صَفۡرَآءُ بَقَرَةٌ إِنَّهَا	নিশ্চয় তা হবে হলুদ রঙের গাভী, তার রঙ উজ্জ্বল, দর্শকদেরকে যা আনন্দ দেবে'। (২:৬৯)
فَقِهَ	বোঝা, জানা	قَوۡلٗا يَفۡقَهُونَ يَكَادُونَ لَّا قَوۡمٗا دُونِهِمَا مِن وَجَدَ	সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। (১৮:৯৩)
فَكَّرَ، تَفَكَّرَ	চিন্তা-ভাবনা করা	وَقَدَّرَ فَكَّرَ إِنَّهُۥ	নিশ্চয় সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। (৭৪:১৮)
فَكٌّ	মুক্ত করা, আযাদ করা	رَقَبَةٍ فَكُّ	তা হচ্ছে, দাস মুক্তকরণ। (৯০:১৩)
تَفَكَّهَ	প্রলাপ বকা	تَفَكَّهُونَ فَظَلۡتُمۡ حُطَٰمٗا لَجَعَلۡنَٰهُ نَشَآءُ لَوۡ	আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে। (৫৬:৬৫)
أَفۡلَحَ	সফল হওয়া	ٱلۡمُؤۡمِنُونَ أَفۡلَحَ قَدۡ	অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। (২৩:১)
انفَلَقَ	বিদীর্ণ হওয়া, চিরা	فَٱنفَلَقَ ٱلۡبَحۡرَ بِّعَصَاكَ ٱضۡرِب	'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর'। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল। (২৬:৬৩)
فُلۡكٌ	নৌকা, সমুদ্রযান	ٱلۡمَشۡحُونِ ٱلۡفُلۡكِ إِلَى أَبَقَ إِذۡ	যখন সে একটি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। (৩৭:১৪০)
فُلَانٌ	অমুক, অমুক ব্যক্তি	خَلِيلٗا فُلَانٗا أَتَّخِذۡ لَمۡ لَيۡتَنِي يَٰوَيۡلَتَىٰ	'হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। (২৫:২৮)
فَنَّدَ	দুর্বল ভাবা, উপহাস করা	تُفَنِّدُونِ أَن لَوۡلَآ يُوسُفَ رِيحَ لَأَجِدُ إِنِّي	'নিশ্চয় আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবৃদ্ধ মনে না কর'। (১২:৯৪)
أَفۡنَانٌ (و) فَنَنٌ	শাখা, ডালপালা	ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ	উভয়ই বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। (৫৫:৪৮)
فَانٍ	ধ্বংসশীল, নশ্বর, অনিত্য	كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ	যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। (৫৫:২৬)
فَاتَ	হাতছাড়া হওয়া	لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ	যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে (৫৭:২৩)
فَوۡجٌ (ج) أَفۡوَاجٌ	দল, জামা'আত	وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا	আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল

হতে দেখবে (১১০:২)			
আর তা উথলিয়ে উঠবে। (৬৭:৭)	وَهِيَ تَفُورُ	উথলে ওঠা	فَارَ
সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। (৩:১৮৫)	فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ	কৃতকার্য হওয়া	فَازَ
আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি (৪০:৪৪)	أُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ	অর্পণ করা	فَوَّضَ
অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম। (৭:১৪৩)	فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ	চেতনা লাভ করা	أَفَاقَ
সুতরাং তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দো'আ কর, যেন তিনি আমাদের জন্য বের করেন, ভূমি যে সব্জি, কাঁকড়, রসুন, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপন্ন করে, তা'। (২:৬১)	فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ	রসুন, গম, গন্দম, খাদ্য শস্য	فُومٌ
তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। (৬১:৮)	يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ	মুখ, উচ্চারণ	فَاهٌ (ج) أَفْوَاهٌ
অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। (২১:৭৯)	فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ	বুঝানো, বুঝিয়ে দেওয়া	فَهَّمَ
অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২:২২৬)	فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	প্রত্যাবর্তন করা	فَاءَ
তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়। (৯:৯২)	تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ	প্রবাহিত হওয়া, সিক্ত হওয়া	فَاضَ
তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতীওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? (১০৫:১)	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ	হাতি, হস্তী, গজ	فِيلٌ (ج) أَفْيَالٌ

قاف

مَقْبُوحٌ	কুৎসিত, বিশ্রী	وَيَوْمَ ٱلْقِيٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ	কিয়ামতের দিন ওরা হবে ঘৃণিত! (২৮:৪২)
أَقْبَرَ	কবর দেওয়া	ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ	অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। (৮০:২১)
اقْتَبَسَ	আলো নেওয়া	ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ	তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো কিছু গ্রহণ করতে পারি। (৫৭:১৩)
قَبَضَ	ধরা, হস্তগত করা, সংকুচিত করা	وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ	আল্লাহই জীবিকা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। (২:২৪৫)
قَبِلَ	কবুল করা	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰعَةٌ	কারো কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না। (২:৪৮)
قَتَرَ	কৃপণতা করা	إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا	এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (২৫:৬৭)
قَتَلَ	হত্যা করা	فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ	সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। (২:৫৪)
قِثَّآءٌ	শসা জাতীয় ফল	فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا	সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন ভূমি জাত দ্রব্য শাক-সবজী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ উৎপাদন করেন। (২:৬১)
اقْتَحَمَ	ঢুকে পড়া	فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ	কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না। (৯০:১১)
قَدْحٌ	ক্ষুরাঘাতে অগ্নি প্রজ্বলন	فَٱلْمُورِيٰتِ قَدْحًا	অতঃপর যারা বিচ্ছুরিত করে আগুনের ফুলকি (ক্ষুরাঘাতে)। (১০০:২)
قَدَّ	ছিড়ে ফেলা, ছিন্ন করা	كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا	আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (৭২:১১)

তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি। (৬:৯১)	وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ	সম্মান করা, পারা	قَدَرَ
আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (১৫:৬০)	قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ	নির্ধারিত করা	قَدَّرَ
আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। (২:৩০)	وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ	পবিত্রতা ঘোষণা করা	قَدَّسَ
আর উত্তম কাজের মধ্যে নিজেদের জন্য যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে। (২:১১০)	وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ	আসা, পৌঁছা	قَدِمَ
সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে। অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে উপনীত করবে।	يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ	অগ্রগামী হওয়া	قَدَمَ
সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর। (৬:৯০)	فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ	অনুসরণ করা	اقْتَدَى
বল, 'আমার প্রতিপালক সত্য অবতারণ করেন। (৩৪:৪৮)	قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ	নিক্ষেপ করা, ছুড়ে মারা	قَذَفَ
তুমি পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬:১)	خَلَقَ ٱلَّذِى رَبِّكَ بِٱسْمِ ٱقْرَأْ	পড়া, তিলাওয়াত করা	قَرَأَ
তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন মাসিকস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। (২:২২৮)	وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ	ঋতুস্রাব, পবিত্রতা	قُرُوءٌ (و) قُرْءٌ
কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। (২:৩৫)	وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ	নিকটবর্তী হওয়া, কাছে আসা	قَرِبَ
তোমাদেরকে যদি (উহুদ যুদ্ধে) কোন আঘাত লেগে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত (বদর যুদ্ধে) তাদেরকেও তো লেগেছে। (৩:১৪০)	إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ	যখম, ক্ষত, আঘাত	قَرْحٌ (ج) قُرُوحٌ
আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। (২:৬৫)	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ	বানর, বাঁদর, হনুমান	قِرَدَةٌ (و) قِرْدٌ
কাজেই খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। (১৯:২৬)	فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ۖ	শীতল হওয়া, জুড়ানো	قَرَّ

যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়। (১৮:১৭)	وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ	পাশ কেটে যাওয়া	قَرَضَ
কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? (২:২৪৫)	مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	ঋণ দেওয়া	أَقْرَضَ
তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও (গ্রন্থ) অবতরণ করতাম। (৬:৭)	نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ	কাগজ	قِرْطَاسٌ (ج) قَرَاطِيسُ
ঠক্‌ঠক্‌কারী (মহাপ্রলয়) (১০১:১)	ٱلْقَارِعَةُ	করাঘাতকারী	قَارِعَةٌ
তোমাদেরঅর্জিত ধনুরাশি। (৯:২৪)	وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا	অর্জন করা, কামানো	اقْتَرَفَ
তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি। (৬:৬)	أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ	বংশ, শতাব্দী	قَرْنٌ (ج) قُرُونٌ
আমার এক সঙ্গী ছিল। (৩৭:৫১)	إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ	বন্ধু, সহচর	قَرِينٌ (ج) قُرَنَاءُ
এ জনপদ (শহরে) প্রবেশ কর এবং তার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর। (২:৫৮)	ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا	গ্রাম, বস্তি, শহর	قَرْيَةٌ (ج) الْقُرَى
যারা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন পর। (৭৪:৫১)	فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ	সিংহ, শিকারী	قَسْوَرَةٌ (ج) قَسَاوِرَةٌ
তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে। (৫:৮২)	ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا	ধর্মযাযক, পোপ, পাদরি	قِسِّيسٌ
যে সকল লোক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে। (৩:২১)	وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ	ইনসাফ করা	أَقْسَطَ
এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। (১৭:৩৫)	إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ	ন্যায়বিচার, নিক্তি	قِسْطَاسٌ (ج) قَسَاطِيسُ
এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন কর। (৪৩:৩২)	أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ	বণ্টন করা, ভাগ করা	قَسَمَ
তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল। (২:৭৪)	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم	কঠোর হওয়া, পাষাণ হওয়া, শক্ত	قَسَى

		হওয়া	
এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, (৩৯:২৩)	تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ	শিউরে ওঠা	اقْشَعَرَّ
তুমি তোমার চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। (৩১:১৯)	وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ	মধ্যমপন্থী হওয়া	قَصَدَ
অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। (৪:১০১)	أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ	হ্রাস করা, কসর করা	قَصَرَ
অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে। (২৮:২৫)	فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ	ঘটনা বলা, পদাঙ্কে চলা	قَصَّ
এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাবেন। (১৭:৬৯)	فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু	قَاصِفٌ
আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি। (২১:১১)	وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ	ধ্বংস করা	قَصَمَ
ও তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (১৯:২২)	فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا	দূরবর্তী ব্যবধান	قَصِيٌّ (ج) أَقْصَاءُ
আঙ্গুর, শাক-সবজি। (৮০:২৮)	وَعِنَبًا وَقَضْبًا	শাক-সবজি	قَضْبٌ
অতঃপর সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সোজা খাড়া করে দিল। (১৮:৭৭)	فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ	ভূমিসাৎ হওয়া	انْقَضَّ
তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, ‘হও’ এবং তা হয়ে যায়। (১৯:৩৫)	إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	ফায়সালা করা	قَضَى
আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪:১২)	وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ	গলিত তামা, পিতল	قِطْرٌ
বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে সত্বর দিয়ে দাও। (৩৮:১৬)	عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ	আমলনামা, প্রাপ্য, রিযিক	قِطٌّ (ج) قِطَطٌ
এবং উপত্যকা অতিক্রম করে না। (৯:১২১)	وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا	কাটা, অতিক্রম করা	قَطَعَ
যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (৬৯:২৩)	قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ	ফলের খোসা বা	قُطُوفٌ (و) قِطْفٌ

		গুচ্ছ	
আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ) কিছুরও মালিক নয়। (৩৫:১৩)	وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ	খেজুরের বিচির ছিলকা, তুচ্ছবস্তু	قِطۡمِيرٌ
পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম। (৩৭:১৪৬)	وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةٗ مِّن يَقۡطِينٖ	লাউ, কদু, কুমড়া	يَقۡطِينٌ
যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল। (৮৫:৬)	إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٞ	বসা	قَعَدَ
তা মানুষকে উৎখাত করেছিল উৎপাটিত খেজুর কান্ডের ন্যায়। (৫৪:২০)	تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٖ مُّنقَعِرٖ	উপড়ানো, ছিন্নমূল	مُنقَعِرٌ
নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (৪৭:২৪)	أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ	তালা, বন্ধন	أَقۡفَالٌ (و) قُفۡلٌ
যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। (১৭:৩৬)	وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ	অনুসরণ করা	قَفَا
আর তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৯:২১)	وَإِلَيۡهِ تُقۡلَبُونَ	ফেরত পাঠানো	أَقۡلَبَ
পবিত্র কা'বা ঘর, পবিত্র মাস, হাদঈ ও গলায় মালা পরানো পশুকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। (৫:৯৭)	جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَٱلۡهَدۡيَ وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ	হার, কুরবানির পশু	قَلَائِدُ (و) قِلَادَةٌ
এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। (১১:৪৪)	وَيَٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي	বর্ষণ বন্ধ করা	أَقۡلَعَ
তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (প্রত্যেকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)। (৪:৭)	مِّمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا	কম হওয়া, অল্প হওয়া	قَلَّ
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৯৬:৪)	ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ	কলম, লেখনী	قَلَمٌ (ج) أَقۡلَامٌ
তোমার প্রতিপালকতোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৯৩:৩)	رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	ঘৃণা করা, বিরূপ হওয়া	قَلَى
ফলে ওরা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। (৩৬:৮)	فَهُم مُّقۡمَحُونَ	ঊর্ধ্বমুখী, আকাশমুখী	مُقۡمَحٌ
এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি।	وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ	চাঁদ, চন্দ্র, শশী,	قَمَرٌ (ج) أَقۡمَارٌ

(৩৬:৩৯)		চন্দ্রিমা	
আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। (১২:১৮)	وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ	কামিজ, জামা	قَمِيصٌ (ج) قُمُصٌ
এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। (৭৬:১০)	يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا	কঠোর, কিয়ামত	قَمْطَرِيرٌ
আর তাদের জন্যে থাকবে লৌহনির্মিত হাতুড়িসমূহ। (২২:২১)	وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ	মুগুর, হাতুড়ি, ডাণ্ডা	مَقَامِعُ (و) مِقْمَعَةٌ
অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। (৭:১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ	উকুন	قُمَّلٌ (و) قُمَّلَةٌ
হে মারয়্যাম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও। (৩:৪৩)	يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ	একাগ্রচিত্ত হওয়া	قَنَتَ
যখন তারা নিরাশ হয় তিনি রহমত বিস্তার করেন	مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ	নিরাশ হওয়া	قَنَطَ
তার কাছে আমানত রাখো বিপুল সম্পদ। (৩:৭৫)	تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ	ভাণ্ডার	قِنْطَارٌ (ج) قَنَاطِيرُ
এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে। (২২:৩৬)	وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ	অল্পেতুষ্ট, সংযমী	قَانِعٌ
আরও (নির্গত করি) খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি, আংগুরের বাগান, যায়তুন ও আনার। একটার সাথে অন্যটার মিল আছে, আবার নেইও। (৬:৯৯)	وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ	খেজুর গুচ্ছ, কাঁদি	قِنْوَانٌ (و) قِنْوٌ
তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। (৫৩:৪৮)	هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ	সম্পদশালী করা	أَقْنَى
ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	ধনুক পরিমাণ	قَابٌ
চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (৪১:১০)	وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ	আহার্য, খাদ্য, খোরাক	أَقْوَاتٌ (و) قُوتٌ
ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	ধনুক	قَوْسٌ (ج) قِسِيٌّ

قَاعٌ (ج) قِيعَةٌ (ج) أَقْوَاعٌ	সমতল ভূমি	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন। (২০:১০৬)
قَالَ	বলা	قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ	তারা বলল, ‘আপনি মহান পবিত্র। (২:৩২)
قَامَ. قِيَامًا	দাঁড়ানো, ওঠা	وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ	এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। (২:২০)
قُوَّةٌ (ج) الْقُوَى	শক্তি, প্রতাপ	عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ	তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী। (৫৩:৫)
قَهَرَ	শক্তি খাটানো, যুলুম করা, ক্ষমতা প্রয়োগ করা	فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। (৯৩:৯)
قَيَّضَ	নির্ধারণ করা, লেলিয়ে দেওয়া, নিয়োজিত করা	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ	আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম। (৪১:২৫)
قَائِلٌ	দুপুরে নিদ্রিত, দুপুরে শোয়া ব্যক্তি	أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ	অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। (৭:৪)

كاف			
كَأْسٌ (ج) كُئُوْسٌ	পেয়ালা, গ্লাস, সুরাবাটি	وَكَأْسًا دِهَاقًا	এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র। (৭৮:৩৪)
كَبَّ	মাথা নিচের দিকে করে ফেলা, অধোশির পতন	وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ	আর যে কেউ মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে অধোমুখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। (২৭:৯০)
كَبَتَ	হেয় করা, অবজ্ঞা করা	إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا۟	যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। (৫৮:৫)
كَبَدٌ (ج) أَكْبَادٌ	শ্রমসাধ্যতা, সহ্যক্ষমতা, সুঠাম দেহ, কষ্ট, ক্লান্তি	لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ	অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি বিপদ-কষ্টের মধ্যে। (৯০:৪)
كَبِرَ	বড় হওয়া, বালেগ হওয়া	وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا	ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। (১৯:৮)
كَبُرَ	বড় হয়ে দাঁড়ানো		
كَبْكَبَ	নিম্নমুখী করে ফেলা	فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ	অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (২৬:৯৪)
كَتَبَ	লেখা, ফরজ করা	كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ	আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। (৫৮:২১)
كَتَمَ	গোপন করা, লুকানো	وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ	এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। (২:৪২)
كَثِيبٌ (ج) كُثُبٌ، كُثْبَانٌ	বালি, বালুকা, বালুস্তূপ	وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (৭৩:১৪)
كَثُرَ	বৃদ্ধি পাওয়া	بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (২:১০০)

তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো তা তুমি দেখতে পাবে। (৮৪:৬)	إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ	আপ্রাণ চেষ্টা করা	كَدْحٌ
যখন নক্ষত্ররাজি দীপ্তিহীন হয়ে পড়বে। (৮১:২)	وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ	প্রভাহীন হওয়া	انكَدَرَ
এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়? (৫৩:৩৪)	وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ	কৃপণতা করা	أَكْدَى
কারণ তারা মিথ্যাচারী। (২:১০)	بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ	মিথ্যা বলা	كَذَبَ
এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম। (২১:৭৬)	فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ	বিপদ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ	كَرْبٌ (ج) كُرُوبٌ
তারা বলে, 'তাই যদি হয় তবে তো এটা এক সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।' (৭৯:১২)	قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ	একবার	كَرَّةٌ (ج) كَرَّاتٌ
এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ। (৩৮:৩৪)	وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا	সিংহাসন, রাজাসন	كُرْسِيٌّ (ج) كَرَاسِيُّ
সে তার স্ত্রীকে বলল, 'সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর। (১২:২১)	لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ	সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া	كَرَّمَ
এ তোমাদের কাছে অপছন্দ (২:২১৬)	وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ	অপছন্দ করা, ঘৃণা করা	كَرِهَ
তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না। (১১১:২)	مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ	অর্জন করা	كَسَبَ
সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর। (৯:২৪)	وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا	দাম কমা, লস হওয়া	كَسَادٌ
তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখ। (৫২:৪৪)	يَرَوْا۟ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا	টুকরা, অংশ	كِسَفٌ، كِسْفٌ (و) كِسْفَةٌ
আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয়। (৯:৫৪)	لَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ	অলস, অনাগ্রহী	كُسَالَى (و) كَسْلَانٌ

অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা; (২৩:১৪)	فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا	পরিধান করানো	كَسَا
যখন আকাশের আবরণকে অপসারিত করা হবে। (৮১:১১)	وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ	গুটিয়ে ফেলা	كَشَطَ
আমি তার সেই কষ্ট ওর নিকট হতে দূর করে দিই। (১০:১২)	كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ	খোলা, বিদূরণ	كَشَفَ
সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। (১২:৮৪)	فَهُوَ كَظِيمٌ	সংযমী, ব্যথিত	كَاظِمٌ
হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথায় মাসেহ কর এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও। (৫:৬)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ	পায়ের টাখনু, গিঁট	ٱلْكَعْبَيْنِ
এবং তাঁর সমতুল্য কেউ-ই নেই। (১১২:৪)	وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ	সমকক্ষ, মতো, অনুরূপ	كُفُوًا
আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে। (৭৭:২৫)	أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا	ধারণক্ষম, সর্বসংকুল	كِفَاتٌ
অনন্তর যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতার কথা উপলব্ধি করল। (৩:৫২)	فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ	অস্বীকার করা, কৃতঘ্ন হওয়া	كَفَرَ
সুতরাং তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। (৪:৮৪)	فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ	গুটিয়ে নেওয়া	كَفَّ
মারয়্যামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে নেবে (তা দেখার জন্য) তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। (৩:৪৪)	يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ	দায়িত্ব নেওয়া	كَفَلَ
এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (১১২:৪)	وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ	সমকক্ষ, মতো, অনুরূপ	كُفُوًا
হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪:৬)	وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا	যথেষ্ট হওয়া, রক্ষা	كَفَى

		করা	
বল, ‘রাতে ও দিনে পরম করুণাময় হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? (২১:৪২)	قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ۗ	তত্ত্বাবধান করা	كَلَأَ
অচিরেই তারা বলবে, ‘তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। (১৮:২২)	سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ	কুকুর, কুত্তা, সারমেয়	كَلْبٌ (ج) كِلَابٌ
এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। (২৩:১০৪)	وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ	কুৎসিত, বীভৎস	كَالِحٌ
আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। (৬৫:৭)	لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ	চাপানো, বিধান দেওয়া	كَلَّفَ
সে কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর উপর বোঝা স্বরূপ; (১৬:৭৬)	لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ	বোঝা	كَلٌّ
যারা মূর্খ তারা বলে, ‘আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? (২:১১৮)	وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ	কথা বলা, আলাপ করা	كَلَّمَ
আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম। (৫:৩)	ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	পূর্ণ করে দেওয়া	أَكْمَلَ
এতে রয়েছে ফলমূল এবং মোচাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ। (৫৫:১১)	فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ	খোসা, ঝিল্লিকোষ	أَكْمَامٌ (و) كِمٌّ
আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে। (৩:৪৯)	وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ	অন্ধ, জন্মান্ধ	الأَكْمَهُ (ج) كُمْهٌ
অবশ্যই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (১০০:৬)	إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ	অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ	كَنُودٌ
সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর। (৯:৩৫)	فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ	পুঞ্জীভূত করা	كَنَزَ

যা চলমান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। (৮১:১৬)	ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ	তারকা, ধূমকেতু	كُنَّسٌ (و) كَانِسٌ
অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ। (২:২৩৫)	أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡ ۚ	গোপন করা, পর্দা ফেলা	أَكَنَّ
স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, (৪৩:৭১)	يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖ ۖ	গ্লাস, পানপাত্র, মগ	أَكْوَابٌ (و) كُوبٌ
অতঃপর তারা তা যবেহ করল, অথচ যবেহ করতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। (২:৭১)	فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفۡعَلُونَ	উপক্রম হওয়া	كَادَ
সূর্য যখন লেপটানো (নিষ্প্রভ) হবে। (৮১:১)	إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ	আলোকহীন করা	كَوَّرَ
অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখল। (৬:৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗا ۖ	নক্ষত্র, তারা	كَوْكَبٌ (ج) كَوَاكِبُ
ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। (২:১০)	وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ	হওয়া, থাকা, ছিল, আছে	كَانَ
আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়। (৩:১৪৬)	لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ ۗ	বিনত হওয়া	اسْتَكَانَ
বল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ, করতে থাক। (৬:১৩৫)	قُلۡ يَٰقَوۡمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ	স্থান, জায়গা	مَكَانٌ (ج) أَمْكِنَةٌ، مَكَانَةٌ
যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (৯:৩৫)	يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡ	সেক দেওয়া, সেকা, দগ্ধ করা, ইস্ত্রি করা	كَوَى
তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ’ বছর। (১৮:২৫)	وَلَبِثُواْ فِي كَهۡفِهِمۡ ثَلَٰثَ مِاْئَةٖ	পাহাড়ের প্রশস্ত গুহা	كَهْفٌ (ج) كُهُوفٌ
সে (ঈসা) দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে। (৩:৪৬)	وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلٗا	ত্রিশোর্ধ, প্রবীণ, বার্ধক্যে	كَهْلٌ (ج) كُهُولٌ

তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক নও। (৫২:২৯)	فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ	গণক, পুরোহিত	كَاهِنٌ (ج) كَهَنَةٌ
নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে। (৮৬:১৫)	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا	ষড়যন্ত্র করা	كَادَ
এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (৮৩:৩)	وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ	মাপা, ওজন করা, পরিমাপ করা	كَالَ

لام

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (৫৫:২২)	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	মুক্তা, মোতি, রত্ন	لُؤْلُؤٌ (و) لُؤْلُؤَةٌ
বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই উপলব্ধি করতে পারেনা। (২:২৬৯)	وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ	জ্ঞান, বুদ্ধি	لُبٌّ (ج) الألْبَابُ
		থামা, থেমে থাকা	لَبِثَ
সে বলেঃ আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি। (৯০:৬)	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا	অনেক, পর্যাপ্ত, পুরো	لُبَدٌ، لِبَدٌ (و) لُبْدَةٌ
এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করনা। (২:৪২)	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ	গোঁজামিল দেওয়া , সন্দেহ করা, মিশ্রিত করা	لَبَسَ
তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে। (৪৪:৫৩)	يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ	পরিধান করা, পরা	لَبِسَ
ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (১৬:৬৬)	نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ	দুধ, দুগ্ধ	لَبَنٌ (ج) أَلْبَانٌ
যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা, আর না (তোমাদের পাপ) অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে। (৪২:৪৭)	مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ	আশ্রয়স্থল, অবলম্বন	مَلْجَأً
বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল	بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ	গভীর হওয়া, মত্ত	لَجَّ

রয়েছে। (৬৭:২১)		থাকা	
যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। (৪১:৪০)	إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخۡفَوۡنَ عَلَيۡنَآ ۗ	ধাবিত হওয়া, অপব্যাখ্যা করা, বিচ্যুত হওয়া	أَلْحَدَ
তারা মানুষের কাছে যাঞ্চা করেনা। (২:২৭৩)	لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗا ۗ	কাকুতি মিনতি করা	إِلْحَافٌ
আর তাদের অন্যান্যের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। (৬২:৩)	وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُواْ بِهِمۡ ۚ	সম্পৃক্ত হওয়া	لَحِقَ
প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর। (৩৫:১২)	وَمِن كُلّٖ تَأۡكُلُونَ لَحۡمٗا طَرِيّٗا	গোশত, মাংস	لَحْمٌ (ج) لُحُومٌ
তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। (৪৭:৩০)	وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ ۚ	কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি	لَحْنٌ ج أَلْحَانٌ
হারূন বললঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ করনা। (২০:৯৪)	قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡيَتِي وَلَا بِرَأۡسِيٓۖ	দাড়ি, শ্মশ্রু	لِحْيَةٌ (ج) لُحًى
আর সে নিজের (অন্তরস্থ সততা) সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হচ্ছে কঠোর কলহপরায়ণ ব্যক্তি। (২:২০৪)	وَيُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ	অতি ঝগড়াটে	أَلَدُّ (ج) لُدٌّ
শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৩৭:৪৬)	بَيۡضَآءَ لَذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ	সুস্বাদু ও মজাদার ভাবা	لَذَّ
তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি হতে। (৩৭:১১)	إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۭ	আঠালি মাটি, ঠনঠনে	لَازِبٌ
প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি। (১৭:১৩)	وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ	আবশ্যিক করা	أَلْزَمَ
আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন। (২০:২৭)	وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي	জিব্বা, ভাষা	لِسَانٌ (ج) أَلْسِنَةٌ
সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কেহকেও কিছু জানতে না দেয়।	فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ	কোমল আচরণ করা	تَلَطَّفَ

(১৮:১৯)	بِكُمْ أَحَدًا		
আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি। (৯২:১৪)	فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ	দাউ দাউ করে জ্বলা	تَلَظَّى
এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬:৩২)	وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ	খেলা	لَعِبَ
তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন - যেহেতু তারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে। (২:৮৮)	بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ	অভিশাপ করা	لَعَنَ
আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৫০:৩৮)	وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ	ক্লান্তি, ক্লেশ, দুর্বলতা	لُغُوبٌ
তারা সেখানে ‘শান্তি’ ছাড়া কোন অর্থহীন কথা শুনবে না। (১৯:৬২)	لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا	বকবক করা	لَغَا
		ফিরানো, ঘুরিয়ে দেওয়া	لَفَتَ
আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। (২৩:১০৪)	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ	পোড়ানো, দগ্ধ করা	لَفَحَ
মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (৫০:১৮)	مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ	বলা, উচ্চারণ করা	لَفَظَ
এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে। (৭৫:২৯)	وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ	পেঁচানো, বিজড়িত হওয়া, সন্নিবিষ্ট হওয়া	الْتَفَّ
বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি। (২:১৭০)	بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ	পাওয়া, দেখতে পাওয়া	أَلْفَى
এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা। (৪৯:১১)	وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ	উপাধি, অপনাম	اَلْقَابٌ (و) لَقَبٌ
আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি। (১৫:২২)	وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ	পানিবাহী বায়ু	لَوَاقِحُ (و) لَاقِحٌ

অতঃপর ফির‘আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। (২৮:৮)	فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ	কুড়িয়ে নেওয়া	الْتَقَطَ
অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা ওটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল। (২৬:৪৫)	فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ	গিলা, গ্রাস করা	لَقِفَ
পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল। (৩৭:১৪২)	فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ	গ্রাস করা, গিলা	الْتَقَمَ
এবং যখন তারা মু’মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (২:১৪)	وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا	সাক্ষাৎ করা, মুখোমুখী হওয়া	لَقِيَ
আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (৫৪:৫০)	وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ	পলক, দৃষ্টি, দৃষ্টিপাত	لَمْحٌ
তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা। (৪৯:১১)	وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ	ভ্রুকুটি করা, নিন্দা করা	لَمَزَ
অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত। (৬:৭)	فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া	لَمَسَ
আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল। (৮৯:১৯)	وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا	সবটুকু, পুরোটা	لَمًّا
যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে, ছোট- খাট অপরাধ করলেও তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম। (৫৩:৩২)	ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ	ছোট গুনাহ, সগীরা	لَمَمٌ
সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। (৮৫:২২)	فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ	ফলক, তক্তা	لَوْحٌ (ج) أَلْوَاحٌ
তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ্ তো তাদেরকে জানেন। (২৪:৬৩)	قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ	আত্মগোপন করা	لِوَاذٌ
নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত। (২৩:৬)	إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ	তিরস্কার করা	لَامَ

لَوْنٌ (ج) أَلْوَانٌ	রং, বর্ণ, আভা	إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ	তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, ওটা দর্শকদেরকে আনন্দ দান করে। (২:৬৯)
لَوَى	বাঁকা করা, কথা পেঁচানো, বিদ্রুপ করা	وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ	আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে। (৩:৭৮)
لَهَبٌ	অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ	অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। (১১১:৩)
لَهَثَ	হাঁপানো, হাঁসফাঁস করা	فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ	তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও তাহলে জিহবা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে। (৭:১৭৬)
أَلْهَمَ	ইলহাম করা, অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا	অতঃপর তাকে তার অসৎ কাজ ও তার সৎ কার্জের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১:৮)
أَلْهَا	উদাসীন বানানো	أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ	প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। (১০২:১)
لَاتَ	কমানো, কম দেওয়া, হ্রাস করা, আক্ষেপে ফেলা	وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ	কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা। (৩৮:৩)
لَيْلٌ (مث) لَيْلَةٌ (ج) لَيَالِيُ	রাত, নিশি	وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً	এবং যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রজনীর অঙ্গীকার করেছিলাম। (২:৫১)
لَانَ	নরম হওয়া	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ	আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন। (৩:১৫৯)

ميم			
مَتَّعَ	উপভোগ করানো	قُلْ تَمَتَّعُوا۟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ	তুমি বলঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৪:৩০)
مَتِينٌ	সুদৃঢ়, প্রচণ্ড, শক্ত	وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ	আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত। (৭:১৮৩)
تَمَثَّلَ	আকৃতি ধারণ করা	فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا	সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৯:১৭)
مَجِيدٌ	মহান, মহিয়ান	ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ	আরশের অধিপতি মহিমময়। (৮৫:১৫)
مَجُوسٌ (و) مَجُوسِيٌّ	অগ্নিপূজক, অগ্নীধ	إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ	যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। (২২:১৭)
مَحَّصَ	বিশুদ্ধ করা, পূত করা	وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟	আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন। (৩:১৪১)
مَحَقَ	নিঃশেষ করা, মুছে ফেলা, বরকতহীন করা	وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ	এবং অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন। (৩:১৪১)
مِحَالٌ	কৌশল, কঠোর শাস্তি	وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ	এবং তিনি মহা শক্তিশালী। (১৩:১৩)
امْتَحَنَ	পরীক্ষা করা	أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ	আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। (৪৯:৩)
مَحَا	মুছে ফেলা, বিলীন করা	يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ	আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (১৩:৩৯)
مَوَاخِرُ (و) مَاخِرٌ	চলমান নৌযান	تَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ	তোমরা দেখ যে, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার।

(৩৫:১২)			
প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। (১৯:২৩)	فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ	প্রসব বেদনা	مَخَاضٌ
তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন। (১৩:৩)	وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا	টানা, প্রসারিত করা	مَدَّ
নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল। (১৫:৬৭)	وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ	শহর, মদিনা	مَدِيْنَةٌ (ج) مَدَائِنُ
তাহলে সঠিক বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (৪:৪)	فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا	তৃপ্তিদায়ক, তৃপ্তিভরে	مَرِيئًا
তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলনা। (১৯:২৮)	مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ	মানুষ, ব্যক্তি, সুদর্শন পুরুষ, স্বামী	مَرْءٌ، اِمْرَءٌ
আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে। (২৭:২৩)	إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ	রমণী, সুদর্শনা	امْرَأَةٌ، مَرْأَةٌ
তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। (২৫:৫৩)	وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ	প্রবাহিত করা	مَرَجَ
ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা। (১৭:৩৭)	وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا	বড়াই করা	مَرَحَ
মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। (৯:১০১)	وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَّرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ	অবাধ্য হওয়া	مَرَدَ
অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে কোন এক জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শূণ্য - নিজ ভিত্তির উপর পতিত। (২:২৫৯)	أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا	অতিক্রম করা, চলা	مَرَّ
এবং অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (২৬:৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ	অসুস্থ হওয়া	مَرِضَ
তুমি তোমার রবের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?(৫৩:৫৫)	فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ	তর্ক করা, সন্দেহ করা	مَارَى، مِرَاءً

আমি কন্যার নাম রাখলাম ‘মারইয়াম’। (৩:৩৬)	وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ	মারইয়াম ‘আলাইহিস সালাম	مَرْيَمُ
ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। (৮৩:২৭)	وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ	মিক্সার, মিশ্রণ	مِزَاجٌ (ج) أَمْزِجَةٌ
এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। (৩৪:১৯)	وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ	খণ্ড খণ্ড করা	مَزَّقَ
তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না কি আমি ওটা বর্ষণ করি?(৫৬:৬৯)	ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ	মেঘ, বৃষ্টিভরা মেঘ	مُزْنٌ (و) مُزْنَةٌ
তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল। (৪:৪৩)	فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ	মোছা	مَسَحَ
এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম। (৩৬:৬৭)	وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ	বিকৃত করা, রূপান্তর করা, কদাকার বানানো	مَسَخَ
তার গলদেশে খেজুর বাকলের রজ্জু রয়েছে। (১১১:৫)	فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	খেজুরের বাকলের রশি	مَسَدٌ (ج) أَمْسَادٌ
এবং তারা বলেঃ নির্ধারিত দিনসমূহ ব্যতীত (জাহন্নামের) আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা। (২:৮০)	وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া	مَسَّ
এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? (৬৭:২১)	أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ	আটকে রাখা	أَمْسَكَ، إِمْسَاكٌ
সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে। (৩০:১৭)	فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ	সন্ধ্যা করা	أَمْسَا
আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। (৭৬:২)	إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ	মিশ্রিত, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন	أَمْشَاجٌ (و) مَشْجٌ
যখন তাদের প্রতি আলোক প্রদীপ্ত হয় তখন তারা চলতে থাকে। (২:২০)	كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ	পায়ে হেঁটে চলা	مَشَى
কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি	ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ	শহর, গ্রাম, মিশর	مِصْر (ج) أَمْصَارٌ

অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। (২:৬১)			
অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে। (২৩:১৪)	فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً	মাংসপিণ্ড, মাংসখণ্ড	مُضْغَةٌ
এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারতো না। (৩৬:৬৭)	وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مُضِيًّا	গমন করা	مَضَى
অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারে বারিপাত ঘটালাম। (৭:৮৪)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا	বৃষ্টিপাত করা	أَمْطَرَ
অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। (৭৫:৩৩)	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ	অঙ্গভঙ্গি করে চলা	تَمَطَّى
এই পশুগুলি আট প্রকার রয়েছে, ভেড়ার এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বকরীর এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ। (৬:১৪৩)	ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ	ছাগল, বকরি	مَعْزٌ (ج) أَمْعُزٌ، مِعْزَاءُ
এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (১০৭:৭)	وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ	পানি, দাণ্ডকুড়াল, দান	مَاعُونٌ
মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে? (৪৭:১৫)	كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ	নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র	أَمْعَاءٌ (و) مَعْيٌ
নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (৪:২২)	إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا	জঘন্য, বিরক্তিকর	مَقْتٌ
এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়। (১৩:১৭)	وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ	থামা, থাকা	مَكَثَ
আর তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহও কৌশল করলেন। (৩:৫৪)	وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ	কৌশল করা	مَكَرَ
তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে	أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن	প্রতিষ্ঠিত করা	مَكَّنَ

দিইনি। (৬:৬)			
কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস দেয়া ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়। (৮:৩৫)	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ	হাততালি বাজানো	مُكَاءٌ
এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। (৫৬:৫৩)	فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ	ভরা, পরিপূর্ণ করা	مَلَأَ
একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, খর। (২৫:৫৩)	هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণ, লবণাক্ত, লোনতা	مِلْحٌ (ج) مِلَاحٌ
দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। (৬:১৫১)	وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ	নিঃস্ব হওয়া, অভাব	إِمْلَاقٌ
হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। (৫:২৫)	رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى	মালিক হওয়া	مَلَكَ
তার উচিত তা লিখে দেয়া, এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার উচিত স্বীয় রাব্ব আল্লাহকে ভয় করা। (২:২৮২)	فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ	লেখানো, লিখিয়ে নেওয়া	أَمَلَّ
তুমি বলঃ বরং আমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মে আছি। (২:১৩৫)	قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا	ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়	مِلَّةٌ (ج) مِلَلٌ
আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত।(৭:১৮৩)	وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ	সুযোগ দেওয়া	أَمْلَى
মূসা বললঃ হে হারূণ! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল। (২০:৯২)	قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓاْ	নিষেধ করা, রক্ষা করা	مَنَعَ
এবং আমিতো তোমার প্রতি আর একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (২০:৩৭)	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ	অনুগ্রহ করা, করুণা করা, খোটা দেওয়া	مَنَّ
শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (৪:১২০)	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا	বৃথা আশ্বাস দেওয়া	مَنَّى

কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে। (৯:১২৫)	وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ	মরে যাওয়া	مَاتَ
সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে। (১৮:৯৯)	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ ۖ	ঢেউ খেলা, তরঙ্গিত হওয়া	مَاجَ
যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে –(৫২:৯)	يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا	প্রলয় সৃষ্টি হওয়া	مَارَ
ওর ধন সম্পদ ও ওর উপার্জন ওর কোন উপকারে আসেনি। (১১১:২)	مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ	মাল, সম্পদ	مَالٌ (ج) أَمْوَالٌ
জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। (৩৮:৫৬)	جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ	প্রস্তুত করা, শয্যা পাতা	مَهَدَ
অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (৮৬:১৭)	فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا	সুযোগ দেওয়া	مَهَّلَ
অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। (৩২:৮)	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ	ইতর, অধম, নিকৃষ্ট	مَهِينٌ
আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়। (১৬:১৫)	وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ	আন্দোলিত হওয়া	مَادَ
আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যসামগ্রী এনে দিব। (১২:৬৫)	وَنَمِيرُ أَهْلَنَا	আহার্য আনা, রসদ আনা	مَارَ
সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা। (৩:১৭৯)	يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ	পৃথক করা	مَازَ
এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও। (৪:২৭)	وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا	ঝোঁকা, আক্রমণ করা	مَالَ

نون			
যখন আমি মানুষকে সম্পদ দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়। (১৭:৮৩)	وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦۖ	দূরে যাওয়া, সরে পড়া	نَأَى
আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন।(৯:৯৪)	نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِكُمۡۚ	সংবাদ দেওয়া	نَبَأَ
এবং সৃষ্টি করি এক গাছ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও তরকারী। (২৩:২০)	وَشَجَرَةٗ تَخۡرُجُ مِن طُورِ سَيۡنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهۡنِ وَصِبۡغٖ لِّلۡأٓكِلِينَ	জন্মানো, গজানো	نَبَتَ
তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে দিল (অমান্য করল), যেন তারা কিছুই জানে না। (২:১০১)	نَبَذَ فَرِيقٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ	নিক্ষেপ করা, বর্জন করা	نَبَذَ
আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না[২] এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯:১১)	وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَابِ	অপনামে ডাকা	تَنَابَزَ
যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের মধ্যে যারা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। (৪:৮৩)	ٱلَّذِينَ لَعَلِمَهُ مِنۡهُمۡ ٱلۡأَمۡرِ أَوۡلِي وَإِلَىٰٓ ٱلرَّسُولِ إِلَىٰ رَدُّوهُ وَلَوۡ مِنۡهُمۡ وَيَسۡتَنۢبِطُونَهُ	খুঁজে বের করা	اسْتَنْبَطَ
তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে ঝরনারূপে প্রবাহিত করেন। (৩৯:২১)	أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِي ٱلۡأَرۡضِ	ঝর্ণা, ফোয়ারা	يَنبُوعٌ (ج) يَنَابِيعُ
এবং আরো স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিল যেন একখন্ড ছায়াদার মেঘ।	وَإِذۡ نَتَقۡنَا ٱلۡجَبَلَ فَوۡقَهُمۡ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٞ	উত্তোলন করা, তুলে ধরা	نَتَقَ

(৭:১৭১)			
যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (৮২:২)	وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ	ছিটকে পড়া	انتَثَرَ
এবং আমি কি তাকে দুটি পথ দেখাই নি? (৯০:১০)	وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ	ভালো মন্দ দুই পথ	النَّجْدَيْنِ
অংশীবাদীরা তো অপবিত্র (৯:২৮)	إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ	নাপাক, অপবিত্র	نَجَسٌ (ج) أَنْجَاسٌ
হে কিতাবীগণ, তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর? অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরই অবতীর্ণ হয়েছে। (৩:৬৫)	يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعْدِهِۦٓ	ইনজীল শরীফ	الإِنجِيلُ (ج) أَنَاجِيلُ
এবং ;পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও (স্থাপন করেছেন) আর ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। (১৬:১৬)	وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ	নক্ষত্র, লতা	النَّجْمُ (ج) النُّجُومُ
দু'জন কারা-বন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হল সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও। (১২:৪৫)	وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِۦ	মুক্তি পাওয়া	نَجَا
ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। (৩৩:২৩)	فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ	দায়িত্ব, কর্তব্য, জিম্মা	نَحْبٌ
তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ করো, তোমরা কি তাদেরই ইবাদাত কর? (৩৭:৯৫)	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ	ভাস্কর্য বানানো	نَحَتَ
সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। (১০৮:২)	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ	উট জবাই করা	نَحَرَ
তাদের উপর আমি নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম। (৫৪:১৯)	إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ	অশুভ, দুর্ভাগ্য	نَحْسٌ (ج) نُحُوسٌ؛ نَحِسَاتٌ (و) نَحِسَةٌ
তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে। (১৬:৬৮)	وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا	মৌমাছি, মধুপোকা	نَحْلٌ

তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও। (৪:৪)	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	খুশি মনে দেওয়া	نِحْلَةٌ (ج) نِحَلٌ
আর আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না! (২৮:১৩৮)	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ	আমরা, মোরা	نَحْنُ
জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? (৭৯:১১)	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً	পুরাতন গলিত হাড্ডি	نَخِرَةٌ (ج) نَوَاخِرُ
এবং তোমাদেরকে খেজুর কান্ডে শূলবিদ্ধ করব। (২০:৭১)	وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ	খেজুর গাছ, খেজুর, খুর্মা	نَخْلٌ (مث) نَخْلَةٌ (ج) نَخِيلٌ
তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাবে? ৪১:৯	وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ	সমতুল্য, সমকক্ষ	أَندَادٌ (و) نِدٌّ
আল্লাহ বললেন, ‘অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে। (২৩:৪০)	قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ	অনুতপ্ত, মর্মাহত	نَادِمٌ
আমি তাকে আহবান করেছিলাম তূর পর্বতের ডান দিক হতে এবং আমি নিভৃত আলাপ করা অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। (১৯:৫২)	وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا	আহ্বান করা	نَادَى
তোমরা যা কিছু ব্যয় করো কিংবা যা কিছু মানত করো আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। (২:২৭০)	وَيَعْلَمُهُ ٱللَّهُ فَإِنَّ نَّذْرٍ مِّن نَّذَرْتُم أَوْ نَّفَقَةٍ مِّن أَنفَقْتُم وَمَآ	মানত করা, শপথ করা	نَذَرَ
আর সে তার হাত (বগল থেকে) টেনে বের করল, তখন তা দর্শকদের দৃষ্টিতে সাদা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। (৭:১০৮)	لِلنَّٰظِرِينَ بَيْضَآءُ هِىَ فَإِذَا وَيَدَهُۥ وَنَزَعَ	টেনে বের করা	نَزَعَ
যদি শয়তানের কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। (৪১:৩৬)	بِٱللَّهِ فَٱسْتَعِذْ نَزْغٌ ٱلشَّيْطَٰنِ مِنَ يَنزَغَنَّكَ وَإِمَّا	উসকানি দেওয়া	نَزَغَ
তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা। (৩৭:৪৭)	يُنزَفُونَ عَنْهَا هُمْ وَلَا غَوْلٌ فِيهَا لَا	মাতাল হওয়া	أَنْزَفَ
তুমি আরও বলবে, ‘হে আমার রব, আমাকে বরকতময় অবতরণস্থলে অবতরণ করান। (২৩:২৯)	مُّبَارَكًا مُنزَلًا أَنزِلْنِى رَّبِّ وَقُل	অবতরণ করা, নাযিল হওয়া	نَزَلَ

النَّسِيءُ	মাস পিছিয়ে দেওয়া	ٱلْكُفْرِ فِى زِيَادَةٌ ٱلنَّسِىٓءُ إِنَّمَا	নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী বৃদ্ধি করে (৯:৩৭)
مِنسَأَةٌ	লাঠি, যষ্ঠি	مِنسَأَتَهُۥ تَأْكُلُ ٱلْأَرْضِ دَآبَّةُ إِلَّا مَوْتِهِۦٓ عَلَىٰ دَلَّهُمْ مَا	তখন মাটির পোকা জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। (৩৪:১৪)
نَسَبٌ (ج) أَنسَابٌ	রক্তের সম্বন্ধ	وَصِهْرًا نَسَبًا وفَجَعَلَهُۥ بَشَرًا ٱلْمَآءِ مِنَ خَلَقَ ٱلَّذِى وَهُوَ	এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। (২৫:৫৪)
نَسَخَ	মুছে ফেলা, রহিত করা	مِثْلِهَآ أَوْ مِّنْهَآ بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنسِهَآ أَوْ ءَايَةٍ مِنْ نَنسَخْ مَا	আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি। (২:১০৬)
نَسَفَ	উড়িয়ে দেওয়া	ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا	অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। ৯৭:২০))
نَاسِكٌ	বিধান পালনকারী	لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ	আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ইবাদাতের নিয়মকানুন - তারা যার অনুসরণকারী। ,নির্ধারণ করে দিয়েছি ৬৭:২২))
نَسَلَ	দৌড়ে আসা	وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ	আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। (২১:৯৬)
نِسَاءٌ، نِسْوَةٌ (و) إِمْرَأَةٌ	নারী জাতি	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى ٱلْمَدِينَةِ	আর নগরীতে মহিলারা বলাবলি করল (১২:৩০)
نَسِيَ	ভুলে যাওয়া	فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ	অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? (১৮:৫৭)
نَشَّأَ	প্রতিপালন করা, বড় করা	أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ	তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম। (৪৩:১৮)
نَشَرَ	ছড়ানো	فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ	তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাঁর করুণা ছড়িয়ে দেবেন (১৮:১৬)
نَشَزَ	উঠে যাওয়া, দাঁড়ানো	وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟	আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা উঠে যাও’, তখন তোমরা উঠে যাবে। (৫৮:১১)

শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে। (৭৯:২)	وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشْطًا	বাঁধন মৃদুভাবে খোলা	نَشْطٌ
অতএব যখন অবকাশ পাবে, তখন (আল্লাহর পথে) পরিশ্রম করবে (৯৪:৭)	فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ	প্রশ্রম করা	نَصِبَ
আর পর্বতমালার দিকে ?কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে ,)৮৮(১৯:	وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ	স্থাপন করা	نَصَبَ
এবং চুপ থাক যাতে তোমরা রহমত লাভ কর। , (২০৪:৭)	وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ	চুপ থাকা	أَنْصَتَ
আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না (৩৪:১১)	وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ	নসীহত করা	نَصَحَ
আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। (১২৩:৩)	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ	সাহায্য করা	نَصَرَ
আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। (১১:৪)	وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ	অর্ধেক, আধা, অর্ধাংশ	نِصْفٌ (ج) أَنْصَافٌ
কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে। (৯৬:১৫)	بِٱلنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا	কপাল, কপালের কেশ, করোটি	نَاصِيَةٌ (ج) نَوَاصِيُ
নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে অবশ্যই তাদেরকে আমরা আগুনে পোড়াব। (৪:৫৬)	إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا	পোড়া, দগ্ধ হওয়া	نَضِجَ
উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। (৫৫:৬৬)	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ	উচ্ছ্বসিত প্রস্রবণ	نَضَّاخَةٌ
আর উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষযাতে আছে কাঁদি কাঁদি ; খেজুর। (৫০:১০)	وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	ঘনভাবে সাজানো, স্তরে স্তরে সজ্জিত	نَضِيدٌ
সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (৭৫:২২)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ	লাবণ্যতা, মাধুরী	نَضْرَةٌ
আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত	وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ	শিঙের আঘাতে হত	نَطِيحَةٌ (ج) نَطَائِحُ

জন্তু, পতনে মৃত জন্তুশৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু। , (৫:৩)			
তিনি মানুষকে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন পরে সে প্রকাশ্য ; বিতন্ডাকারী হয়ে বসল! (১৬:৪)	خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٞ مُّبِينٞ	মনি, বীর্য, শুক্র	نُطۡفَةٌ (ج) نُطَفٌ
এবং আমার নিকট আছে এক গ্রন্থ; যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না । (২৩:৬২)	يُظۡلَمُونَ لَا وَهُمۡ بِٱلۡحَقِّ يَنطِقُ كِتَٰبٞ وَلَدَيۡنَا	বলা, কথা বলা	نَطَقَ
তুমি দেখবেযাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে , বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। (৪৭:২০)	ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ نَظَرَ ٱلۡمَغۡشِيِّ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ	দেখা, তাকানো	نَظَرَ
এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা। (৩৮:২৩)	نَعۡجَةٗ وَتِسۡعُونَ تِسۡعٞ وَلَهُۥٓ أَخِي هَٰذَآ إِنَّ	দুম্বা, দুম্বী, ভেড়ী	نَعۡجَةٌ (ج) نِعَاجٌ
স্মরণ কর ও) যখন তিনি তাঁর পক্ষ হতে নিরাপত্তা , দানের জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় (শান্তিআচ্ছন্ন করেন। (৮:১১)	إِذۡ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ	তন্দ্রা, ঝিমুনি, শ্রান্তি	نُعَاسٌ
আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত যে , ডাক ছাড়া আর কিছুই -এমন কিছুকে ডাকছে যে হাঁক শুনে না। (২:১৭১)	وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءٗ	আর্তনাদ করা	نَعَقَ
নিশ্চয় আমি আপনার রবঅতএব আপনার জুতা জোড়া , উপত্যকায় 'তুওয়া' কারণ আপনি পবিত্র ,খুলে ফেলুন রয়েছেন। (২০:১২)	إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى	জুতা, পাদুকা, চপ্পল	نَعۡلٌ (ج) أَنۡعُلٌ، نِعَالٌ
তাদের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। (১:৬)	صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ	নিয়ামত দান করা	أَنۡعَمَ، نَعَّمَ
অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে, সেটা কবে? (১৭:৫১)	فَسَيُنۡغِضُونَ إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَۖ	হেলানো, নাড়া দেওয়া	أَنۡغَضَ
আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদেরযারা গিরায় ফুঁক দেয়। , (১১৩:৪)	وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ	ফুৎকারকারিণী	النَّفَّاثَاتِ
আর আপনার রব এর শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা অবশ্যই বলে উঠবে' ,হায় দুর্ভোগ আমাদের , আমরা তো ছিলাম যালেম।(২১:৪৬)	وَلَئِن مَّسَّتۡهُمۡ نَفۡحَةٞ مِّنۡ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ	বাতাস, হাওয়া, বায়ু, বার, পালা, পর্ব	نَفۡحَةٌ

অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে - একটি মাত্র ফুঁক। (৬৯:১৩)	فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٌ وَٰحِدَةٌ	ফুঁ দেওয়া, ফোঁকা	نَفَخَ
নিশ্চয় এটি আমার রুযী যার কোন শেষ নেই। ;(৩৮:৫৪)	إِنَّ هَٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ	ফুরিয়ে যাওয়া	نَفِدَ
হে জিন ও মানব সম্প্রদায় আসমানসমূহ ও যমীনের সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর। (৫৫:৩৩)	يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ	অতিক্রম করা	نَفَذَ
বলুনআমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে , যেজিন্দের , একটি দল মনোযোগের সাথে শুনেছে। (৭২:১)	قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ	পরিবার ছেড়ে সফর করা	نَفَرَ
শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়। (৮১:১৮)	وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ	শ্বাস গ্রহণ করা	تَنَفَّسَ
যখন তাঁরা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কেতাতে ; রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ। (২১:৭৮)	إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ	রাতে চরা, ধুনিত করা	نَفَشَ
বলুনযা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার কোন আল্লাহ্ , অধিকার নেই আমার নিজের ক্ষতি বা মন্দের। (১০:৪৯)	قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ	উপকার করা	نَفَعَ
যারা গায়েবেরপ্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২:৩)	ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ	ব্যয় করা	أَنۡفَقَ
লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে। (৮:১)	يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ	গানীমাতের মাল	أَنۡفَالٌ (و) نَفَلٌ
বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। (৫:৩৩)	ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ	নির্বাসিত করা	نَفَى
আমি তাদের পূর্বে আরো কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিতারা ,যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল , বিদেশে-দেশেভ্রমণ করে ফিরত, তাদের জন্য নিষ্কৃতির কোন পথ রইল না। (৫০:৩৬)	وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هُمۡ أَشَدُّ مِنۡهُم بَطۡشٗا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ هَلۡ مِن مَّحِيصٍ	তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ানো	نَقَّبَ
তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে	فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ	উদ্ধার করা, মুক্তি	أَنۡقَذَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার। (৩:১০৩)		দেওয়া	
যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (৭৪:১০)	يَسِيرٍ غَيْرُ ٱلْكَٰفِرِينَ عَلَىٰ	ফুক দেওয়া, ফুৎকার করা	نَقَرَ
আর আমরা তোমাদের কে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ,সম্পদ-ক্ষুধা এবং ধন , দ্বারা। (২:১৫৫)	وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ	হ্রাস করা	نَقَصَ
অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদেরকে লা নত করেছি।’(৫:১৩)	فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ	ভাঙা	نَقَضَ
ফলে তারা তা দ্বারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। (১০০:৪)	فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا	ধূলা, ধুলোবালি, ধুলো	نَقْعٌ (ج) نِقَاعٌ، نُقُوعٌ
আর তারা শুধু এই জন্য দোষারোপ করেছিল যে , তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর রাসূল অভাবমুক্ত করে দিয়েছিলেন। (৯:৭৪)	وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ	অপছন্দ করা	نَقَمَ
যারা পরকালে বিশ্বাস করে নাতারা অবশ্যই সরল পথ , হতে বিচ্যুত।(২৩:৭৪)	وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ	বিপথগামী, পথভ্রষ্ট	نَاكِبٌ
অতএব তোমরা ওর দিকদিগন্তে বিচরণ কর- এবং তাঁর দেওয়া রুযী হতে আহার্য গ্রহণ কর। (৬৭:১৫)	فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ	কাঁধ, পার্শ্ব, উচ্চস্থান	مَنَاكِبُ (و) مَنْكَبٌ
অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। (১০:৪৮)	فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ	ভঙ্গ করা	نَكَثَ
আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। (২২:৪)	وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ	বিয়ে করা	نَكَحَ
আর যা নিকৃষ্টতাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই ,	وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ	সামান্য, কিঞ্চিৎ,	نَكِدٌ

জন্মে না। (৭:৫৮)		ন্যূনতম	
অতঃপর তিনি যখন দেখলেন তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে নাতখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন এবং তাদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে ভীতি সঞ্চার হল। (১১:৭০)	فَلَمَّا رَءَآ أَيۡدِيَهُمۡ لَا تَصِلُ إِلَيۡهِ نَكِرَهُمۡ وَأَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗۖ	অপছন্দ করা	نَكِرَ
তারপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং তার বলল , ‘তুমি তো জানই যে’এরা কথা বলে না। , (২১:৬৫)	ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمۡ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ	উল্টামুখী করা	نَكَسَ
অতঃপর দু দল যখন পরস্পর দৃশ্যমান হল তখন সে পিছনে সারে পড়ল। (৮:৪৮)	فَلَمَّا تَرَٰٓءَتِ ٱلۡفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ	প্রস্থান করা	نَكَصَ
আর যারা হেয় জ্ঞান করেছে (আল্লাহর ইবাদাত করা) তাদেরকে তিনি ,এবং অহংকার করেছে কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। (৪:১৭৩)	وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا	বিব্রত বোধ করা	اسْتَنْكَفَ
নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন। (৭৩:১২)	إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنكَالٗا وَجَحِيمٗا	লৌহ শিকল, জিঞ্জীর	أَنْكَالٌ (و) نِكْلٌ
সারি সারি উপাধান। (৮৮:১৫)	وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ	গালিচা, কোমল শয্যা	نَمَارِقُ (و) نُمْرُقَةٌ
অবশেষে যখন তারা পিপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া বলল‘ ,হে পিপড়া!বাহিনী- (২৭:১৮)	حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوۡاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ	পিঁপড়া, পিপীলিকা	نَمْلَةٌ (ج) نَمْلٌ
তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে। (৩:১১৯)	وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ	আঙুলসমূহ, অঙ্গুলি	أَنَامِلُ (و) أُنْمُلَةٌ
পিছনে নিন্দাকারীযে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়। (৬৮:১১) ,	هَمَّازٖ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٖ	নিন্দা, কুৎসা, পরনিন্দা	نَمِيمٌ (ج) نَمَائِمُ
তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। (৫:৪৮)	لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ	পথ, মহাসড়ক	مِنْهَاجٌ (ج) مَنَاهِيجُ

نَهَرَ	ধমকানো, ঝাড়ি মারা	وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا	এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। (১৭:২৩)
نَهَى	নিষেধ করা, বিরত রাখা	وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ	শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল‘ ,পাছে তোমরা উভয় ফিরিশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওএ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ , থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (৭:২০)
نَاءَ	ভারাক্রান্ত করা, ক্লান্ত করা	إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ	চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। (২৮:৭৬)
أَنَابَ	প্রত্যাবর্তন করা	إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ	আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যারা তাঁর অভিমুখী তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান। (১৩:২৭)
نَارٌ (ج) نِيرَانٌ	আগুন, অগ্নিময় দোযখ	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ	আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে তারাই আগুনের অধিবাসী। (২:৩৯)
مُنِيرٌ	আলোকোজ্জ্বল	وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ	মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞানপথনির্দেশ ও দীপ্তিমান , কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে। (২২:৮)
النَّاسُ	মানুষ, মানবজাতি	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ	মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে‘ ,আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী।’ (২:৮)
تَنَاوُشٌ	নাগাল পাওয়া	وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ	এবং এরা বলবে‘ ,আমরা তা বিশ্বাস করলাম।কিন্তু ’ ?এখন এতদূর হতে ওর নাগাল পাবে কিরূপে(৩৪৫২:)
مَنَاصٌ	পলায়ন, নিষ্কৃতি লাভ	كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا	এদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি, তখন ওরা সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিল। (৩৮:৩)
نَاقَةٌ (ج) نُوقٌ، أَنُوقٌ	উটনী, উষ্ট্রী	آيَةً لَّكُمُ اللَّهِ نَاقَةُ هَٰذِهِ	এটি আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। (৭:৭৩)
نَوْمٌ	ঘুম, নিদ্রা	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا	আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম। (৭৮:৯)
نُونٌ (ج) أَنْوَانٌ، نِينَانٌ	মাছ, বৃহৎ মৎস	وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا	আর নু-যুন (স্মরণ কর)ন ,এর কথা(ওয়ালা ইউনুস-মাছ) যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গেল। (২১:৮৭)

النَّوَى (و) نَوَاةٌ	আঁটি, খেজুরের আঁটি, বিচি	إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ	নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে জীবন্তকে নির্গত করেন। (৬:৯৫)
نَالَ	পাওয়া, লাভ করা, অর্জন করা, কবুল করা, পৌঁছা, দান করা	وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ	আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন এবং তারা কোন কল্যান লাভ করেনি। (৩৩:২৫)

واو

مَوْئُودَةٌ	জীবিত দাফনকৃত কন্যা, জীবন্ত সমাহিত	وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ	যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাকে-জিজ্ঞেস করা হবে। (৮১:৮)
مَوْئِلٌ	আশ্রয়, আশ্রয়স্থল	بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا۟ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًا	কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুতি মুহূর্ত, যা থেকে তারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। (১৮:৫৮)
أَوْبَارٌ (و) وَبَرٌ	পশম, লোম, রোম	وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	আর (ব্যবস্থা করেছেন) তাদের পশম, লোম ও চুল থেকে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ। (১৬:৮০)
أَوْبَقَ	ধ্বংস করা,	أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ	অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। (৪২:৩৪)
وَابِلٌ	প্রবল বর্ষণ	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	আর যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা যথার্থ প্রত্যক্ষকারী। (২:২৬৫)
وَبَالٌ	কুপরিণতি	أَمْرِهَا وَبَالَ فَذَاقَتْ	তারা তাদের কৃতকর্মের খারাপ প্রতিফল আস্বাদন করল। (৬৫:৯)
أَوْتَادٌ (و) وَتِدٌ	পেরেক, কীলক, অর্গল	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ	এদের পূর্বেও রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল ,নূহ , আদ ও' কীলক বিশিষ্ট ফিরআউন সম্প্রদায়। (৩৮:১২)

وَتَرَ	কম করা, কমিয়ে দেওয়া	وَٱللَّهُ مَعَكُمۡ وَلَن يَتِرَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ	আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না। (৪৭:৩৫)
وَتِينٌ (ج) أَوۡتِنَةٌ	রক্তবাহী নাড়ী, গর্দান	ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ	এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। (৬৯:৪৬)
أَوۡثَقَ	মজবুত করে বাঁধা	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ	এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ বাঁধতে পারবে না। (৮৯:২৬)
أَوۡثَانٌ (و) وَثَنٌ	মূর্তি, প্রতিমা	وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنٗا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ	ইবরাহীম বললপার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। (২৯:২৫)
وَجَبَ	পড়ে যাওয়া	فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ	তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় [৫] তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্থকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে। (২২:৩৬)
وَجَدَ	পাওয়া, লাভ করা	أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنۡهَا مَحِيصٗا	এ সকল লোকের বাসস্থান জাহান্নাম। তা হতে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না। (৪:১২১)
أَوۡجَسَ	ভয় পাওয়া	فَأَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗۖ	তখন তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। (৫১:২৮)
أَوۡجَفَ	হাঁকানো, দ্রুত চালানো	وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ	আল্লাহ তাদের যে (বিনা যুদ্ধে) নিকট হতে (ইয়াহুদীদের) তার জন্য তোমরা ঘোড়া ,সম্পদ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন ছুটাওনি এবং উটও নয়। (৫৯:৬)
وَجِلَ	ভয় পাওয়া, দুরদুর করা	قَالُواْ لَا تَوۡجَلۡ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ	তারা বলল, ‘ভয় করো না। আমরা তোমাকে একজন জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি’। (১৫:৫৩)
وَجَّهَ	অভিমুখী হওয়া	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلۡقَآءَ مَدۡيَنَ	যখন মূসা মাদ্‌য়্যান অভিমুখে যাত্রা করল। (২৮:২২)
أَحَدٌ (ج) آحَاد (مث) إِحۡدَى	এক, একটি, একক সত্তা, একজন, জনৈক, কেউ,	لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا	কিন্তু আমি বলিতিনি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না। (১৮:৩৮)

		অন্যতম	
যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে। (৮১:৫)	وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ	পশু, বন্যপশু	وُحُوْشٌ (و) وَحْشٌ
তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়তুমি তারই অনুসরণ কর। , (৬:১০৬)	ٱتَّبِعۡ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ	ওয়াহি প্রেরণ করা	أَوْحَى
কোন এক সময় অবিশ্বাসীরা আকাঙ্ক্ষা করবে যেতারা , !যদি মুসলিম হত (১৫:২)	رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسۡلِمِينَ	কামনা করা	وَدَّ
তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৯৩:৩)	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	বিদায় করা	وَدَعَ
তারপর তুমি দেখতে পাও তার মাঝ থেকে বৃষ্টি-ফোঁটা নির্গত হচ্ছে, অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাদের নিকট তিনি ইচ্ছে করেন তাদের কাছে যখন তা পৌঁছে দেন। (৩০:৪৮)	فَتَرَى ٱلۡوَدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلَٰلِهِۦۖ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٖ	বৃষ্টি, বর্ষণ	وَدْقٌ
কেউ কোন বিশ্বাসীকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক বিশ্বাসী দাস মুক্ত করা এবং তার (নিহতের) করা বিধেয়। পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ (৪:৯২)	وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ	খুনের মাশুল, রক্তপণ	دِيَةٌ (ج) دِيَاتٌ
তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। (২০:১২)	إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى	উপত্যকা	وَادٍ (ج) أَوْدِيَةٌ
ওটা তাদেরকে রাখবে নাআ ,র ছেড়ে দেবে না। (৭৪:২৮)	لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ	পরিহার করা, ছাড়া	وَذَرَ
যে উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূবের বংশের। (১৯:৬)	يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖ	ওয়ারিস হওয়া	وَرِثَ
যখন সে মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছল। (২৮:২৩)	وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ	পৌঁছা, অবতরণ করা	وَرَدَ
এবং তারা বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। (২০:১২১)	وَطَفِقَا يَخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِن وَرَقِ ٱلۡجَنَّةِ	পাতা, পাত	وَرَقٌ (ج) أَوْرَاقٌ (مث) وَرَقَةٌ

এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর। (১৮:১৯)	ٱلْمَدِينَةِ إِلَىٰ هَٰذِهِۦٓ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟	রূপার পাত, রৌপ্যমুদ্রা	وَرِقٌ (ج) أَوْرَاقٌ
অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন যে তার ভায়ের , শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায়তা দেখাবার উদ্দেশ্যে , মাটি খনন করতে লাগল। (৫:৩১)	فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ	আবৃত করা, লুকানো	وَارَى
কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। (৫৩:৩৮)	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা বহন করা	وَزَرَ
হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। (২৭:১৯)	وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ	কুচকাওয়াজ করা, শক্তি যোগানো, অনুকূল করা	أَوْزَعَ
সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে। (৭:৮)	وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ	ওজন করা, মাপা	وَزَنَ
অতঃপর শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (১০০:৫)	فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا	মাঝখানে ঢুকে পড়া	وَسَطَ
তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। (২:২৫৫)	وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ	প্রশস্ত হওয়া	وَسِعَ
এবং রজনীর আর তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার শপথ। (৮৪:১৭)	وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ	আচ্ছন্ন করা, ধারণ করা	وَسَقَ
হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৫:৩৫)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ	মাধ্যম, উপায়, ওসিলা	وَسِيلَةٌ (ج) وَسَائِلُ
আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেব। (৬৮:১৬)	سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ	পোড়া দাগ দেওয়া	وَسَمَ
তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। (২:২৫৫)	لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ	তন্দ্রা, ঝিমুনি	سِنَةٌ
অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। (২০:১২০)	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ	কুমন্ত্রণা দেওয়া	وَسْوَسَ
সেটা এমন এক গাভি যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত। (২:৭১)	تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا	দাগ, কলঙ্ক, দোষত্রুটি	شِيَةٌ
বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।	دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ	চিরস্থায়ী, বিরামহীন	وَاصِبٌ

(৩৭:৯)			
এবং তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহার দরজায় প্রসারিত করে। (১৮:১৮)	وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ	প্রবেশপথ, চৌকাট	وَصِيدٌ (ج) وُصُدٌ
তিনি তাদের এরূপ বলার প্রতিফল অচিরেই তাদেরকে দেবেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৬:১৩৯)	سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ	বর্ণনা করা	وَصَفَ
আর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পরপর বাণী পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৮:৫১)	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ	পৌঁছা, নাগাল পাওয়া	وَصَلَ
তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজীবন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (১৯:৩১)	وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا	ওসিয়ত করা, নির্দেশ দেওয়া	وَصَّى
আর আসমান, তিনি তাকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন দাঁড়িপাল্লা (৫৫:৭)	وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ	রাখা, স্থাপন করা	وَضَعَ
স্বর্ণ- ও দামী পাথর খচিত আসনে। (৫৬:১৫)	عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ	সুউচ্চ, অলংকৃত	مَوْضُونَةٌ
যদি এমন কতকগুলো বিশ্বাসী নর ও নারী না থাকত , অর্থাৎ তাদেরকে তোমরা ,জান না যাদেরকে তোমরা পদদলিত করতেফলে তাদের কারণে অজ্ঞাতসারে ; তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (৪৮:২৫)	وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ	পদদলিত করা	وَطَأَ
অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রী)যয়নাবের-সাথে বিবাহ (সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় তাদের কোন বিঘ্ন না থাকে। (৩৩:৩৭)	فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ	কামনা, প্রয়োজন	وَطَرٌ (ج) أَوْطَارٌ
অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে (৯:২৫)	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ	বাসস্থান, স্থান	مَوَاطِنُ (و) مَوْطِنٌ
আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য। (১৮:৯৮)	وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا	ওয়াদা করা, প্রতিজ্ঞা	وَعَدَ

		করা, চুক্তি করা	
ওরা বলল, ‘তুমি উপদেশ দাও অথবা না দাও উভয়ই আমাদের নিকট সমান। (২৬:১৩৬)	قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ	ওয়াজ করা	وَعَظَ
আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং যাতে স্মৃতিধর কর্ণ এটা স্মরণ রাখে। (৬৯:১২)	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ	মনে রাখা, সংরক্ষণ করা	وَعَى
যেদিন মুত্তাকীদেরকে দয়াময়ের নিকট একত্রিত করব সম্মানিত অতিথি হিসেবে। (১৯:৮৫)	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا	প্রতিনিধি, দলে দলে, দূত	وَفْدٌ (ج) وُفُودٌ
জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের প্রতিফলপূর্ণ , প্রতিফল। (১৭:৬৩)	مَّوْفُورًا جَزَاءً جَزَاؤُكُمْ جَهَنَّمَ فَإِنَّ	পরিপূর্ণ, ভরপুর	مَوْفُورٌ
সে দিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে) ;মনে হবেযেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত (হচ্ছে। (৭০:৪৩)	يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ	দৌড়ানো, ত্বরা করা	أَوْفَضَ
যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তির ইচ্ছা রাখেতাহলে আল্লাহ , তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (৪:৩৫)	إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ	অনুকূল করা, তাওফিকদেওয়া	وَفَّقَ
এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। (৭৮:২৬)	جَزَاءً وِفَاقًا	আনুকূল্য, যথাযোগ্য	وِفَاقٌ
এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (৫৩:৩৭)	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ	পূর্ণ করা	وَفَّى
অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। (১১৩:৩)	وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	অন্ধকার আচ্ছন্ন করা	وَقَبَ
অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (১৫:৩৮)	إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ	সময় ধার্য করা	وَقَّتَ
যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন। (৫:৬৪)	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ	আগুন জ্বালানো	أَوْقَدَ
আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত	وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ	প্রহারে নিহত	مَوْقُوذَةٌ

জন্তু। (৫:৩)			
যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর (৪৮:৯)	لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	সম্মান করা	وَقَّرَ
আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা। (৪১:৫)	وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ	ভার, ভারি বোঝা	وِقْرٌ (ج) أَوْقَارٌ
হূদ বলল, 'তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে। (৭:৭১)	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ	ঘটা, পতিত হওয়া	وَقَعَ
তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে দোযখের পাশে দাঁড় করানো হবে[১] এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদের (পৃথিবীতে) প্রত্যাবর্তন ঘটত! (৬:২৭)	وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ	দাঁড় করানো, থামানো	وَقَفَ
অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। (৫২:২৭)	فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ	রক্ষা করা, মুক্ত করা	وَقَى
আর তাদের গৃহের জন্য দিতাম দরজা ও পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৪৩:৩৪)	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ	হেলান দেওয়া	تَوَكَّأَ
শপথ দৃঢ় করবার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না (১৬:৯১)	وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا	মজবুত করা	تَوْكِيدٌ
তখন মূসা ওকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। (২৮:১৫)	فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ	থাপ্পড় মারা, ঘুষি মারা	وَكَزَ
বল, 'মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। (৩২:১১)	بِكُمْ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ	উকিল নিয়োগ করা	وَكَّلَ
তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাত্রিতে। (৫৭:৬)	ٱلَّيۡلِ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلَّيۡلَ يُولِجُ	প্রবেশ করা	وَلَجَ
শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে তার। (৯০:৩)	وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ	জন্ম দেওয়া	وَلَدَ
হে মু'মিনগণ! যে সব কাফির তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (৯:১২৩)	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ	নিকটে থাকা	وَلَى

وَنَى	অলসতা করা	ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى	তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (২০:৪২)
وَهَبَ	দেওয়া, উৎসর্গ করা	وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا	এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। (৬:৮৪)
وَهَّاجٌ	আলোক বিকীর্ণকারী, আলোকবিচ্ছুরক, জ্যোতির্ময়	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا	এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ। (৭৮:১৩)
وَهَنَ	কষ্ট করা, ভেঙে পড়া, দুর্বল হওয়া	قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ	সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে। (১৯:৪)
وَاهِيَةٌ	দুর্বল, চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিদীর্ণ	وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ	আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে অসার হয়ে পড়বে। (৬৯:১৬)
وَيْلٌ	ধ্বংস!, দুর্ভাগ্য!, ধিক!, দোযখের নাম	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (১০৪:১)

هاء			
هَبَطَ	نামা, নিম্নস্থানে যাওয়া	ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ	তোমরা একে অন্যের শত্রু রুপে নেমে যাও। (২:৩৬)
هَبَاءٌ (ج) أَهۡبَاءٌ	ধুলো, ধূলা, বালি	فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورٗا	অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব। (২৫:২৩)
تَهَجَّدَ	তাহাজ্জুদ পড়া	وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً	আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। (১৭:৭৯)
هَجَرَ	পরিত্যাগ করা	وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا	এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল। (৭৩:১০)
هَجَعَ	ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া	كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ	রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। ৫১:১৭
هَدًّا	ভেঙে পড়া, খানখান হওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া	وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا	এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়বে। (১৯:৯০)
هَدَّمَ	ধ্বংস করা, বিধ্বস্ত করা	لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ	তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)
هَدَى	হিদায়াত করা	وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ	আল্লাহ্ যাদেরকে হিদায়াত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিশ্চিত কঠিন। (২:১৪৩)
هَرَبًا	পলায়নপর, পালানো	وَلَن نُّعۡجِزَهُۥ هَرَبًا	এবং পালিয়েও কখনো তাকে অপারগ করতে পারব না’। (৭২:১২)
أَهۡرَعَ	দ্রুত দৌড়ে আসা	فَهُمۡ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ يُهۡرَعُونَ	ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্রুত ছুটেছে। (৩৭:৭০)
اسۡتَهۡزَأَ	ঠাট্টা করা, ঠাট্টা করা, ব্যঙ্গ করা, উপহাস্য বানানো	وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا	এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। (৪:১৪০)
هَزَّ	ঝাঁকি দেওয়া, নাড়া	وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ	আর খেজুরগাছের কাণ্ডটি নিজের দিকে নাড়া দাও।

(১৯:২৫)		দেওয়া, আন্দোলিত করা	
আর তা অনর্থক নয়। (৮৬:১৪)	وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ	মিছামিছি, অহেতুক	هَزْلٌ
সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে। (৫৪:৪৫)	سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ	পরাজিত করা	هَزَمَ
আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি। (২০:১৮)	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى	পাতা ঝরানো	هَشَّ
ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর খন্ডিত শুষ্ক খড়ের মত হয়ে গেল। (৫৪:৩১)	فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ	খোঁয়াড় নির্মাণের জরাজীর্ণ খড়, শুষ্ক ঘাসের টুকরা, পড়ে থাকা তৃণলতা, শুষ্ক খড়কুটার কাটছাট, ভঙ্গুর খড়	هَشِيمٌ
তার কোন অবিচার ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনার আশঙ্কা নেই। (২০:১১২)	فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا	আত্মসাৎ করা, হজম করা, নেকি কমানো, পুণ্যহ্রাস করা	هَضْمًا
আহবানকারীর দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে। (৫৪:৮)	مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ	পলায়নপর, পলকহীন, অপলকদৃষ্টি, দ্রুত ধাবমান	مُهْطِعٌ
নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। (৭০:১৯)	إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا	ব্যাকুল, অস্থির	هَلُوعٌ
আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি। (৬:৬)	أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ	ধ্বংস হওয়া	هَلَكَ
এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। (২:১৭৩)	وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ	জবাই করা, বলি দেওয়া	أَهَلَّ
লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। (২:১৮৯)	يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ	নতুন চাঁদ	أَهِلَّةٌ (و) هِلَالٌ

هَامِدَةٌ	তৃণলতাহীন, শুষ্ক	وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً	তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্কাবস্থায়। (২২:৫)
مُنْهَمِرٌ	বর্ষণমুখর, পতনশীল	فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ	তখন আমি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির পানি দ্বারা (পানি বর্ষণের জন্য) আসমানের দরজা-সমূহ খুলে দিলাম। (৫৪:১১)
هُمَزَةٌ	নিন্দুক	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	প্রত্যেক নিন্দাকারী ও গীবতকারীর জন্য দুর্ভোগ (রয়েছে)। (১০৪:১)
هَمْسٌ	ফিসফিস শব্দ	فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا	সুতরাং ফিসফিসানি ছাড়া তুমি আর কিছু শুনবে না। (২০:১০৮)
هَمَّ	ইচ্ছা করা, উপক্রম হওয়া	إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ	যখন একটি কওম তোমাদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করতে মনস্থ করল। (৫:১১)
هَنِيئًا	তৃপ্তির সাথে, সানন্দে	فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا	তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও। (৪:৪)
هَادَ	ইয়াহূদি হওয়া	إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟	নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে। (৫:৬৯)
انْهَارَ	বিধ্বস্ত হওয়া	فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ	অতঃপর তাকে নিয়ে তা ধসে পড়ল জাহান্নামের আগুনে। (৯:১০৯)
أَهَانَ	লাঞ্ছিত করা, অপমানিত করা,	رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ	আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন। (৮৯:১৬)
هَوَى	ধ্বংস হওয়া, পতিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া,ঝুকে পড়া, বহন করা	فَقَدْ هَوَىٰ	সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। (২০:৮১)
هَوِيَ	কামনা করা	وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ	প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। (৩৮:২৬)
هَيَّأَ	সহজ করা, প্রস্তুত করা	رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا	হে আমাদের রব! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।

তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে আপনি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পান। (৩৯:২১)	ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا	শুষ্ক হওয়া	هَاجَ
এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে । (৭৩:১৪)	وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	এলোমেলো, আলুথালু, আউলানো, বিক্ষিপ্ত, আকীর্ণ, ছড়ানো	مَهِيلٌ
তুমি কি লক্ষ্য করো নি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? (২৬:২২৫)	أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ	তৃষ্ণায় ঘোরা	هَامَ
তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক। (৫৯:২৩)	هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ	রক্ষক, আশ্রয়দাতা	الْمُهَيْمِنُ
তোমাদের কাছে এই যে ওয়াদা করা হচ্ছে তা তো অনেক দূরের কথা। (২৩:৩৬)	هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	বহুদূর, সুদূরপরাহত	هَيْهَاتَ

ياء			
يَئِسَ	নিরাশ হওয়া	ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ	আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে। (৫:৩)
يَبَسًا، يَابِسٌ (مث) يَابِسَةٌ	শুষ্ক	فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا	অতঃপর সজোরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও। (২০:৭৭)
يَتِيمٌ (ج) يَتَامَى	এতিম, অনাথ	كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ	কখনো নয় । বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। (৮৯:১৭)
اليَدُ (ج) أَيْدٍ، أَيدي	হাত, ক্ষমতা, দখল, বাহুবল, অনুগ্রহ	أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ۖ	নাকি তাদের হাত আছে যা দিয়ে ধরতে পারে? (৭:১৯৫)
يَسَّرَ	সহজ করা, প্রাঞ্জল করা	ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ	তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন। (৮০:২০)
اليَاقُوتُ	নীলকান্তমণি	كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ	তারা যেন নীলকান্তমণি ও প্রবাল। (৫৫:৫৮)
يَقْطِينٌ	লাউ, কদু, কুমড়া	وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ	এবং (তাকে ছায়া দেবার জন্য) তার কাছে একটি লাউগাছ জন্মাই। (৩৭:১৪৬)
أَيْقَاظٌ (و) يَقْظٌ	জাগ্রত, নির্ঘুম, সজাগ	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ	তুমি তাদেরকে মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত। (১৮:১৮)
أَيْقَنَ، اسْتَيْقَنَ	দৃঢ়বিশ্বাস করা	وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ	তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (২৭:১৪)
تَيَمَّمَ	তায়াম্মুম করা	فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا	তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর। (৪:৪৩)
يَمٌّ (ج) يَمُومٌ	সাগর, সমুদ্র,	وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كَذَّبُوا۟ بِأَنَّهُمْ ٱلْيَمِّ فِى فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ مِنْهُمْ فَٱنتَقَمْنَا	তখন আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম আর

তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল আর এ ব্যাপারে তারা ছিল চিন্তা-ভাবনাহীন। (৭:১৩৬)	غَٰفِلِينَ عَنۡهَا	জলাশয়	
আর ‘হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি’? (২০:১৭)	وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ	দক্ষিণ, ডান হাত, ডান, শপথ, কসম, অঙ্গীকার	يَمِينٌ (ج) أَيۡمَانٌ
যখন তা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়। (৬:৯৯)	إِذَآ أَثۡمَرَ وَيَنۡعِهِۦٓ	ফল পাকা, পরিপক্ক হওয়া	يَنۡعٌ
আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করা হল। (৫:৫)	ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ	আজ, দিন, সময়	اليَوۡمُ (ج) أَيَّامُ